Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
ছফর-রবীঃ আউয়াল ১৪২৫ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ ১৪১০-১১ বাং
এপ্রিল ২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - মুছীবতে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত ০৪
    - আখতারুল আমান
  - আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ০৯
    - রফীক্ব আহমাদ
  - বাংলাদেশে নারীবাদ ১২
    - এবনে গোলাম সামাদ
  - আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা ১৪
    - মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন
  - ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্ত ১৬
    - যহুর বিন ওছমান
  - মীলাদ ও মীলাদুন্নবীঃ একটি পর্যালোচনা ১৮
    - ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ ২৩
  - মংলা বন্দরের দুর্দশা ঘুচবে কবে?
- দিশারীঃ ২৫
  - আমাদের দ্বন্দ্ব কোথায়?
    -আতাউর রহমান
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ২৬
  - মনুষ্যত্ব
- চিকিৎসা জগৎঃ ২৭
  - বসন্তের অসুখ-বিসুখ
- ক্ষেত-খামারঃ ২৮
  - (ক) সবজি চাষের আয় দিয়ে সংসার চালান ছাদেক আলী
  - (খ) ইবরাহীম সরকার লেবু চাষীদের মডেল
- কবিতাঃ ২৯
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩০
- স্বদেশ-বিদেশ ৩২
- মুসলিম জাহান ৩৭
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৭
- সংগঠন সংবাদ ৩৯
- পাঠকের মতামত ৪৪
- প্রশ্নোত্তর ৪৫

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

দেশ ধ্বংসে সর্ববৃহৎ অস্ত্রের চালান- হিংসাত্মক রাজনীতির ফল

গত ১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রামে ইউরিয়া সার কারখানার জেটিতে নোঙর করা দু'টি ট্রলারে ৫০০০ আগ্নেয়াস্ত্র, ২৫০০০ গ্রেনেড, সাড়ে ১১ লাখ গুলীসহ সর্বসাকুল্যে ১০ ট্রাক সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের বিশাল একটি অবৈধ চালান ধরা পড়েছে। যা শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে নযীরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। গত বছর বগুড়ার কাহালুতে ধরা পড়েছিল লক্ষাধিক গোলাবারুদের একটি বিশাল চালান। সেটাও ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম। সেটা পাওয়া গিয়েছিল স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতার বাড়ীতে। হয়তোবা সেখানে কোন বড় মাপের শক্তিশালী নেতার গোপন কানেকশন ছিল, কিংবা ভয়ংকর কোন বিদেশী শক্তির রক্তচক্ষুর ভয় ছিল। ফলে ওটা ধামাচাপা পড়ে গেছে। জাতীয় দৈনিকগুলিও কোন অদৃশ্য সুতোর টানে ঐ ব্যাপারে এখন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছে। সেদিন সঠিক তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচার হ'লে সম্ভবতঃ আজকের এ ঘটনা ঘটতো না। এবারও দেখা যাচ্ছে অস্ত্রবাহী দু'টি ট্রলারের একটির মালিক স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা। এর আগেও তারা হয়তোবা কয়েক চালান এনেছে। নিশ্চয়ই সব দিক ম্যানেজ করেই তারা একাজ করেছিল। নইলে এত অস্ত্র এত ভিতরে নির্দ্বিধায় আনার সাহস কিভাবে হ'ল? উদ্ধারকৃত অস্ত্রের অংশ মাত্র ব্যবহার করেও অন্যান্য দেশে ইতিপূর্বে সহিংসভাবে সরকার পতন ঘটানো হয়েছে। যেমন ১৯৫৯ সালে কিউবার সরকার পতন ঘটানো হয়েছিল। তবুও দেশপ্রেমিক সাধারণ জনগণের দো'আ ও আল্লাহ্র বিশেষ রহমত আছে বলেই স্থানীয় কোস্টগার্ড ও পুলিশ বাহিনী এ চালানটি ধরতে সক্ষম হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথমে সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য। যিনি তাঁর এক বান্দার মাধ্যমে গোপন সংবাদ দিয়ে এ বিরাট বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, পুলিশ বাহিনীকে দুর্নীতির শীর্ষে বলা হ'লেও তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক ও আল্লাহভীরু কিছু সদস্য ও কর্মকর্তা আছেন, যারা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হ'লেও দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ করেন। যেসকল কোস্টগার্ড ও পুলিশ সদস্য এ মহতী ও দুঃসাহসিক কাজে খালেছ অন্তরে কাজ করেছেন, আমরা তাদের জন্য খাছ দো'আ করি। আল্লাহ যেন তাদেরকে পরকালে উত্তম জাযা দান করেন। সরকারকেও বলব তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য, যাতে তারা উৎসাহিত হন। পক্ষান্তরে কর্ণফুলী থানার ওসি ও তার সহযোগী পুলিশ বাহিনী যারা দাঁড়িয়ে থেকে অস্ত্র খালাস করাচ্ছিল, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হৌক।

প্রশ্ন ওঠে, দেশকে এভাবে বারবার হুমকির মুখে ফেলা হচ্ছে কেন? কারা এগুলি করছে? বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা শোনা গেলেও কতগুলি মৌলিক বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি। সেটি এই যে, দেশকে হুমকির মুখে ফেলছে তারাই যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী নয়। যারা বিদেশী শক্তির এদেশীয় এজেন্ট মাত্র। ঐ বিদেশী শক্তিটি কে? এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বলতে মানা। কেননা এদেশে প্রাণবল্লভদের নাম মুখে নিতে চায় না কেউ। তবে সাধারণ জনগণ তাদের ভালভাবেই চিনে। দ্বিতীয় প্রশ্নঃ কারা এগুলি করছে? এর সোজা জবাব এই যে, একাজ তারাই করছে, যারা সরকারের বৈরী শক্তি। তারা বিরোধী দলের লোকও হ'তে পারে কিংবা প্রশাসনের মধ্যে বা সরকারী দলে ঘাপটি মেরে থাকা স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী বা বিদেশী এজেন্টরাও হ'তে পারে। তবে এটা যে দেশের বর্তমান হিংসাত্মক রাজনীতির ফল, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

এক্ষণে এইসব রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা থেকে বাঁচার উপায় কি? এর জবাব এই যে, এসব থেকে বাঁচার উপায় কারু নেই। শয়তান যেহেতু মানুষের রগ-রেশায় বিচরণ করে, সেহেতু ষড় রিপুর হামলা থেকে ব্যক্তি ও দেশ মুক্ত হবে না কখনোই। তবে একে দমিয়ে রাখার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। প্রথমতঃ যেসব কাজ করলে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নাশকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এগুলি কিভাবে সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শঃ মেয়াদ ভিত্তিক ক্ষমতা দখলমুখী রাজনীতির পরিবর্তে নৈতিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী রাজনীতি চালু করতে হবে। যাতে সর্বোচ্চ আদালতে অপরাধী প্রমাণিত হ'লে মেয়াদ পূর্তির আগেই সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। কোনরূপ হরতাল, গণ অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজন না হয়। একই সাথে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। যাতে একজন ক্ষমতায় গেলে অন্যজন হিংসায় জ্বলতে না পারে এবং সশস্ত্র নাশকতায় লিপ্ত না হ'তে পারে। ২- দেশের পুলিশ ও বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখতে হবে। যাতে তারা যেকোন সময় যেকোন অপরাধীকে নির্দ্বিধায় ধরতে ও বিচার করতে সমর্থ হয়।

সবশেষে দেশের প্রশাসনের প্রতি অনুরোধঃ আল্লাহভীরু হৌন, বিদেশভীরু হবেন না। দেশ ও জনগণের স্বার্থেই আপনারা প্রশাসনে আছেন, বিদেশীদের স্বার্থ বজায় করার জন্য নয়। জন্মেছেন একদিন, মরবেনও একদিন। দেশ ও জনগণের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে যদি বিদেশী চক্রের গুলীর খোরাক হ'তে হয়, তবুও চিরকাল আপনারা জনগণের হৃদয়ের মুকুট হয়ে থাকবেন। মনে রাখবেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় গাদ্দারীর পতাকা উড়ানো হবে, দেশের বিশ্বাসঘাতক শাসকের জন্য' *(মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুসলমানদের কোন কর্তৃপক্ষ তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে যদি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম)*। পক্ষান্তরে 'ন্যায় পরায়ণ শাসকগণ আল্লাহ্র নিকটে তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের আসনে বসবেন' *(মুসলিম)*।

অতএব পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের হে অভিভাবকমণ্ডলী! মানুষকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ সর্বোত্তম হেফাযতকারী। রাজনীতিকদের প্রতি আবেদন, রাজনীতির নামে হিংসাত্মক দলাদলি বন্ধ করুন। ক্ষমতা ও গদীর জন্য দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করবেন না। পরিশেষে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং সর্বোপরি ইসলামের এ নিরাপদ দুর্গটিকে রক্ষায় জীবন বাজি রেখে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য আমরা সরকার ও জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের দেশকে হেফাযত করুন- আমীন! (স. স.)।

প্রবন্ধ

মুছীবতে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত

আখতারুল আমান*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩)*।

হাদীছে এসেছে নবী করীম (ছাঃ)-কে কোন বিষয় চিন্তিত করলে তিনি তৎক্ষণাত ছালাতের দিকে ধাবিত হ'তেন।[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ- الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ-

'নিশ্চয়ই কিছু ভয়, ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষতি ও ফল-ফসলকে বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করুন। যারা বিপদে পতিত হয়ে বলে যে, আমরা সকলে আল্লাহ্র অধীন এবং আমরা সকলে তার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই সে সমস্ত লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭)*।

আল্লাহ তা'আলা লোক্বমান (আঃ)-এর কথা উদ্ধৃত করে বলেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ط إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ-

'হে বৎস! তুমি ছালাত প্রতিষ্ঠা কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই ইহা দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(লোক্বমান ১৭)*।

তিনি আরো বলেন,

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا ط وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ-

'তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা পূর্ববর্তী গ্রন্থধারী জনতা এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে পীড়াদায়ক কটুক্তি শ্রবণ করবে। সুতরাং তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর এবং তাক্বওয়াশীল হও তবে নিশ্চয়ই ইহা দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(আলে ইমরান ১৮৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ-

'আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, শেষ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল তাও আমি জেনে নিব এবং আমি তোমাদের সকলের তথ্য উদঘাটন করব' *(মুহাম্মাদ ৩১)*।

তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

'(বিপদাপদে) ধৈর্যধারণকারীদেরকে বেশুমার প্রতিদান দেওয়া হবে' *(যুমার ১০)*।

অনেকে সামান্য মুছীবতে পতিত হ'লে মৃত্যু কামনা করে বসে, যা আদৌ উচিত নয়। অবশ্য অবস্থা একেবারে বেগতিক হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَايَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا دَامَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ-

'তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্য মঙ্গলময় হবে এবং আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন মৃত্যুই আমার জন্য উত্তম হবে'।[২]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, সহজে মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়; বরং ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহ্র ফায়ছালায় রাযী থাকা উচিত। নিম্নে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত সংক্রান্ত

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌউদী আরব; রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ।*

১. *আহমাদ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৯২; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩।*

২. *বুখারী, মুসলিম, ছহীহুল জামে' হা/৭৬১১।*

কতিপয় হাদীছ পেশ করা হ'লঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَيَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِيْدَ فِيْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ-

'(মুছীবতে পতিত হওয়ার কারণে) তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ যদি সে নেককার হয় তবে হয়তো সে আরো বেশী নেক আমল করবে। আর যদি খারাপ প্রকৃতির হয় তবে হয়তো সে তওবা করার সুযোগ পাবে'।[৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لاَيَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللهُ فِيْ جَسَدِهِ أَوْفِيْ وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى-

'যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এমন মর্যাদা নির্ধারণ করা থাকে, যা সে আমল দ্বারা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তখন আল্লাহ তাকে তার শরীর, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতিতে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তাকে ঐ বিপদের উপর ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দেন। ফলে সে আল্লাহ্র নির্ধারণকৃত ঐ স্থান ও মর্যাদায় পৌঁছে যায়'।[৪]

তিনি বলেন,

لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلاَءِ-

'সুস্থ ব্যক্তিরা ক্বিয়ামত দিবসে যখন বিপদে পতিত ব্যক্তিদের বিনিময় দেখতে পাবে, তখন তারা আফসোস করে বলবে, হায়! যদি আমাদের চামড়াগুলি কেঁচি দিয়ে কাটা হ'ত'।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন প্রকার মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত হ'লে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তার গুনাহ বিদূরিত করেন। এমনকি যদি তার দেহে সামান্য কাঁটাও বিধে তবুও'।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ -

'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে তিনি বালা-মুছীবত দ্বারা পরীক্ষা করেন'।[৭]

'উবাই বিন কা'ব (রাঃ) যখন শুনতে পেলেন শরীর বালা-মুছীবতে আক্রান্ত হওয়া পাপের কাফফারা স্বরূপ, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি ঐ মুছীবত কম হয় তবুও কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তা কাঁটা কিংবা তদপেক্ষা বড় কোন বস্তু হয় তবুও। এতদশ্রবণে উবাই বিন কা'ব দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ইহাই কামনা করি যে, জ্বর যেন সর্বদা উবাইকে কাবু করে রাখে। অবশ্য তা যেন হজ্জ, ওমরাহ, ছালাত, জানাযা ও জিহাদে উপস্থিত হ'তে বাধা না দেয়। রাবী বলেন, (এরপর থেকে) উবাই (রাঃ)-কে কেউ স্পর্শ করলে আগুনের মত তাপ তার শরীরে অনুভব করত।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مُسْلِمٌ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّحَطَّ اللهُ لَهُ بِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرُ وَرَقَبَا-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি কাঁটা বা তদপেক্ষা বড় কিছু দ্বারা আক্রান্ত হ'লে আল্লাহ তদ্দ্বারা তার গুনাহ দূর করেন। যেমন বৃক্ষ হ'তে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ فِيْ جَسَدِهِ إِلاَّ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْحَفَظَةَ: اُكْتُبُوْا لِعَبْدِيْ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ، مَادَامَ مَحْبُوْسًا-

'কোন মুমিন বান্দা শারীরিক মুছীবতে আক্রান্ত হ'লে আল্লাহ তা'আলা হেফাযতকারী ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দা যেসব কল্যাণের কাজ করত তা তার জন্য (তার আমলনামায়) লিখতে থাক, যতক্ষণ [illegible] উক্ত মুছীবতে আক্রান্ত থাকে'।[১০]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যাদের উপর সবচেয়ে বেশী বিপদ আসে তারা হ'লেন নবী-রাসূলগণ। অতঃপর পর্যায়ক্রমে সৎ কর্মশীলগণ। মা[illegible]ষ মুছীবতে আক্রান্ত হয় তার দ্বীন অনুসারে। সুতরাং [illegible]ার দ্বীনে দৃঢ়তা [illegible]ছে তার

৩. *বুখারী, নাসাঈ প্রভৃতি; ছহীহুল জামে' হা/৭৬১০।*
৪. *আবুদাউদ ৩/১৮৩ পৃঃ; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৯৯।*
৫. *তিরমিযী হা/২৪০৪; হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪৮৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২০৬।*

৬. *বুখারী ১০/১০৩ পৃঃ; [illegible]লিম ৪/১৯৯২ পৃঃ।*
৭. *বুখারী, ছহীহুল [illegible]' হা/৬৬১০; মিশকাত [illegible]*
৮. *আবূ আব্দুল্লা[illegible] [illegible]কুদেসী, ত্বিব; সনদ [illegible] [illegible] পৃঃ; হাসান খা[illegible] (দারুদ্দাঈ প্রকাশনা রিয়াদ) [illegible]*
৯. *বুখারী [illegible]০/১১১০ পৃঃ; মুসলিম [illegible]১৯৯ পৃঃ [illegible]সান ও ছহীহ।*
১০. *[illegible]ক্ম, দারেমী, আহমাদ, সনদ [illegible] সিলসিলা ছহীহাহ হা/[illegible]*

বিপদও দৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে যে দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বল তার মুছীবতও দুর্বল। একজন ব্যক্তি বালা-মুছীবতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে এমন হয়ে যায় যে, সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে অথচ তার কোন গুনাহ থাকে না'।[১১]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلاَهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزْعُ -

'আল্লাহ কোন জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে বিপদে পতিত করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে তার জন্য তাই হবে। আর যে অধৈর্য হবে তার জন্য ঐ অধৈর্য থাকবে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوِ الْمُسَيِّبِ تَزَفْزَفِيْنَ؟ قَالَتْ الْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَتَسُبِّيْ الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ -

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মু সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়েব-এর নিকটে প্রবেশ করে বললেন, হে সায়েব বা মুসাইয়বের মা! তোমার কি হয়েছে, কাঁপছ কেন? তিনি বললেন, জ্বর হয়েছে, আল্লাহ তা ভাল না করুন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জ্বরকে গালি দিওনা। কারণ সে আদম সন্তানের গুনাহ সমূহকে দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে'।[১৩]

আত্বা বিন আবি রিবাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, তোমাকে কি আমি একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, সে হ'ল এই কালো মহিলা। যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আগমনপূর্বক বলল, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত বিধায় ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সময় উলঙ্গ হয়ে যাই। সুতরাং আমার এই রোগ মুক্তির জন্য দো'আ করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি চাও ধৈর্যধারণ করো বিনিময়ে জান্নাত পাবে। আর যদি চাও, আমি তোমার জন্য এ থেকে মুক্তির জন্য দো'আ করি। মহিলাটি বলল, তাহ'লে আমি ধৈর্যধারণ করব। মহিলাটি পুনরায় বলল, আপনি আমার জন্য এ মর্মে দো'আ করুন যেন আমি উলঙ্গ না হই। নবী করীম (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন'।[১৪]

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে আল্লাহ রোগাক্রান্ত করলে যতদিন সে অসুস্থ থাকে ততদিন তিনি তার জন্য (তার আমলনামায়) ঐসব আমল লিপিবদ্ধ করেন, যা সে তার সুস্থতায় করত। আল্লাহ তাকে রোগ মুক্তি দিলে তাকে গুনাহ থেকে ধৌত করে ছাড়েন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, যদি তাকে মৃত্যু দেন তাহ'লে তাকে (গুনাহ থেকে) ধৌত করে ফেলেন'।[১৫]

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَيْئٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ فِيْ جَسَدِهِ يُؤْذِيْهِ إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ سَيِّآتِهِ -

'মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির শরীরে কোন কষ্টদায়ক বস্তু স্পর্শ করলে আল্লাহ তদ্বারা তার গুনাহ মাফ করে থাকেন'।[১৬]

নিজ সন্তানের ইন্তেকালে যে ব্যক্তি প্রথমেই ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তার জন্য একটি বিশেষ ঘর নির্মাণ করেন, যার নাম 'বায়তুল হাম্দ' বা প্রশংসার ঘরঃ

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى أَقْبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ أَقْبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى أَبْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ -

'আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন বান্দার সন্তান মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তান কেড়ে নিয়েছ? তারা তখন বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ আবার বলেন, তাহ'লে তোমরা তাঁর অন্তরের ফল কেড়ে নিয়েছ? তারা তখন বলেন, হ্যাঁ। আবার আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দা সে মুহূর্তে কি বলছিল? তারা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জেঊন' বলেছে। আল্লাহ তখন বলেন, তোমরা আমার ঐ বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং ওর নাম দাও 'বায়তুল হাম্দ' বা প্রশংসার ঘর'।[১৭]

---

১১. ইবনু হিব্বান, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/১৭০৫।
১২. আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১৭০৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৬।
১৩. মুসলিম হা/২৫৭৫।
১৪. বুখারী ও মুসলিম; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৩৯০।
১৫. ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮৬, সনদ হাসান ও ছহীহ দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ২/৩৪৬ পৃঃ।
১৬. হাকিম ১/৩৪৭ পৃঃ; আহমাদ ৪/৯৮ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৭৪।
১৭. আহমাদ, তিরমিযী।

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَهُ-

'ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয়ই অকাল গর্ভপাত হওয়া সন্তান তার মাকে নাড়ী দ্বারা পেঁচিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে, যদি তার মা ধৈর্যসহ ছওয়াবের আশা করে থাকে'।[১৮]

যারা চক্ষু হারিয়ে ধৈর্যধারণ করে তারা জান্নাতে যাবেঃ

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِذَا قَبَضْتُ مِنْ عَبْدِىْ كَرِيْمَتَهُ وَهُوَ بِهَا ضَنِيْنٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ-

'ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দা থেকে তার সম্মানিত বস্তু তথা চক্ষু কেড়ে নিলে যদি সে তাতে ধৈর্যধারণ করে, তাহ'লে আমি তাকে একমাত্র জান্নাত দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু প্রদানে সন্তুষ্ট নই'।[১৯]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِىْ وَصَبَرَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَقُوْمُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ لِلْحَفَظَةِ إِنِّىْ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِىْ هَذَا وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوْ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا كُنْتُمْ تُجْرُوْنَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيْحٌ-

'শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যদি আমার কোন মুমিন বান্দাকে মুছীবতে নিক্ষেপ করি এবং সে আমার প্রশংসা করে এবং আমার পক্ষ থেকে আরোপিত মুছীবতে ধৈর্যধারণ করে, তাহ'লে সে তার শয়নস্থল হ'তে ঐ দিনের মত গুনাহ থেকে পবিত্র হয় যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ হেফাযতকারী ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমি আমার এই বান্দাকে আবদ্ধ করে রেখেছি এবং মুছীবতে আক্রান্ত করেছি কাজেই তার আমলগুলি ঐভাবেই জারী রাখ যেভাবে তার সুস্থতায় জারী রাখতে'।[২০]

কোনদিন যার অসুখ হয় না সে জাহান্নামীঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ قَالَ لا قَالَ فَهَلْ صَدَعَتْ؟ قَالَ وَمَا الصُّدَاعُ قَالَ رِيْحٌ تَعْتَرِضُ فِى الرَّأْسِ تَضْرِبُ الْعُرُوْقَ قَالَ لاَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ-

'একজন গ্রাম্য ব্যক্তি আগমন করলে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার কি 'উম্মু মিলদাম' (জ্বরের নাম) হয়? সে বলল, 'উম্মু মিলদাম' আবার কি? তিনি বললেন, ইহা চর্ম ও মাংসের মধ্যকার তাপমাত্রা। সে বলল, না। নবী করীম (ছাঃ) আবার বললেন, তোমার কি মাথা ব্যথা হয়? লোকটি বলল, মাথা ব্যথা আবার কি? তিনি বললেন, উহা এক প্রকার বাতাস, যা মাথায় প্রবেশ করে এবং শিরা-উপশিরায় আঘাত হানে। সে বলল, এটা আমার হয় না। এর পর লোকটি উঠে দাঁড়াল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, একজন জাহান্নামীকে দেখে আনন্দ পায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে নেয়।[২১]

বিপদগ্রস্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্যঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِى اللهَ وَ اصْبِرِىْ قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّى فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيْلَ لَهَا إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ، فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى-

'আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি মহিলার নিকট দিয়ে গমন করলেন। মহিলাটি একটি কবরের নিকটে কাঁদছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, হে মহিলা! আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। মহিলাটি বলল, আপনি আমার নিকট থেকে সরে যান, কারণ আপনি আমার মত মুছীবতে

১৮. *ইবনু মাজাহ হা/১৬০৯, হাদীছ ছহীহ।*
১৯. *আবু নু'আইম ৬/১০৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯২০।*
২০. *আহমাদ ৪/১২৩ পৃঃ; আবু নু'আইম ফিল হিলইয়াহ ৯/৩০৯ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৯।*
২১. *ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮১, হাদীছ হাসান ও ছহীহ।*

আক্রান্ত হননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঐ মহিলা চিনতে পারেনি। পরে মহিলাটিকে বলা হ'ল, তিনি হ'লেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। এতদশ্রবণে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরজার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। দরজায় কোন দারোয়ান না পেয়ে মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে সে সময় চিনতে পারিনি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'প্রকৃত ধৈর্য তাকেই বলে যা প্রথমেই অবলম্বন করা হয়ে থাকে'।[২২]

আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِبْنُ آدَمُ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ –

'হে আদম সন্তান! তুমি যদি (বিপদে) প্রথমেই ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ্র কাছে নেকীর আশা কর, তাহ'লে আমি তোমার জন্য একমাত্র জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু দানে সন্তুষ্টি নই'।[২৩]

উল্লেখ্য যে, বিপদাপদে ধৈর্যধারণের অর্থ এই নয় যে, বিপদ থেকে মুক্তি জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে না; বরং আল্লাহ্র কাছে মুক্তি কামনা করা সুন্নাত। যেমন আইয়ূব (আঃ) অসুখে পড়ে এই দো'আ করেছিলেন,

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ–

'(হে আমার প্রতিপালক!) আমাকে ক্ষতি স্পর্শ করেছে, আর আপনি হ'লেন সবচেয়ে মহান দয়ালু' *(আম্বিয়া ৮৩)*।

আইয়ূব (আঃ) তবুও ধৈর্যের গণ্ডি থেকে বের হননি। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ–

'আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছিলাম। কত উত্তম বান্দাই না তিনি। নিশ্চয়ই তিনি (আমার দিকে) অধিক প্রত্যাবর্তনকারী' *(ছোয়াদ ৪৪)*।

অনুরূপভাবে ইউনুস (আঃ)-কে মাছে গিলে ফেললে আল্লাহ্র সমীপে এই বলে নিবেদন করেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ –

'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই আমি যেন যালিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ এই দো'আটি দ্বারা আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবেন'।[২৪]

নিম্নোক্ত দো'আটিও বলা যেতে পারে,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا–

'নিশ্চয়ই আমরা সকলে আল্লাহ্র জন্য এবং সকলে তার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুছীবতের বদলা দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করুন'।[২৫]

নবী করীম (ছাঃ)ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে কোন বিষয় চিন্তিত করলে তিনি এই দো'আটি বলতেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ –

'হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি'।[২৬]

এছাড়া তিনি নিম্নোক্ত দো'আটিও পড়তেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّهُوَ الْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلَهَ إِلا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ–

নবী করীম (ছাঃ) বিপদে আক্রান্ত হওয়া থেকেও আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চাইতেন।[২৭] আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বালা-মুছীবত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ–

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে নিরাপত্তা কামনা করছি আমার দ্বীনে, দুনিয়ায়, আমার পরিবারে এবং সম্পদে। হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্ভ্রমের হিফাযত করুন, আমার ভয়-ভীতি দূর করুন। আমাকে হেফাযত করুন আমার সম্মুখ থেকে, পশ্চাদ থেকে,

---

২২. বুখারী, হা/১২৮৩।
২৩. ইবনু মাজাহ হা/১৫৯৭, হাদীছ হাসান।
২৪. হাকেম, তিরমিযী ৫/৫২৯ পৃঃ।
২৫. ছহীহ মুসলিম ২/৬৩২ পৃঃ।
২৬. তিরমিযী, সনদ হাসান, ছহীহুল জামে' হা/৪৭৭৭।
২৭. বুখারী 'দো'আ' অধ্যায়, মুসলিম 'যিকর' অধ্যায়।

ডানদিক থেকে, বামদিক থেকে, উপর দিক থেকে, নীচ দিক থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্নদিকে ধ্বস নামা হ'তে'।[২৮]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে, তাকে উক্ত বালা-মুছীবত স্পর্শ করবে না-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً-

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে ঐ মুছীবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন যে মুছীবতে আপনাকে আক্রান্ত করেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টিকুলের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন'।[২৯]

এছাড়া অসুখে-বিসুখে আক্রান্ত হ'লে বৈধ ঝাড়-ফুঁক করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হ'লে তিনি সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে তার উপর ফুঁক দিতেন।[৩০]

অসুখ-বিসুখে ঔষধ ব্যবহার করাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ এবং রোগের ঔষধ উভয়টিই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা কর'।[৩১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোন অসুখ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। যে জেনেছে সে জেনেছে, যে জানেনি সে জানেনি'।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বিপদে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৮. *আবুদাঊদ হা/৫০৭৪; নাসাঈ হা/৫৫৩১; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৭।*
২৯. *তিরমিযী হা/৩৪২৮, হাদীছ হাসান- দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০২।*
৩০. *মুসলিম হা/১৪৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৮৩।*
৩১. *হাকিম প্রভৃতি, হাদীছ হাসান- দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/১৭৫৪।*
৩২. *হাকিম প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/১৮০৯; সিলসিলা ছহীহাহ/৪৫১।*

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

*রফীক্ব আহমাদ**

ধর্মীয় ইতিহাসের নিরিখে আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণই হ'ল ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। এজন্য নানা নিয়ম-কানূন, কথাবার্তা, সহনশীলতা, সামাজিকতা ও দৈনন্দিন আবশ্যকীয় কর্যকলাপ বলবৎ রেখে ধর্মের পানে অগ্রসর হ'তে হয়। এজন্য ধর্মের বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখার জন্য পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে- ঈমান, ছালাত, ছওম, যাকাত এবং হজ্জ। পবিত্র কুরআন হ'ল বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহা সম্মানিত গ্রন্থ। এতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বস্তুর সৃষ্টি রহস্যসহ বিপুল তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে। এতদ্ব্যতীত সৃষ্টির প্রত্যেকেরই আল্লাহ্র অনুগত ও ভয়ে ভীত থাকার স্বীকারোক্তিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অবশ্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির আনুগত্যের জন্যই বিশ্বজগতের এই আয়োজন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য, তাঁকেই একমাত্র উপাস্যরূপে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা, তাঁর কোন শরীক সাব্যস্ত না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন হিতাকাঙ্ক্ষী আছে- এরূপ চিন্তা হ'তে বিরত থাকার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থাই হ'ল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এতে যে সুশৃংখল নিয়মাবলী, আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, সতর্কতা, আশা-ভরসা ও ভয়-ভীতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণ রয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন। এজন্য আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যকে বিভিন্নভাবে সহজ করে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একটি হ'ল, যেকোন ভাল কাজে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। মানব জীবনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি একটি অতি উত্তম ইবাদত এবং অকৃত্রিম অনুভূতি। তাই আলোচ্য নিবন্ধে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাদেশ সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করা হ'ল।

মূলতঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষণ ও তাঁর সমীপে নিয়্যত, উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য বিরাজমান। কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা, চেতনা, মনস্কামনা, সংকল্প, দৃঢ়তা ইত্যাদির সমন্বয়ে নিয়্যতের সূত্রপাত হয়। আসলে নিয়্যত হ'ল ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের একটা সুচিন্তিত মনোভাব গঠন করা। উদাহরণ স্বরূপ ওযূ, গোসল, ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কাজগুলি আরম্ভের পূর্বেই মানুষের মনে একটা ইচ্ছা বা পরিকল্পনা জাগরিত হয়। আর পবিত্র ও অকৃত্রিম নিয়্যত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে যায়। অপর দিকে নিয়্যতের বিকল্প আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসন্ধান কোন পরিকল্পিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ধর্মীয় বিষয়াদির আধ্যাত্মিক চিন্তা ও গবেষণা হ'তেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ- يَّهْدِىْ بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

'হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং এসেছে একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তিনি তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন' *(মায়েদাহ ১৫-১৬)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র তিনি বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ،

'আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তবে নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ-সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন' *(ফাতাহ ২৯)*।

মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্র একত্ব, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির প্রেক্ষাপট হ'তেই তাঁর সন্তুষ্টির বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ সন্তুষ্টি অর্জন প্রক্রিয়ার মূল উৎস হিসাবে উপরের আয়াতে বিশ্বনবী (ছাঃ) ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শের অনুসরণ করবে, আল-কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করবেন এবং তাদেরকে ভ্রান্ত পথ হ'তে সঠিক পথে আনয়ন করবেন। পরবর্তী আয়াতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল বলে ঘোষণার পর তাঁর সাথীদের চরিত্র মাধুর্যের চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (ছাঃ)-এর সহচরগণ বিনম্র, কিন্তু কাফের সম্প্রদায়ের প্রতি বা বিধর্মীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাবাপন্ন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি, ভালবাসা ও সান্নিধ্য লাভের বাসনায় তাঁরা রুকূ-সিজদা বা ছালাতরত অবস্থায় থাকে। তাঁদের দীর্ঘ রুকূ-সিজদা তাদেরকে ক্লান্তিতে অবসন্ন করে দেয়। ফলে তাঁদের চেহারায় সিজদার আলামত ফুটে উঠে।

আরও আশ্চর্যের বিষয়, যারা সত্য ধর্মের অনুসারীদের দলভুক্ত, তারা পরকালে স্থায়ী আরাম-আয়েস ও সুখ-শান্তির স্থান জান্নাতের সুসংবাদকে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি জাহান্নামের শাস্তিকেও বিশ্বাস করে। এজন্য শেষ বিচারালয়ে যথাযথভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টির স্বার্থে যেকোন আত্মত্যাগে তারা প্রস্তুত থাকে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ-

'মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের প্রাণের বাজি রাখে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান' *(বাক্বারাহ ২০৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

لاَخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا-

'তাদের অধিকাংশ সলাপরামর্শ ভাল নয়। তবে যে সলাপরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করত বা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকল্পে, তা স্বতন্ত্র। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে একাজ করে, আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব' *(নিসা ১১৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِاللّهِ وَلاَيَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ- وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَاللّهُ بِهِ أَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ- وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ-

'যারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না আর যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে, কঠোর হিসাবের আশংকা রাখে এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য ছবর করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ' *(রা'দ ২০-২২)*।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন সুনির্ধারিত সভ্যতা, নিয়ম-কানুন বা তাৎপর্য সম্যকভাবে জানবার বা উপলব্ধি করবার কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেই। শুধু পবিত্র মহাগ্রন্থের বাণীকে নিয়ে গভীরভাবে অধ্যবসায় ও গবেষণা করলেই এর মধ্যে লুক্কায়িত নমুনা সমূহ পাওয়া যায়। যারা এর

অনুসন্ধান করে, তারাই উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রবল আকাংখায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের সৎকর্ম সমূহ, দান-খয়রাত, মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আপোষ-মীমাংসা করা বা অনুরূপ সন্তোষজনক কাজ আল্লাহ্র নিকট খুবই পসন্দনীয়।

যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় দৃষ্টান্তমূলক ধৈর্যধারণ করে, শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত আদায় করে, কাউকে কোন মন্দ কথার উত্তর না করে বিপরীত ভাল কথা বলে এবং সকল মন্দের পরিবর্তে ভালতে অবস্থান নেই, আল্লাহ তাঁর সন্তোষজনক কার্যকলাপের প্রতিদানে তাদের মহা পুরস্কারের (জান্নাত) ঘোষণা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে. তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ১১২)*।

অনুরূপ মর্মার্থে অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَنُضِيْعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً-

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না' *(কাহফ ৩০)*।

প্রথমেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আলোচনা কোন সুনির্দিষ্ট ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার কোন ইবাদত হ'তে বিন্দুমাত্রও পৃথক নয়। ইহা সারা জীবনের সকল ইবাদত, সৎকর্ম, সদ্ব্যবহার, সহিষ্ণুতা, আচার-আচরণ, সততা, দানশীলতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি সন্তোষজনক তথ্যের সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সুচিন্তিতভাবে আল্লাহ্র স্মরণ, ভীতি, ক্ষমা, দয়া, রহমত, ভালবাসা ও সর্বোপরি তাঁর সন্তুষ্টিই সর্বত্র বিরাজিত।

তাই উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণকারী সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং অভয় দেয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় ভাবধারায় আপ্লুত ছাড়া সৎকর্মশীল, আল্লাহ্র পসন্দনীয় সৎকর্মশীলের প্রসংশাপত্র পাওয়া অসম্ভব।

পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত অভিন্ন অর্থের বহুসংখ্যক আয়াত রয়েছে। তন্মধ্যে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আয়াতগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই লিপিবদ্ধ। তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যক্ষ বর্ণনায় বলেন,

فَآتِ ذَاالْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَاللّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ-

'আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করুন এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারাই সফলকাম। মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সূদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে' *(আর-রূম ৩৮-৩৯)*।

এমতাবস্থায় নেতিবাচক মনোবৃত্তি বা জীবনযাপন প্রত্যাখান করে উপরোক্ত ইতিবাচক সৎকর্ম সম্পাদনে আত্মোৎসর্গ করলেই তার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে। তাই আয়াতে দানশীলতার বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সমাচারটি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ দান-খয়রাতের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্বজগতকে অবহিত করার সঠিক ও যুক্তিযুক্ত লক্ষ্যেই উক্ত আয়াতের অবতারণা।

ঈমানদারগণ শুধু নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় অপরকেও ধর্মের পথে আহ্বান জানায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ط ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ- وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

'যে আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? সমান নয় ভাল ও মন্দ। জবাবে তাই বলুন, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সেও অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ছবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৩-৩৫)*।

উপরোক্ত আয়াতে প্রকৃত মুমিনের অবয়ব ফুটে উঠেছে। যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকে, তার চেয়ে অধিক উত্তম কথা আর কারো হ'তে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট, যা দ্বারা সাধারণ মানুষকে সত্যের পথে দা'ওয়াত দেওয়া হয়। এরূপ উন্নত ও মহৎ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে থাকে। অবশ্য আয়াতে ধৈর্যশীলদেরকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং এদের নিশ্চিতভাবে ভাগ্যবান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল কাজে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

বাংলাদেশে নারীবাদ

*এবনে গোলাম সামাদ**

নারীবাদী আন্দোলন (Faminism) উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম আরম্ভ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখান থেকে নারীবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। আমেরিকা আর ইউরোপে নারীবাদীদের অনেক দাবীই পূরণ হ'তে পেরেছে। নারীবাদী আন্দোলন এখন তাই আর আগের মত জোরালো কোন আন্দোলন নয় ইউরোপ, আমেরিকায়। তাছাড়া ওইসব দেশের মেয়েরা এখন উপলব্ধি করছে, মেয়েদের মেয়ে হিসাবে গৌরব করবার অনেক কিছু আছে। পুরুষকে অনুকরণ করবার কোন প্রয়োজন তাই তাদের নেই। মেয়েদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, মেয়ে হিসাবেই পূর্ণতা পেতে চাওয়া। পুরুষ বনাম নারীর ধারণাটা সম্পূর্ণই ভুল। জীবনে সুখী হ'তে হ'লে পুরুষ ও নারীর সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। মায়েরা যদি সন্তান প্রতিপালনে অবহেলা করে, তবে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘটে সামাজিক শৃংখলার অবনতি। কষ্ট পায় শিশুরা। নারী-পুরুষের পার্থক্যটা সামাজিক নয়। মানব সৃষ্টও নয়। একান্তভাবেই প্রাকৃতিক। এই প্রাকৃতিক পার্থক্যকে অস্বীকার করতে গেলে নানা বিপত্তিরই উদ্ভব হ'তে পারে। আর হয়ও। বিবাহ ও পরিবার নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা বিষয়গতভাবে অনেক গবেষণা করেছেন। আর তাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল, মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতিতে আছে এর গভীর গুরুত্ব। বিবাহ ও পরিবার প্রথাকে খাটো করে দেখার কোন যুক্তি নেই কোনভাবে। মানুষের জীবনের সব ভালোমন্দের ধারণাই আপেক্ষিক নয়। অনেক ধারণার আছে গভীর প্রয়োজন। বিবাহ সম্বন্ধে বলতে যেয়ে নৃতাত্ত্বিক Malinouski বলেছেন, বিবাহ হ'ল, 'A contract for the production and maintenance of children' বিবাহ হ'ল, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য একটা চুক্তি। নৃতাত্ত্বিকরা কেউই বলেন না, বিবাহের উদ্ভব হয়েছে নারীদের গৃহে বন্দী করে রাখবার জন্য। তারা এর মধ্যে দেখেন মানব জীবনের বেঁচে থাকবার এক উন্নততর চেষ্টা। বাড়ীর কাছের একজন নৃতত্ত্বের গ্রন্থ লেখক অতুল সূর-এর মতে, শিশুকে লালন-পালন করে স্বাবলম্বী করে তুলতে অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের অনেক বেশী সময় লাগে। এ সময় প্রতিপালন ও প্রতিরক্ষণের জন্য নারীকে পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হয়। ... অন্য প্রাণীর মত যৌন মিলনের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী-পুরুষ যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ত তাহ'লে মা ও সন্তানকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হ'ত। ... সন্তানকে লালন-পালন ও স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য মানুষের যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই জীবজনিত কারণই একথা প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট যে, মনুষ্য সমাজে গোড়া থেকেই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে থাকত।...

কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতরা বলছেন এ থেকে একেবারেই ভিন্ন কথা। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ তার বহুল পঠিত 'নারী' নামক বইটিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 'পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য অভিধায়; তাকে বন্দী করবার জন্য তৈরী করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিত পুরুষ; লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য, সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আরও অসংখ্য শাস্ত্র।... তিনি আরও প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 'পৃথিবীতে শুধু নারীই শোষিত নয়, অধিকাংশ পুরুষও এখনও শৃংখলিত ও শোষিত। তবে শোষিত শৃংখলিত নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। সব শ্রেণীর পুরুষ বন্দী ও শোষিত নয়; কিন্তু সব শ্রেণীর নারীই বন্দী ও শোষিত। নারী শোষণে বুর্জোয়া ও সর্বহারায় কোন পার্থক্য নেই...'।

হুমায়ুন আজাদ আমাদের দেশে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। আমরা পণ্ডিত ব্যক্তি নই। তবে নৃতত্ত্ব নিয়ে কিছু অনুশীলন করেছি। আর তা থেকে মনে হয় হুমায়ুন আজাদ-এর সঙ্গে আধুনিক নৃতাত্ত্বিকদের চিন্তার কোন মিল নেই। মিল নেই গবেষণালব্ধ তথ্যের। বিবাহ ব্যবস্থাটা অতি প্রাচীন। মানব সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সৃষ্টির অনেক আগেই ছিল এর অস্তিত্ব। মানুষের বিবাহ ব্যবস্থা নিয়ে সবচেয়ে বেশী গবেষণা করেছেন এডোয়ার্ড ওয়েস্টার মার্ক। তার মতে, বিবাহকে বলা যায় না একটা চুক্তি। অনেক প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব। যেখানেই আছে এই রকম দায়িত্বের নিদর্শন, সেখানেই ধরতে হবে আছে বিবাহ ব্যবস্থা। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'তে হয়, আজাদ ছাহেবের বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা দেখে। বিজ্ঞানের একটা পরীক্ষামূলক ভিত্তি আছে। কেবলই তা মতামতের ফিরিস্তি নয়। মনোবিজ্ঞান আগে যাই হোক, এখন একটা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের মর্যাদা পাবার যোগ্য। মনোবিজ্ঞান পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য দেখে, তা কেবলই যে মনগড়া, তা ভাববার ভিত্তি কোথায়? আযাদ ছাহেবের মতে, সব ধর্ম প্রবর্তক ধাপ্পাবাজ। তারা মেয়েদের কোন কল্যাণ চাননি। অনেক ধর্ম মেয়েদেরও কল্যাণ চেয়েছে। মেয়েদের সম্বন্ধে সব ধর্মের অভিমত এক নয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 'মেয়েদের জন্মের জন্য দুঃখিত হবে না। আশ্চর্য, যারা মনে করে, আল্লাহ্‌র কন্যা আছে, তারাও কন্যা সন্তান জন্মাতে দেখে মুখ কাল করে' *(নাহল ৫৭-৫৯)*। শিশু কন্যাকে যত্ন করতেই বলা হয়েছে ইসলামে। কিন্তু আজাদ

* *নৃবিজ্ঞানী, সাবেক প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

ছাহেবরা সব ধর্মকেই দেখতে চান খাটো করে। বিশেষ করে ইসলামকে। অথচ এই ধর্মের মধ্যে বিশেষভাবে ধ্বনিত হ'তে দেখা যায়, মানব সমতার বাণী। নৃতাত্ত্বিকরা এখন মনে করেন না, ধর্ম কেবলই মানুষের অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের ফল। তারা মনে করেন, সমাজ জীবনের শৃংখলা সাধনে উদ্ভব ঘটেছে ধর্মের। এক্ষেত্রে ফরাসী নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ তাত্ত্বিক গবেষক এমিল দুরকেইস-এর মতামত বিশেষ প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রেও আজাদ ছাহেবের ধারণা মোটেও হাল নাগাদ নয়। অন্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করবার অধিকার তার অবশ্যই আছে। তবে মানব জীবনে ধর্ম একটা বিরাট বাস্তবতা। তা আমাদের কাছে অনেক বেশী বিবেচনা ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আজাদ ছাহেবের ওপর যে হামলা হয়েছে, তাকে আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু আমাদের অনেক পত্র-পত্রিকায় তাকে যে রকম পণ্ডিত বলে প্রচার করা হচ্ছে, সেটা যারা নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব কিছুটা চর্চা করেছে, তাদের কাছে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

মানুষ জীবনে কোন না কোন আদর্শকে অনুসরণ করে বাঁচতে চায়। ধর্ম হয়েছে সাধারণভাবে মানুষের আদর্শ-উৎস।

কারও কারও মতে হুমায়ুন আজাদ 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' নামক বইটি লিখবার জন্য তার উপর মৌলবাদীরা হামলা করেছে। বইটা আমি পড়িনি। তবে যারা ঐ বইটি পড়েছেন এরকম প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শুনে আমার মনে হয়েছে ওরকম বই লেখে আর যাই হৌক, এদেশে নারীদের কল্যাণ করা যাবে না। সাবেক পাকিস্তান ভেঙ্গে গিয়েছে। তাকে নিয়ে আলোচনা এখন আজাদ ছাহেবরা যেভাবে করছেন, তার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের জন্য কোনভাবেই যে শুভকর তা মনে হয় না। ১৯৯৪ সালে ভারতের একটি পত্রিকায় (অনুষ্টুপ, প্রথম সংখ্যা-১৯৯৪) পড়েছিলাম, পাকিস্তানের পতিতালয়ে নাকি আছে চল্লিশ হাযার বাংলাদেশী মেয়ে। এরা সাবেক পাকিস্তান আমলে সেখানে যায়নি। গিয়েছে বাংলাদেশ হবার পরে। এখনকার পরিসংখ্যান আমার জানা নেই। তবে শুনতে পাই প্রতিদিন পাকিস্তান ও ভারতে নাকি পাচার হচ্ছে বাংলাদেশী মেয়ে। এই ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য গৌরববহ নয়। আজাদ ছাহেব ও তার বন্ধুরা কি ভাবছেন এইসব মেয়ের ভাগ্য নিয়ে! আমরা জানি না। মুসলমান সমাজে যৌতুকের অভিশাপ ছিল না। বাংলাদেশ হবার পরই এই পাপ প্রবল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে নারীবাদ মেয়েদের ভ্রান্ত পথেই পরিচালিত করতে পারে। এদেশের নারীবাদীরা একদিকে বলছেন পুরুষ আর নারী সমান। আবার দাবী করছেন পার্লামেন্টে সংরক্ষিত নারী আসন। সর্বোপরি মেয়েরা যেভাবে রাজনীতিতে জড়াতে চাচ্ছেন, সেটা শেষ পর্যন্ত দেশের জন্য কতটা মঙ্গলবহ হ'তে যাচ্ছে, সেটা ভাবনারই বিষয়। পুরুষ বনাম নারী এই মনোভাবটা আমাদের সমাজ জীবনে এনে দিতে পারে বিশেষ ভাঙন। নারীবাদী তসলিমা লিখেছেন, আমার খুব ছেলে কিনতে ইচ্ছে হয় ডাঁশা ডাঁশা ছেলে, বুকে ঘন লোম ছেলে কিনে ছেলেকে আমূল তছনছ করে অণ্ডকোষে জোরে লাথি মেরে বলে উঠব- যা না শালা।

এটা কি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা? বাংলাদেশের নারীবাদীরা যেতে চাচ্ছেন কোন্ পথে?

আজাদ ছাহেব মনে করেন, পাকিস্তান হওয়াটা ছিল একটা মহা অন্যায়। তসলিমাও মনে করে তাই। সে লিখেছে, ভারতবর্ষ কোন বাতিল কাগজ ছিল না যে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হবে। সাতচল্লিশ শব্দটিকে আমি রাবার দিয়ে মুছে ফেলতে চাই। সাতচল্লিশ কালিকে আমি জল সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চাই। সাতচল্লিশের কাঁটা আমি গিলতে চাই না, উগরে দিতে চাই, উদ্ধার করতে চাই আমার পূর্বপুরুষের অখণ্ড মাটি।

এ হ'ল আমাদের দেশের নারীবাদের আর এক চেহারা। নারীবাদ, ভারতপন্থা, দু'টোকে যেন এক করে দেবার চেষ্টা চলেছে মহল বিশেষের পক্ষ থেকে। মানুষ প্রাণী। কিন্তু সব প্রাণীর জীবনধারা এক রকম নয়। মেয়ে মাকড়সা পুরুষ মাকড়সার সঙ্গে মিলিত হবার পর নাকি তাকে খেয়ে ফেলে। নারীবাদীরা সকলে একভাবে যে ভাবছে না, তা নয়। সব নারীবাদীকে তাই এক ছকে ফেলে সমালোচনা করা উচিত হবে না। তবে কিছু নারীবাদী লেখা পড়ে ও বক্তৃতা শুনে আমার মনে হচ্ছে কিছু নারীবাদী যেন চাচ্ছেন মানুষের মধ্যেও নারীরা হয়ে উঠুক নারী মাকড়সারই মতো। এরকম প্রবণতা আমাদের জাতির জন্য মঙ্গলজনক বলে আমি ভাবতে পারি না।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট

(ইস্টার্ন

ফোনঃ ৭৭৫৯০২,

মোবাইলঃ ০১৭১

আল্লাহ সম্পর্কে আক্বীদা

মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন*

পূর্বকথাঃ

ঈমানের রুকন হ'ল আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে, ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, পরকাল ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা।[১] তাই এগুলি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে আজ উম্মতে মুহাম্মাদী বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নাস্তিকরা তো আল্লাহকে অস্বীকার করে। আস্তিক যারা আল্লাহকে মানে, তাদের কেউ তাকে নাম ও গুণহীন সত্তা মনে করে, কেউ গুণহীন নামীয় সত্তা মনে করে, কেউ মাত্র কয়েকটি (সাতটি) গুণকে স্বীকার করে। কেউ আল্লাহকে মানব দেহের আকৃতি কল্পনা করে, কেউ আল্লাহ্র গুণাবলীকে বান্দার গুণাবলীর সদৃশ মনে করে, কেউ বা আল্লাহকে নিরাকার সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করে। এ সকল ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করতঃ আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়েই আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।-

'আল্লাহ' শব্দের বিশ্লেষণঃ

জগতসমূহের অধিকর্তা, নিয়ন্ত্রক যিনি, তাঁর 'ইসমে যাত' বা সত্তাগত নাম হ'ল 'আল্লাহ'। শব্দটি আরবী। আল্লাহ্র সত্তা যেমন অব্যয় অক্ষয়, তাঁর নামটিও সেরূপ। শব্দটি কয়েকভাবে ভাঙ্গলেও এর মূলের কোন পরিবর্তন হয় না। আরবী শব্দরূপ اَللّٰهُ। যার মূল বর্ণ ا-ل-ه । اَللّٰهُ শব্দ হ'তে যদি " ا " (আলিফ)-কে বাদ দেওয়া হয় তাহ'লে থাকে لِلّٰه যথা- لِلّٰهِ مَا فِىْ السَّموٰتِ وَمَا فِىْ الْأَرْضِ মাঝখান থেকে " ل " (লাম) বাদ দিলে থাকে اِلٰهٌ। যথা- شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّه لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ । শেষ দুই বর্ণ রাখলে হয় له যথা- لَهُ مُلْكُ السَّموٰتِ وَالْأَرْضِ । মূলতঃ আল্লাহকেই বুঝানো হয়।

আল্লাহ্র কোন প্রতিশব্দ নেইঃ

উপমহাদেশে এবং আফগানিস্তানে ইসলামের পরিচর্যা শুরু হয়েছিল ফারসী ভাষাতেই। সে সময় ফারসী ভাষাকে ইসলামী ভাষা মনে করা হ'ত। তাই এসব দেশে 'আল্লাহ'-এর বিপরীতে ফারসী শব্দ 'খোদা' ঠাঁই করে নিয়েছে।[২] যেখানে কুরআন-হাদীছে আমরা আল্লাহ নামের কোন প্রতিশব্দ পাইনা সেখানে অগ্নিপূজকদের ব্যবহৃত পাহলবী ভাষার 'খোদা' শব্দ (বুৎপত্তি খুদ আইন্দ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু) কস্মিনকালেও আল্লাহ পাকের প্রতিশব্দ হিসাবে কল্পনা করা যায় না। এই বিজাতীয় শব্দটি গ্রহণ করলে ঈশ্বর, ভাগবান, গড প্রভৃতি শব্দ গ্রহণের পথও উন্মুক্ত হয়। ঈমান ও আক্বীদার স্বার্থে যা আমরা কোন দিনই করতে পারিনা।[৩] কুরআন ও হাদীছে আল্লাহই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মুসলমানদের উচিৎ তাদের প্রতিপালককে 'আল্লাহ' বলে ডাকা। আল্লাহ বলেন, أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ، 'তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট, সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? *(বাক্বারাহ ৬১)*।

আল্লাহ্র সুন্দর নামসমূহঃ

আল্লাহ তা'আলা নিজের গুণগত নামের বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে বলেন, وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আল্লাহ্র অনেক সুন্দর নাম আছে, সে নামগুলির মাধ্যমে তাঁকে ডাকো' *(আ'রাফ ১৮০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى، 'আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম সমূহ তাঁরই' *(ত্বোয়া-হা ৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'আল্লাহ্র একশ' থেকে এক কম নিরানব্বইটি নাম আছে, যে এ নামগুলি গণনা করবে (তাঁকে স্মরণ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪]

আল্লাহ্র এই নিরানব্বইটি নাম গুণবাচক নাম। 'আল্লাহ' হচ্ছেন আসল সত্তা (ইসমে যাত)। বাকী গুণগুলি তাঁর বিশেষণ (ইসমে ছিফাত)। আল্লাহকে কেন্দ্র করে নামগুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। মূলতঃ আল্লাহ অসীম গুণে গুণান্বিত।

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্র নামে কাউকে ডাকলে তাতে আল্লাহ্র গুণের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা হয়, যা শিরক। যেমনঃ খালেক (সৃষ্টিকর্তা), মালেক (মহাধিপতি), মুহ্য়ী (প্রাণ দাতা), রব (প্রতিপালক), রায্যাক (অন্নদাতা) ইত্যাদি। বরং 'আবদ' যোগ করে আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেক বলতে হবে।

---

* এম,এ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, হাদীছে জিবরীল দ্রষ্টব্য।

২. বাশীর বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল হামীদ আল-মা'সূমী, ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি (মাক্তাবুল মুকাররামাঃ তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৯২), পৃঃ ২১০-১১।

৩. মাসিক 'আত-তাহরীক' ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, পৃঃ ১৪।

৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৮৭, 'আল্লাহ্র নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ।

বিভিন্ন ধর্মে ইলাহ বা আল্লাহ-এর পরিচয়ঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের পূর্বে আরবরা আল্লাহ্র নাম জানত, কিন্তু তারা বহু ইলাহ-এর পূজা করত। এদের কতক নাম নূহ (আঃ)-এর যুগে ছিল। যেমন সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক্ব, নাসর ইত্যাদি *(নূহ ৩৩)*।

আর কতক নাম ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে ছিল। যেমন লাত, উয্যা, মানাত, হুবল ইত্যাদি *(নজম ১৯-২০)*।

হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি বহুদেববাদ। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হয়নি; তাই ঈশ্বর বা ভগবান আছেন কি-না সে কথা আসেনা। প্রাচীন পারসীকদের দু'জন খোদা ছিল, একজন মঙ্গলের খোদা 'অরমুজদ' অপরজন অমঙ্গলের খোদা 'আহরমিন'। খ্রীষ্টানরা মনে করে God তিনজন God The Holy Father, God the Holy Son, God The Holy Ghost.[৫] কুরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃষ্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করত মসীহ খোদা, স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলত, মসীহ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মরিয়ম এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে মরিয়ম (আঃ)-এর পরিবর্তে 'রূহুল কুদুস' (পবিত্রাত্মা) জিবরীল (আঃ) ছিলেন তিন খোদার একজন।[৬] ইহুদীরা 'উযাইর' (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র মনে করত। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ،

'ইহুদীরা বলে 'উযাইর আল্লাহ্র পুত্র আর নাছারারা (খ্রীষ্টান) বলে মসীহ (ঈসা) আল্লাহ্র পুত্র' *(তওবা ৩০)*। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ ধরনের নোংরা আক্বীদা পরিহার করতে বলে স্বচ্ছ আক্বীদা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَتَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَتَقُوْلُوْا ثَلثَةٌ انْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ وَّاحِدٌ،

'হে আহলে-কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বল না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বল না যে, আল্লাহ তিনের এক। একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়' *(নিসা ১৭১)*।

আল্লাহ্র পরিচয়ঃ

আল্লাহ তা'আলার পরিচয় পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে এভাবে 'হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে জন্ম দেওয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ)*। 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। 'তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত' *(হাদীদ ৩)*। 'তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু' *(সাজদাহ ৬)*। 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম' *(হাদীদ ২)*। 'তিনি যা চান তাই করেন' *(বুরূজ ১৬)*। 'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন' *(সাজদাহ ৪)*। 'তিনি সম্মানিত ও পবিত্র, যা তারা বলে তা থেকে' *(ছাফফাত ১৮০)*।

আল্লাহ কোথায়?

উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষের ধারণা 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'। যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى– 'তিনি পরম দয়ালু। আরশে সমাসীন' *(ত্বোয়া-হা ৫)*।

اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ،

'আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন' *(সাজদাহ ৪)*। ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ– 'তিনি মহান আরশের অধিকারী' *(বুরূজ ১৫)*। এছাড়া আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'আদ ২, ফুরক্বান ৫৯, হাদীদ ৪ ইত্যাদি আয়াত দ্রষ্টব্য।

---

৫. ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি, পৃঃ ২০৯।

৬. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃঃ ২৯৯।

অতএব পরিচ্ছন্ন ঈমান হ'ল- আল্লাহ্র সত্তা আরশে সমাসীন এবং জ্ঞান ও ক্ষমতার (عِلْمًا وَقُدْرَةً) দিক দিয়ে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান। রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পথে 'ছাওর' নামক গুহায় আশ্রয় নিলে কাফিররা পিছু ধাওয়া করে ঐ গুহার সন্নিকটে এলে আবুবকর (রাঃ) শঙ্কিত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لاَتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا– 'চিন্তিত হয়োনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(তওবা ৪০)*।

'আরশে সমাসীন' সম্পর্কিত সর্বমোট সাতটি আয়াতের অর্থ মু'আত্ত্বিলাদের কেউ করেছে 'মালিক হওয়া', কেউ করেছেন 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা' করা ইত্যাদি। এইভাবে এরা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন।[৭] হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ, ২০টি আছার ও আহলে সুন্নাত পণ্ডিতগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন।[৮] এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ) বলেন,

اَلْاِسْتِوَاءُ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ –

'সমাসীন' শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত'।[৯]

[চলবে]

৭. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহীঃ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬), পৃঃ ১১৬।*
৮. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬-১১৭।*
৯. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭; গৃহীত, ইমাম লালকাঈ, উছূল ই'তিক্বদ' ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭ টীকা-২; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩।*

ইলেকট্রোনিক্স
* এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ্যামপ্লিফায়ার সহ মাইক ও বক্স এবং পি.এ.বক্সসহ পি.এ সেট ভাড়া পাওয়া যায়।
* এ্যামপ্লিফায়ার
* মাইক
* রেডিও
* টিভি
* চার্জার ফ্যান
* পাম্প মটর ও টেপ রেকর্ডার মেরামত করা হয়।
মুহাম্মাদ আসলাম দৌলা খাঁন
পরিচালক
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭০৪৪৪; মোবাইলঃ ০১৭৯৬২০৯২

ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্ত

*যহূর বিন ওছমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাগরিব ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্তঃ

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إِذْ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ–

'উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, সূর্য যখন পর্দার আড়ালে চলে যায় (অস্তমিত হয়), তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করতাম।[২৫] অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের ছালাত আদায় করতেন।[২৬]

রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করতাম এমন সময় যে, আমাদের কেউ ফিরে যেত এবং নিক্ষিপ্ত তীর যে স্থানে পৌঁছত সে স্থান দেখতে পেত।[২৭]

উপরোক্ত হাদীছগুলি প্রমাণ করে যে, সূর্য ডুবার পর অনতিবিলম্বে মাগরিবের ছালাত আদায় করতে হবে। কিন্তু অনেকে বলেন, মাগরিবের আবার আউওয়াল ওয়াক্ত কোথায়? অথচ একাধিক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মাগরিবের ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্ত রয়েছে। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের ছালাত আদায় করতে হবে। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও আমল। তবে সূর্য ডুবার পর পশ্চিম আকাশে লালিমা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের ছালাত পড়া চলে। কিন্তু তা যরূরী সমস্যাসংকুল লোকদের জন্য কিংবা রুগ্ন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

লক্ষণীয় যে, যারা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, আর একটু ভালভাবে সূর্যটা ডুবতে দাও। হাস-মুরগীগুলি এখনও ঘরে উঠেনি, লাল সুতা, নীল সুতা এখনও চিনা যায়। আগের মুরুব্বীগণ বলে গেছেন, হাস-মুরগী ঘরে উঠলে বুঝতে হবে বেলা ডুবেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। এখন বিজ্ঞানের যুগে আগের মুরুব্বীদের ধারণা কোন যুক্তির বলে কাজ করবে?

আপনি মেঘমুক্ত আকাশে খোলা মাঠে ঘড়ি নিয়ে সূর্য ডুবার সময় পরীক্ষা করুন। দেখবেন উনাদের মসজিদগুলিতে ৫/৭ মিনিট পরে আযান হয়। অন্যদিকে আহলেহাদীছ ভাইদের মসজিদে মাগরিব ছালাত প্রায় শেষের পথে। আর যদি সেটি রামাযান মাস হয়, তাহ'লে তাদের মাগরিব ছালাতের শেষ ওয়াক্ত নির্ণয় করাও ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

* *শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*
২৫. *বুখারী ১/৩৮০ পৃঃ; মুসলিম ২/৪১৯ পৃঃ; তিরমিযী ১/২০৪ পৃঃ।*
২৬. *বুখারী ১/৩৭৯ পৃঃ।*
২৭. *মুসলিম ২/৪২০ পৃঃ।*

এশার ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্তঃ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত তাড়াতাড়ি পড়তেন, আর লোকজন কম থাকলে দেরিতে পড়তেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে তিনি খুবই দেরিতে এশার ছালাত আদায় করেন। এতে রাতের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। ছাহাবীগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'যদি আমার উম্মতের জন্য এটি কঠিন না হ'ত, তাহ'লে আমি এটাই উপযুক্ত সময় মনে করতাম'।[২৮]

এছাড়া অন্যান্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মাগরিব ছালাতের পর পশ্চিম আকাশে লালিমা দূর হওয়ার পর থেকে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত এশার ছালাতের সময় স্থায়ী থাকে। তবে যরূরী কারণবশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা জায়েয আছে। ইমাম মুসলিম কাতাদা (রাঃ) থেকে এ মর্মে বর্ণনা করেছেন।[২৯] অন্য হাদীছে ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এশার ছালাতের সময় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ। তাহ'ল তৃতীয় রাতের চাঁদ যখন ডুবে যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন এশার ছালাত পড়তেন।[৩০]

প্রশ্ন হ'ল বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আউওয়াল ওয়াক্তে এশার ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম। এ অবস্থায় এশার ছালাত দেরিতে আদায় করব, নাকি আউওয়াল ওয়াক্তে আদায় করব এ বিষয়ে আমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একরাতের আমলকে প্রাধান্য দেই, তবে তাঁর সারা জীবনের আমলকে উপেক্ষা করা হবে। শুধু কি তাই! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেছেন, যদি আমার উম্মতের পক্ষে এটা কষ্টকর না হ'ত, তবে আমি দেরিতে এশা পড়ার নির্দেশ দিতাম। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত মন্তব্যের উপর চিন্তা করলেও দেরিতে এশার ছালাত আদায় করা উত্তম বলা যায় না। যদি তা করা হয়, তবে আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম।

জুম'আর ছালাতের আউওয়াল ওয়াক্তঃ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার সাথে সাথে জুম'আর ছালাত আদায় করতেন।[৩১] অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আয়াস ইবনু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জুম'আর ছালাত আদায়ের পর প্রত্যাবর্তন করেও (ঘরের) দেয়ালে ছায়া দেখতাম না। তিনি এত তাড়াতাড়ি ছালাত আদায় করতেন যে, এ সময়ে সূর্য বেশি হেলে না যাওয়ার কারণে দেয়ালে ছায়া দেখা যেত না।[৩২]

২৮. বুখারী ১/৩৮৩ পৃঃ; মুসলিম ২/৪২১ পৃঃ; তিরমিযী ১/২০৫ পৃঃ।
২৯. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৯।
৩০. তিরমিযী ১/২০৪ পৃঃ; আবুদাউদ, মিশকাত ১/৬১ পৃঃ।
৩১. বুখারী, তিরমিযী, আবুদাউদ ২/১১৭ পৃঃ।
৩২. বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আবু দাউদ ২/১১৭ পৃঃ।

ছাহাবী আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'জুম'আর ছালাত লম্বা করা এবং খুৎবা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়'।[৩৩]

তাহাজ্জুদ ছালাতের সময়ঃ

দিবসে ও রাতে যত প্রকার নফল ছালাত রয়েছে তন্মধ্যে কেবলমাত্র তাহাজ্জুদ ছালাতের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًامَّحْمُوْدًا-

'(হে মুহাম্মাদ!) তুমি নিজের জন্য রাতে তাহাজ্জুদ পড়। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে' (*বাণী ইসরাঈল ৭৯*)।

তাহাজ্জুদ ছালাতের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার প্রভু প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে (১ম আকাশে) নেমে আসেন। যখন শেষ রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, কে আমার কাছে ভিক্ষা চাইবে আমি তাকে ভিক্ষা দিব। কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব...'।[৩৪]

উক্ত হাদীছ দ্বারা তাহাজ্জুদ ছালাতের সঠিক সময়ও আমরা জানতে পারি। তা হ'ল, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাঁকী থাকে। অর্থাৎ রাতকে তিন ভাগ করে, শেষ ভাগটি তাহাজ্জুদ ছালাতের সঠিক সময়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাত পড়তেন এত দীর্ঘ সময় ধরে যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। একদা আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার আগের ও পরের সব গুনাহ যখন মাফ, তখন আপনি এত কষ্ট করেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, 'আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'?[৩৫]

৩৩. মুসলিম, বুলূগুল মারাম ১/১৫২ পৃঃ।
৩৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১/১০৯ পৃঃ।
৩৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১/১০৯ পৃঃ।

রাজশাহী থাই এ্যালুমিনিয়াম
এণ্ড গ্লাস সেন্টার
এজেন্টঃ ক ... এ্যালুমিনিয়াম
বরেন্দ্র মার্কেট, বিলসিমলা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭১৩৪৫ (অফিস), ৭৭০০৫৮ (বাসা)
মোবাইলঃ ০১৭৩৭০১০৫০, ০১৭১৮১০৯৫১।

মীলাদ ও মীলাদুন্নবীঃ একটি পর্যালোচনা

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদ সঙ্কুল, দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পাপাচারের পথ পদদলিত করে মানবজাতি যেন সত্য-সঠিক, সরল-সোজা নাজাতের পথে পরিচালিত হয়, সেজন্য যুগে যুগে মহান আল্লাহ অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এ ধরণী পরে। নবী ও রাসূলগণ কালে কালে পার্থক্য করে দিয়েছেন ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ইত্যাকার বিষয়ের মধ্যে। এতদ্সত্ত্বেও মানুষ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছিটকে পড়েছে হক্ব-এর পথ থেকে দূরে। কালের আবর্তে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হাস্য-বদনে আলিঙ্গন করেছে অন্যায়-অসত্যকে।

ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছে বিভিন্ন নবাবিষ্কৃত ইসলাম পরিপন্থী অনুষ্ঠানকে। সেসব অনুষ্ঠানকে আবার পূণ্য জ্ঞান করে মহা সমারোহে, রমরমা পরিবেশে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে থাকে। একটি বারের জন্য তনুমনে ভেবেও দেখে না অনুষ্ঠানটি দলীলের মানদণ্ডে টিকবে কি-না। মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী ঠিক এমনই একটি অনুষ্ঠান। যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আসন গেঁড়ে বসেছে। বক্ষমাণ প্রবন্ধে মীলাদ ও মীলাদুন্নবী উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মীলাদ ও মীলাদুন্নবী কি?

প্রথমে মীলাদ শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন। আরবী مِيْلَادٌ (মীলাদ) বা مَوْلِدٌ (মাওলিদ) অর্থ হ'ল وقت الولادة তথা জন্মের সময় বা জন্মকাল।[১] মাওলিদ শব্দের অর্থ হ'ল.. জন্মদিন, জন্মস্থান বা জন্মোৎসব। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবীর অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্মমুহূর্ত' বা 'নবীর জন্ম দিনের আনন্দোৎসব'। বর্তমানে ১২ রবীউল আওউয়ালকে শেষনবীর জন্মদিন ধরে কিছু সুবিধাবাদী আলেমের পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়ায-নছীহত, যিক্র-আযকার ও ক্বিয়াম করে পরিশেষে মিষ্টি মুখ করে অনুষ্ঠান ত্যাগ করা হয়। এটাই মীলাদ বা মীলাদুন্নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মহানবীর জন্ম ও মৃত্যু দিবসঃ

জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ সে বিষয়ে জানার পূর্বে আমরা জানব, যে দিবসে আমরা ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করে থাকি, উক্ত দিবসে মহানবী (ছাঃ) আদৌ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি-না। পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহানবী (ছাঃ)-এর জন্মদিন, বার, তারিখ ও সময় সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম বার সোমবার এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সোমবার দিন ছিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ-

'এই দিনে (সোমবার) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুঅত পেয়েছি'।[২]

অনুরূপ মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে সোমবারে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাঁর মুসনাদে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَعُوفِيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ-

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার নবুঅত লাভ করেন, সোমবার মৃত্যুবরণ করেন, সোমবার মক্কা হ'তে মদীনায় হিজরত করেন, সোমবার মদীনা পৌঁছেন এবং সোমবারই হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন'।[৩] সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, মহানবী (রাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই সোমবারে হয়। তবে তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। যেমন-

১. কারো কারো মতে ২,৮,১০ ও ১৩ই রবীউল আউয়াল।[৪]

২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়ব-তে জাবির ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ১৮ই রবীউল আউয়াল।[৫]

---

* আখিলা, উজিরপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১. ডঃ ইবরাহীম আনীস ও তার সঙ্গীগণ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি), পৃঃ ২/১০৫৬; আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াবী, মিছবাহুল লুগাত (ঢাকাঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ৯৬৬; আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, নওল কিশোর ছাপা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫।

২. মুসলিম, গৃহীতঃ ছহীহ মুসলিম (মিশর, কায়রোঃ দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তাবি), পৃঃ ২২/৮১৯; শায়খ ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাত্বীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, তাবি), পৃঃ ১৭৯।

৩. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৫০), হা/২৫০৬ পৃঃ; ৪/১৭২-১৭৩, সনদ ছহীহ।

৪. সিফাতুস সফাহ ১/১৪ পৃঃ; সীরাতে সাইয়েদুল আম্বিয়া, পৃঃ ১১৭, গৃহীতঃ হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ুব, মীলাদ, শবেবরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ২০০), পৃঃ ১৯। পরবর্তীতে এই উৎসটি মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত নামে ব্যবহৃত হবে।

৫. আবুল ফেদা হাফেয ইবনে কাছীর দামেস্কী (মৃঃ ৭৭৪), আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১ম প্রকাশঃ ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ ইং), ১/২৪২ পৃঃ।

৩. ইবনু ইসহাক্ব বলেন, রবীউল আওউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার হস্তির বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।[৬]

৪. ডঃ হামীদুল্লাহ বলেন, He was born on 17th June 569 A.D.[৭]

৫. The Encyclopedia of Islam-এ বলা হয়েছে, Would put the date of this birth at about 570 A.D.[৮]

৬. আবার কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশেম বংশে ৯ই রবীউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার ছুবহে ছাদিক্বের সময় জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী পুঞ্জিকা মতে, তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল। উক্ত বছরটি ছিল বাদশাহ নওশের-এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লিশতম বছর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহাম্মাদ সোলায়মান ছাহেব এবং মুহাম্মাদ পাশা ফাল্কীর অনুসন্ধান লব্ধ সঠিক মত এটাই।[৯]

৭. হাদীছ ও ইতিহাসের বহু বিদ্বান যেমন আল্লামা হুমাইদী, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু কাছীর, ইবনু হাজার আসক্বালানী, বদরুদ্দীন আইনী প্রমুখের মতে, ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিন।[১০] ৯ই রবীউল আউয়াল মতটিই বেশী গ্রহণযোগ্য।[১১] মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যু দিবস ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার।[১২] দুর্ভাগ্য যে, আমরা চরম বেদনাদায়ক ১২ই রবীউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু দিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করছি।

মীলাদ ও মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের চিত্রঃ

উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আলিমদের একটি বিশেষ অংশ ঈদে মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে যান এবং ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেনা এমন অজ্ঞ মানুষদেরকে সমবেত করে মহানবী (ছাঃ)-এর জীবন চরিত সহ কিছু জাল, মিথ্যা, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী সুরেলা কণ্ঠে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গিতে প্রকাশ করে থাকেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে উক্ত তথাকথিত ওয়ায়েয সহ উপস্থিত সকলে ক্বিয়াম তথা মহানবী (ছাঃ)-এর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে বিদ'আতী দরূদ পাঠ করতে থাকেন। এ পর্যায়ে অনেকে আবার মাদকতার নেশায় আসক্ত ব্যক্তির ন্যায় টালমাটাল করে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে পাগলের মত সেসব দরূদ আওড়াতে থাকেন। আলোকসজ্জাসহ বিভিন্ন সাজে অনুষ্ঠানটিকে উৎসব মুখর করে তোলা হয়। সবশেষে জিলাপী বিলানোর হিড়িক পড়ে যায়। এভাবে বক্তা ছাহেব উপস্থিত সকলকে বিদ'আতের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ন্যায়-সত্যকে পাথর চাপা দিয়ে, মানুষের চোখে ধুলা দিয়ে, পেট পুরে জিলাপী খেয়ে আর বাড়ীর জন্য পকেট বোঝাই করে টাকা নিয়ে মহা আনন্দে শরীর দুলিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হয়।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, যেসব পেটপূজারী হুযূর মীলাদ মাহফিলের পৃষ্ঠপোষকতা ও ওয়ায-নছীহত করেন, খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তাদের বাড়ীতে ঈদে মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান পালন তো দূরের কথা মীলাদের গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। কিন্তু তারা আবার অন্যের বাড়ীতে মহা ধুমধামে মীলাদুন্নবী উদযাপন করেন। আসলেই পরের খেয়ে অন্যের সম্পত্তিতে মাতব্বরী করা মজারই ব্যাপার। এইতো বিচিত্র উৎসব ঈদে মীলাদুন্নবীর হাল-হকীকত।

মীলাদের আবিষ্কারকঃ

ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিজরী ও কারো হিসাব মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান।[১৩] মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে তিনি নিজে নাচে অংশ নিতেন এবং আলেমদের চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও মিথ্যা গল্প লিখতে বাধ্য করতেন।[১৪]

আলেমদের সহযোগিতাঃ

আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি হ'লেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩)। তিনি 'আত্-তানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লেখেন এবং সেখানে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি খুশি হয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশীশ দেন।[১৫]

---

৬. *ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'আরেফ, তাবি), খণ্ড ১-২, পৃঃ ১৫৮।*

৭. *Muhammad Hameedullah, Muhammad Rasulullah (pub. karachi, 1979), p.1.*

৮. *The Encyclopedia of Islam (London: lusac & Co, Leiden E.J. Brill 1936), V-3, P. 642.*

৯. *শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়াযঃ দারুস সালাম/দামেস্কঃ দারুল ফিহা, প্রকাশকালঃ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ ইং), পৃঃ ৫৪; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণঃ ২০০০), পৃঃ ৭; মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২০; কাসাসুল কুরআন, ৪/২৫৩-২৫৪ পৃঃ।*

১০. *কাসাসুল কুরআন ৪/২৫৩ গৃহীতঃ মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২০।*

১১. *আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৮ হ'তে ১২ই রবিউল আওউয়ালের মধ্যে ৯ ব্যতীত সোমবার ছিল না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সঠিক জন্ম বিদস হয় ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার, ১২ই রবিউল আওয়াল বৃহস্পতিবার নয়। দ্রঃ মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭; মোস্তফা চরিত, পৃঃ ২২৫।*

১২. *মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭।*

১৩. *মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা পৃঃ ১৮-১৯; মূলঃ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু, অনুবাদ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ নির্দেশিকা (ঢাকাঃ রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত, বাংলাদেশ অফিসঃ অক্টোবর ২০০৩), পৃঃ ৭৮।*

১৪. *মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৬।*

১৫. *মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৬; মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ১৭; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩, পৃঃ ১০।*

পর্যায়ক্রমে আলেমদের একটি বহর একই পথে তথা বিনা পুঁজির এ ব্যবসায় পা বাড়ালেন। কেউ সরকার প্রশাসন ও সমাজ নেতাদের ভয়ে নীরবতা পালন করলেন। কেউ আবার হৃদয় থেকে ঘৃণা ও বদ দো'আ করেই ক্ষান্ত হ'লেন। কিন্তু বিদ'আত সমাজের বুকে চালু হয়ে গেল, যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

কেন মীলাদ বা মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যকঃ

মীলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবী মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বহু পরে সৃষ্ট নতুন অনুষ্ঠান মাত্র। যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। মীলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবী বিদ'আত হওয়ার কারণ সমূহ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হ'লঃ

১. দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কারঃ এটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন আবিষ্কার। মহানবী (ছাঃ) মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব পালন করেননি এবং করতেও বলেননি। চার খলীফাসহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবী (রাঃ)-এর কেউ এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। লক্ষাধিক ছাহাবীর কোন একজনও এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। পরবর্তী যুগে তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ ইহা পালন করেননি। মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম সহ হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী মুহাদ্দিছগণও ইহা পালন করেননি। এমনকি প্রচলিত চার মাযহাবের ইমামগণের কোন একজনও এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। ঈদে মীলাদুন্নবী মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ৫৯৪ বছর পর ৬০৪ হিজরীতে আবিষ্কৃত ধর্মের নামে প্রচলিত একটি নতুন কাজ। যা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আর নতুন কাজ তথা বিদ'আত সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ)-এর সতর্ক বাণী হ'ল,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৬]

তিনি আরো বলেছেন,

عن أبى هريرة (رض) قال قال رسولُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৭] তাছাড়া মহানবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। অতএব ইসলামে নতুন কোন নিয়ম-কানূন বা প্রথা চালু করার সুযোগ চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

২. ক্বিয়াম প্রথাঃ মীলাদ বা মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে যিকর-আযকারের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাযির জেনে তাঁর সম্মানে উপস্থিত সকলে ক্বিয়াম করে বা দাঁড়িয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী কাজ। এভাবে দাঁড়িয়ে কাউকে সম্মান দেখানো ইসলামে হারাম। হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এরূপ দাঁড়ানোকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন।[১৮]

অন্য বর্ণনায় আছে, ছাহাবায়ে কেরাম মহানবী (ছাঃ)-কে দেখার জন্য এতো অধিক আগ্রহ পোষণ করতেন যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে তাঁর অপেক্ষা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই। অথচ তারা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে পেতেন, তখন দাঁড়াতেন না।[১৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহান্নামের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

'যে ব্যক্তি নিজের সম্মানে অন্যকে মূর্তির ন্যায় তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পসন্দ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়'।[২০] হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযারিয়াতে বলা হয়েছে,

مَنْ ظَنَّ أَنَّ أَرْوَاحَ الْأَمْوَاتِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ تَكْفُرُ-

'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি কাফের'।[২১] উল্লিখিত আলোচনায় বুঝা

---

১৬. বুখারী ও মুসলিম, গৃহীতঃ মূল মিশকাত পৃঃ ২৭; বাংলা মিশকাত, হা/১৩৩, ১/১০৭ পৃঃ।

১৭. মুসলিম হা/৪৪৬৮ 'মীমাংসা' অধ্যায়, ২/৭৭ পৃঃ।

১৮. ছহীহ তিরমিযী, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকাতাবাতুত-তাবারিয়াহ আল-আয়াযী, ১৯৮৮ইং), হা/২৭৫৪; তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৬৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৯৩, ৯/৩৩ পৃঃ 'আদব' অধ্যায়, 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ।

১৯. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, তাখরীজ ও তা'লীকঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (আল-জুবাইলঃ আল-মাকাতাবুল আরাবিয়াহ আস-সাউদিইয়াহ, ১৪১৯ হিঃ/ ১৯৯৯ ইং), পৃঃ ৩৩৪, হা/৯৪৬, সনদ ছহীহ।

২০. তিরমিযী ও আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৯/৩৪ পৃঃ; 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ।

২১. মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৮।

যায়, কারো সম্মানে দাঁড়ানো শরী'আত সম্মত নয়; বরং বিদ'আত।

৩. বিধর্মীদের অনুকরণঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। অন্য কোন জাতি বা ধর্ম থেকে কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতি ধার করে পালন করার সুযোগ ইসলামে নেই। জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করা নিছক বিধর্মীদের কাজ। যেমন- শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জন্মাষ্টমীতে হিন্দুরা তার জন্মদিবস পালন করে।[২২] খ্রীষ্টানরা অনুমানের উপর ভিত্তি করে ২৫ ডিসেম্বরকে যীশুর জন্মদিবস ধরে নিয়ে বড় দিন (Christmas day) পালন করে।[২৩] ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মিশরের ফির'আউন জন্মোৎসব পালন করত। আর ফির'আউন ছিল ইয়াহূদী।[২৪]

তাহ'লে বুঝা গেল, জন্ম বা মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন করা স্রেফ ইহুদী-খ্রীষ্টান তথা বিধর্মীদের কাজ। মুসলমানরা তাদের বিরোধিতা করবে এটাই ইসলামের বিধান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 'তোমাদের মধ্য হ'তে যে অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫১)*। অনুরূপ হাদীছে এসেছে-

عن ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى اللّٰه عليه وسلم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمْ-

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য রাখে, সে ঐ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২৫]

বুঝা গেল যে, অন্য ধর্ম বা জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। মীলাদুন্নবী উৎসবে যেহেতু বিধর্মীদের ছোঁয়া আছে, তাই ইহা ত্যাগ করে তওবা করা অপরিহার্য।

৪. প্রশংসায় অতিরঞ্জনঃ অধিকাংশ মীলাদ অনুষ্ঠানে দেখা যায়, প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়। এমনকি তারা মহানবী (ছাঃ)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করে ফেলে। নানা ভ্রান্ত আক্বীদামূলক কথাও আলোচনায় নিয়ে আসে। মহানবী (ছাঃ) এ সম্বন্ধে এই বলে নিষেধ করে গেছেন যে,

لاَتَطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ-

'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না, যেমন খ্রীষ্টানরা মারইয়ামের পুত্র ঈসা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো একজন বান্দা। বরং তোমরা বল আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[২৬] একথা পরিষ্কার যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

৫. সময় ও সম্পদের অপচয়ঃ

মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম সাজ-সজ্জা, আলোকসজ্জা, রঙ্গীন কাগজ, মোমবাতি, পটকা ফুটানো সহ নানা রকম কাজে দেশব্যাপী কোটি কোটি টাকা নষ্ট করা হয়। সময়েরও অপচয় করা হয়। ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে সারা দেশে সরকারী ছুটি থাকায় সব ধরনের অফিস-আদালত, মিল, কল-কারখানা বন্ধ থাকে। ফলে সেখানে কোটি কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। সব জিনিষের দাম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এ দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছুটি থাকার দরুণ হাযার হাযার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী জ্ঞানের মনিকাঞ্চন আহরণ থেকে একদিনের জন্য বঞ্চিত থাকে। সব মিলিয়ে বলা যায়, ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনে বিপুল পরিমাণে অপচয় ও ক্ষতি সাধিত হয়। মহান আল্লাহ অপচয়কারীকে পসন্দ করেন না। তিনি বলেন,

وَلاَتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا-

'তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বণী ইসরাঈল ২৬-২৭)*।

৬. জাল বা বানাওয়াট হাদীছের প্রচারণঃ

মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে মীলাদ প্রেমী হুযূর ছাহেবরা মানুষকে আকৃষ্ট করার নিমিত্তে এবং স্বীয় হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভক্তির আতিশয্যে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করার সাথে সাথে অগণিত জাল বা বানাওয়াট হাদীছ পাঠ করে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শ্রোতারাও বানাওয়াট হাদীছের আমলের দিকে ক্ষুধার্তের ন্যায় তাকিয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে সমাজে বানাওয়াট হাদীছের ব্যাপক অনুসরণ ও অনুকরণের বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। অথচ স্বয়ং মহানবী (ছাঃ) মিথ্যা হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে গেছেন-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ

---

২২. *তদেব।*
২৩. *মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ১৬; মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৯।*
২৪. *মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ১৬।*
২৫. *ছহীহ আবূদাঊদ, তাহক্বীক্বঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরেফ, প্রথম সংস্করণঃ ১৪১৯ হিঃ ১৯৯৮ খ্রীঃ), হা/৪০৩১, পৃঃ ২/৫০৪; সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়।*
২৬. *বুখারী ও মুসলিম, গৃহীতঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৪৮৯৭, পৃঃ ৩/১৩৭২।*

النَّارِ। 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, জেনেশুনে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়'।[২৭] অন্য হাদীছে আছে, সামুরা ইবনু জুনদুব ও মুগীরা ইবনু শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ-

'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হ'তে এমন কথা বলে, যা সম্পর্কে সে জানে যে তা মিথ্যা, তবে সে মিথ্যুকদের একজন'।[২৮]

মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবীঃ

মীলাদ ও মীলাদুন্নবী সম্পর্কে বড় বড় বিদ্বানগণ বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্তব্য বিধৃত হ'ল-

১. বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর ইবনু কাছীর' প্রনেতা মীলাদ ও মীলাদুন্নবী প্রবর্তনকারীদের সম্পর্কে বলেন, 'তারা কাফের ও ফাসেক্ব'।[২৯]

২. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমানে প্রচলিত (মীলাদ) ৬০০ হিজরীতে আরাবিলের সুলতানের যুগে চালু হয়। শরী'আতে মুহাম্মাদীতে এর কোন অস্তিত্ব নেই; বরং এই বিদ'আত সম্পর্কে এমন কোন কিতাব নেই, যা হাফিয ও মুহাদ্দিছগণের হাতে নেবার উপযুক্ত'।[৩০]

৩. হাফিয আবু বকর বাগদাদী হানাফী ওরফে ইবনু নক্বতা তদীয় ফাতাওয়ায় লিখেছেন, 'মীলাদ মাহফিল সালাফ বা অতীত মুসলিম সুধীবৃন্দ হ'তে প্রমাণিত নয় এবং ঐ সকল কাজকর্মে মোটেও কোন মঙ্গল নেই'।[৩১]

৫. নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী লিখেছেন, 'ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালাফে ছালেহীনের কোন একজনও মীলাদ বা মাওলিদ পালন করেননি'।[৩২]

৬. হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা তাজুদ্দীন ফাক্বেহীন বলেন, 'আমি পবিত্র কুরআন ও হাদীছে মীলাদ মাহফিলের কোন প্রমাণ পাইনি। এ মীলাদ একান্তই নব্য প্রসূত বিদ'আত এবং পেট পূজার জন্যই এটা আবিষ্কৃত হয়েছে'।[৩৩]

৭. আশরাফ আলী থানভী হানাফী বলেন, 'মীলাদ অনুষ্ঠান শরী'আতে বিলকুল (একেবারেই) নাজায়েয গুনাহের কাজ'।[৩৪]

৮. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী আরো বলেন, 'প্রচলিত মীলাদ ও ক্বিয়াম যা নবাবিষ্কৃত ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত তা নাজায়েয ও বিদ'আত'।[৩৫]

৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, 'বর্তমানে মীলাদ সুন্নাতের ব্যবস্থা নয়, সুন্নাত মোতাবিক ব্যবস্থাও এটি নয়। বরং তা সুস্পষ্টরূপে বিদ'আত'।[৩৬]

১০. মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী বলেন, 'প্রচলিত ধরনের মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত এবং মাকরূহ'।[৩৭]

১১. ইমাম আহমাদ বছরী কওল-ই-মু'তামাদ-এ লিখেছেন, 'চার মাযহাবের আলেমগণ মীলাদ অনুষ্ঠানের উপর দোষারোপে ঐক্যমত পোষণ করেছেন'।[৩৮]

১২. মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী স্বরচিত 'তুহফা-ই-ইসনা আশারিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, 'কোন নবীর জন্ম ও মৃত্যু বিদসকে ঈদ উৎসবে পরিণত করা বৈধ নয়'।[৩৯]

১৩. মাওলানা আব্দুর রহমান আল মাগরিবী আল-হানাফী বলেন, 'মীলাদ অনুষ্ঠান করা বিদ'আত'।[৪০]

১৪. ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ ও সংগঠক আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী বলেন, 'মীলাদ শরীফের সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য দ্বাদশী পালন খৃষ্টমাসের অনুকরণ মাত্র'।[৪১]

বিদ'আতের কুফলঃ

আলোচনার নিরিখে একথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে. মীলাদ এবং ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা প্রকাশ্য বিদ'আত। এতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আর বিদ'আতের শেষ পরিণাম খুবই ভয়াবহ। হাদীছে এসেছে-

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ (صلى الله عليه

---

২৭. বুখারী, গৃহীতঃ মূল মিশকাত, পৃঃ ৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, পৃঃ ২/৩।
২৮. মুসলিম, মূল মিশকাত, পৃঃ ৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ২/৩ পৃঃ।
২৯. মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ নির্দেশিকা, পৃঃ ৭৮।
৩০. আল-আরফুশ-শাযী ও আল-জামে তিরমিযী, ২৩২ পৃঃ; গৃহীতঃ মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২৫।
৩১. মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২৫।
৩২. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন '০৩ সংখ্যা পৃঃ ১১।
৩৩. মদখুল ফাতাওয়ায়ে মাত্তারিয়া ১/১৭৯ পৃঃ গৃহীতঃ মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২৫-২৬।
৩৪. তদেব, পৃঃ ২৬।
৩৫. বেহেশতী জিওর ও তরীকায়ে মাওলিদ, গৃহীতঃ মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২৬।
৩৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সুন্নাত ও বিদ'আত (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশঃ নভেম্বর ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ২২৬।
৩৭. ফাতওয়ায়ে রাশেদীয়া, পৃঃ ৪১৫, গৃহীতঃ সুন্নাত ও বিদ'আত, পৃঃ ২২৯।
৩৮. মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২৬।
৩৯. মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২৭।
৪০. সুন্নাত ও বিদ'আত, পৃঃ ২৩০।
৪১. মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত, পৃঃ ২৭।

১১ লাখ ৪০ হাযার ৫২০টি গুলী রয়েছে। অধিকাংশ অস্ত্রের বাক্সের ওযন ও পরিমাণ লেখা থাকলেও প্রস্তুতকারী দেশের নাম কালো কালি দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। তবে কয়েকটি অস্ত্রের বাক্সে 'মেড ইন চায়না' লেখা রয়েছে। প্রত্যেকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ নতুন।

কে বা কারা এবং কী উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেশে এনেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৫ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে। এছাড়া অস্ত্র বহনকারী মাছ ধরার দু'টি ট্রলার এবং অস্ত্র খালাসের জন্য চোরাচালানীদের আনা ক্রেনটিও আটক করা হয়। পুলিশ গত ৪ এপ্রিল ট্রলারের এক মালিককে গ্রেফতার করে এবং অপরজন পালিয়ে যাওয়ায় আদালতের নির্দেশে তার মালামাল ক্রোক করা হয়।

এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোথা থেকে চট্টগ্রামে আনা হয়েছে, তা গোয়েন্দারা নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও তাদের ধারণা, প্রথমতঃ বিদেশী কোন জাহাজ থেকে বহির্নোঙরে খালাস করে দেশী ঐ দু'টি মাছ ধরার নৌকায় করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ তীরে আনা হয়। দ্বিতীয়তঃ মাছ ধরার নৌকায় করে মায়ানমারের কোথাও থেকে এসব অস্ত্র সরাসরি চট্টগ্রামে আনা হ'তে পারে।

[বহু দলীয় গণতন্ত্রের ফলে প্রশাসনের কর্মকর্তা থেকে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি দেশ চালালেও প্রশাসনের সর্বত্র তাদের নির্দেশ আন্তরিকভাবে কেউই মেনে চলে না। তাই ক্ষমতার নেশায় যেমন একদা মীরজাফর ইংরেজদের ডেকে এনে বাংলার সিংহাসনে বসিয়েছিল, আজও যদি কোন নব্য মীরজাফর একাজ করে, তবে নিশ্চয়ই তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। কেননা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বযুগে সমান। অতএব 'গণতন্ত্র' নামক বিভেদাত্মক মতবাদ ছেড়ে দিয়ে অনতিবিলম্বে দেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করুন ও দেশে জনকল্যাণমুখী রাজনীতি চালু করুন (স.স)]

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১১-৩৭৭৫৯৮
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 011-377598
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

বিদেশ

লিবিয়ার অবশিষ্ট অস্ত্রভাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ

লিবিয়া তার পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচীর অবশিষ্ট উপকরণ এবং যাবতীয় সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করেছে। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার চেষ্টা হিসাবে লিবিয়া এগুলি পাঠিয়েছে বলে হোয়াইট হাউস গত ৬ মার্চ জানিয়েছে। হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র স্যান ম্যাকরমেক জানান, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের প্রযুক্তি, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং এগুলির উৎক্ষেপক যন্ত্রসহ প্রায় ৫শ' মেট্রিক টন ওযনের সংশ্লিষ্ট সামগ্রী একটি জাহাযযোগে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে গত ৬ মার্চ যাত্রা করেছে।

[বিপ্লবী নেতা গাদ্দাফী অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নিকটে এভাবে স্বাধীনতা বিকিয়ে দিবেন, তা কেউ আশা করেনি। ইঙ্গ-মার্কিন ইসরাঈল সন্ত্রাসী চক্রের ভাণ্ডারে আনবিক অস্ত্রের ডিপো থাকবে, আর মুসলিম রাষ্ট্র লিবিয়ায় এসবের কিছু রাখা যাবে না, এ কেমন বিচার? অতএব হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ! সাবধান হৌন! (স.স)]

সমকামীদের বিয়ে স্থগিত

ক্যালিফোর্নিয়ার সুপ্রীম কোর্ট অবিলম্বে সমকামীদের বিয়ে স্থগিত রাখতে সানফ্রান্সিসকো প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। এ শহরের মেয়র কেভিন নিউসাম গত ফেব্রুয়ারী মাসে সমকামীদের বিয়ে করার অনুমতি দেওয়ায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। পরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দিয়েছে।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস'-এর দু'দিন আগে একটি সমকামী দম্পতি ডেল মার্টিন (৮৩) ও ফিলিস লিয়ন (৭৯)-এর বিয়ের মধ্য দিয়ে ২৯ দিনব্যাপী এই নাটক শুরু হয়। তারা শান্তভাবে সানফ্রান্সিসকো সিটি হলে প্রবেশ করে এবং বিয়ের মন্ত্র পাঠ করে। সিটি মেয়রের নির্দেশে তারাই প্রথম বিয়ে করে। সিটি মেয়র উপদেষ্টাদের সঙ্গে এ পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করার পর ১২ ফেব্রুয়ারী সমকামীদের বিয়ে করার অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমকামীরা বিয়ে করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে লড়াই করছিল, মেয়র কেভিনের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তটি ছিল সেই লড়াইয়ে একটি মাইলফলক। উল্লেখ্য যে, এ দম্পতি বিগত ৫০ বছর যাবৎ এক সঙ্গে বসবাস করে আসছে। মেয়র নির্দেশ দেওয়ার পর প্রায় ৩ হাযার সমকামী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের পারিবারিক আইনে একজন পুরুষের সঙ্গে কেবলমাত্র একজন মহিলার বিয়ে বৈধ বলে গণ্য। সেজন্য এ অনুমতি দিয়ে বড় বিপাকে পড়েন নতুন মেয়র কেভিন।

[পশুত্বকে উস্কে দিয়ে মনুষ্যত্বের সবক দেওয়া দ্বিমুখী চরিত্রের পরিচয় নয় কি? প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকারের অশ্লীলতাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। সমকামীতা পশুত্বেরও একধাপ নীচে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমকামী দু'জনকেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পারবেন কি আজকের শাসক সম্প্রদায় আল্লাহ্র এই হুকুম পালন করতে? নইলে কোনদিন এইসব অপকর্ম বন্ধ হবে না (স.স)]

وسلم) اَلْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মাদের পন্থা। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা দ্বীন সম্পর্কে নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রত্যেক নুতন সৃষ্টিই বিদ'আত তথা গোমরাহী'।[৪২] নাসাঈ-এর বর্ণনায় আছে, وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৪৩] এক কথায় বলা চলে, বিদ'আতের শেষফল জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি। তাই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে বাঁচতে হ'লে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ'আতকে বর্জন করতে হবে এবং ছহীহ সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে হবে।

সমাপনীঃ

কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী আলেমের প্রতারণার মরণ ফাঁদে আটকা পড়ে সরলমনা মুসলমানরা আজ মীলাদ ও মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান নিয়ে মহাব্যস্ত। ঊষার রবির পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হওয়া যেমন সত্য, মীলাদ ও মীলাদুন্নবী উদযাপন করা বিদ'আত কথাটিও তেমন সত্য। তা সত্ত্বেও এ পাপের অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে কোটি কোটি মানুষ। বেশী সংখ্যক স্বার্থান্বেষী আলেমের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা, পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুকরণ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণেই মূলতঃ এ বিদ'আতী অনুষ্ঠানটি সমাজের বুকে আজও সগৌরবে বিদ্যমান।

হে মানব সমাজ! আর কত দিন থাকবে তাক্বলীদের অন্ধপুরীতে আবদ্ধ? মাযহাবী গোঁড়ামীর কি অবসান ঘটবে না? আর কত দিন জাহেলী সমাজের মত পূর্ব পুরুষের দোহাই দিবে? আর কতকাল পরে বিদ'আতকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে প্রফুল্লচিত্তে ছহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে? বিদ'আতের শেষ পরিণাম জাহান্নামের বীভৎস চিত্র তোমার কর্ণকুহরে এখনো কি পৌঁছেনি? তবে কেন এত দেরী করছ সত্যকে স্বাগত জানিয়ে আলিঙ্গন করতে? কোন্ সময় হঠাৎ মালাকুল মওত তোমার আত্মা নিয়ে উর্দ্ধগগনে প্রস্থান করবে তা কি তুমি ভেবে দেখেছ। হায় আফসোস! কবে কাটবে তোমার তন্দ্রা ঘোর? তোমার এ তাক্বলীদী গোঁড়ামীর শেষ কোথায়...?

৪২. *মুসলিম, গৃহীতঃ মূল মিশকাত, পৃঃ ২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/১০৬ পৃঃ।*
৪৩. *নাসাঈ হা/১৫৭৯ 'ঈদায়েন'-এর খুৎবা অধ্যায়।*

ক প্রসঙ্গ

মংলা বন্দরের দুর্দশা ঘুচবে কবে?

আমাদের দেশের সমুদ্র বন্দর মাত্র দু'টি। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের ৮০ শতাংশ আমদানি-রপ্তানি হয়। বাকীটা মংলা বন্দর দিয়ে। ফলে বোঝা যায়, মংলা বন্দরটি কী দূরবস্থায় আছে। অথচ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকে গতিশীল ও সহজতর করার কথা বলে মংলাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষেরও আশা ছিল এ বন্দর প্রতিষ্ঠা হ'লে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তাকে ঘিরে একটা কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। ঐ এলাকার অর্থনীতি গতি পাবে। তা হ'ল না কেন? অবশ্য মংলা বন্দর প্রতিষ্ঠার পর বিশেষতঃ ষাটের দশকে খুলনা অঞ্চলে বেশ কিছু কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেশির ভাগই ছিল পাটকল। এসব প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাযার মানুষ চাকুরী পেয়েছিল। তবে এর প্রধান কারণ ছিল বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্য বিক্রি করে মুনাফা লুটার আশায় তৎকালীন পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা ঐ শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ অবস্থাটা টিকে থাকেনি। এর কারণ ছিল একদিকে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা ধরে রাখতে আমাদের শাসকদের উদ্যোগের ঘাটতি এবং তাদের সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাট। যা চলতে চলতে আজ গোটা পাট শিল্পেরই মূলোৎপাটন ঘটানো হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের নামে আমাদের মত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠনও একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কিছু হিস্যা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তারই পরিণামে শুধু পাটকল নয় আমাদের দেশীয় প্রায় সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হ'তে চলেছে। মংলা বন্দরের আজকের দুর্দশার কারণও এর মধ্যেই নিহিত।

মংলা বন্দরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। খুলনা শহর থেকে ২২ কি.মি. দূরে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মংলা, নালা ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলে। তার আগে এর অবস্থান ছিল জয়মনিরগোল থেকে ২২ কি.মি. উত্তরে চালনা নামক স্থানে। তখন এর নাম ছিল চালনা বন্দর। ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর 'দ্য সিটি অব লিয়নস' নামক একটি জাহাজ নোঙ্গর করার মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ বন্দরটি নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছে। যা জমতে জমতে তার এখন মুমূর্ষু দশা দাঁড়িয়েছে।

সমুদ্র বন্দরগুলি সাধারণতঃ মোহনায় অবস্থিত হয়। কিন্তু সমুদ্র থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার উজানে এসে এই বন্দরের মালামাল ওঠানামা করতে হয়। মোহনা থেকে বন্দর জেটি পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ কিলোমিটার পশুর চ্যানেলের গভীরতা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। পশুর নদে ভাটা অপেক্ষা জোয়ারের চাপ প্রবল হওয়ায় নদীর তলদেশে মাত্রাতিরিক্ত পলি পড়ে। বন্দর কার্যক্রম শুরুর সময় পশুর-মংলা সঙ্গমস্থলে পশুর নদের গভীরতা ছিল ৩৫ ফুট। বর্তমানে এর গভীরতা মাত্র ১৪/১৫ ফুট। বন্দর থেকে ৮৫ কিলোমিটার দূরে ফেয়ারওয়ে বয়ার মুখে চর পড়েছে। ভাটার সময় এখান থেকে ৬ মিটার ড্রাফ্টের জাহাজও প্রবেশ করতে পারে না।

সাগর মোহনা থেকে বন্দর জেটি পর্যন্ত চ্যানেলটি পুরোপুরি দুর্নীতিবাজদের নিয়ন্ত্রণে। নিয়মানুযায়ী ফেয়ারওয়ে বয়া থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষের হারবার বিভাগের পাইলটরা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে আসে। চ্যানেলের অগভীরতার দোহাই দিয়ে পাইলটরা আগত জাহাজের ক্যাপ্টেন-ক্রুদের নাজেহাল করে। তারা জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে অবৈধ দরকষাকষি করে ফায়দা লোটে।

সাধারণভাবে বলা হয়, একটি বন্দরের চ্যানেল বা নদীই হ'ল সবকিছু। কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষ নদী বা চ্যানেল উন্নয়নে কিছুই করেন না। যদিও বন্দর কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, গত অর্থ বছরে তাদের প্রধান খরচের খাত ছিল এই ড্রেজিং। তবুও চ্যানেলের অগভীরতার কারণে এখানে জাহাজ আসে শুধু জোয়ারের সময়। ছেড়েও যায় জোয়ারে। বহু বছর ধরে ১৮টি ছোট-বড় নৌযান এখানে ডুবে আছে। তোলার কোন উদ্যোগ নেই। আবার বন্দর থেকে রাতে জাহাজ ছাড়ার কোন নিয়ম নেই। ফলে দিনের বেলায় জোয়ারের অপেক্ষায় থেকে সময় ও অর্থের দুই-ই অপচয় হয়। বন্দরের কাষ্টম্স কর্তৃপক্ষতো আরেক কাঠি সরেস। তারা আমদানীকৃত পণ্যের গুণগত মান এবং বৈধ-অবৈধতার প্রশ্ন তুলে ক্যাপ্টেন ও ক্রুদের হয়রানি করে। কাস্টম্স কর্মকর্তাদের সাথে 'রিজেকশন পার্টি' নামে একটি চোরাই পার্টির সখ্য রয়েছে। এই দুই বাহিনীর তৎপরতায় জাহাজের মালামাল দেদারসে চুরি হবার কথাও সকলের মুখে মুখে। এছাড়াও আছে কাটা পার্টি, তেল পার্টি আর ছিনতাই পার্টি। কাটা পার্টি জাহাজের পণ্য চোরাচালান করে। তেল পার্টি জাহাজ ও বন্দর কর্তৃপক্ষের বড় বড় নৌযান থেকে তেল চুরি করে। ছিনতাই পার্টি জাহাজে উঠে হামলা করে বিভিন্ন মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়।

বন্দর ব্যবস্থাপনায় কোনও শৃঙ্খলা নেই। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় সন্ত্রাসী ও মাফিয়া চক্র। এখানকার ল্যান্ডিং চার্জ চট্টগ্রাম বন্দরের তুলনায় অনেক বেশী। বন্দরের বিদ্যুৎ টেলিফোন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামোর উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। বন্দরের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নও চলছে ঢিমেতালে। এসবের ফল হয়েছে মংলা বন্দরের আয় বিপুল মাত্রায় কমে গেছে। বন্দরে ২০০২-'০৩ সালে মাত্র ১২২টি জাহাজ এসেছে, ১১৪টি নির্গমন করেছে। অথচ মাত্র এক বছর আগে ঐ সংখ্যা দু'টি ছিল যথাক্রমে ২৬৮ ও ২৬৬। আর এই সময়ে বন্দরের নীট মুনাফা হয়েছে যথাক্রমে ২১০.৩০ (লক্ষ) টাকা এবং ৯৯৭.৩৭ (লক্ষ) টাকা। মংলা বন্দরের এই দূরবস্থা কাটাতে এ পর্যন্ত যত সমীক্ষা হয়েছে, তার সবকটিতে কিছু কমন সুপারিশ এসেছে। এর মধ্যে বন্দরের আধুনিকায়ন ও উপরোক্ত সমস্যা নিরসনের পাশাপাশি ঢাকা-মংলার দূরত্ব কমানোর কথা বেশ গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ২৬৫ কি.মি.। আর মংলার দূরত্ব ৩৮০ কি.মি.। কিন্তু যদি মাওয়া ও ভাঙার উপর দিয়ে সড়ক যোগাযোগ উন্নত হয়, তাহ'লে এ দূরত্ব ১৬১ কি.মি.-এ নেমে আসবে। ফলে ঢাকা-চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকা-মংলা মাল পরিবহনের খরচ অনেক কম হবে। তাছাড়া নদী পথেও চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকা থেকে মংলার দূরত্ব কম। আমদানি-রপ্তানিকারকদের কাছে মংলা বন্দরের জনপ্রিয়তা কম হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া দূরত্ব কম হওয়ার কারণে যথাযথ উদ্যোগ নিলে নেপাল ও ভুটানকে এ বন্দর ব্যবহারে উৎসাহিত করা যাবে। তারা এখন কলকাতা বন্দর ব্যবহার করছে।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর মাল বোঝাই ও খালাছ করার চাপ দিন দিন বাড়ছে। প্রায়ই কন্টেইনার জট বেঁধে যায়। রপ্তানি ও আমদানিকারকরাও এর ফাঁদে পড়ে তাদের খরচ কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন। মংলা বন্দরের যথাযথ আধুনিকায়ন এ অবস্থা পাল্টাতে পারে। উপরন্তু মংলা বন্দরের সজীবতার ফলে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতি আরও গতি পেতে পারে। বহু মানুষের কর্মসংস্থানেরও একটা সুযোগ তৈরী হবে।

আমাদের বক্তব্য, যে কারণে আদমজী, স্টিল মিল, খুলনার ঐতিহ্যবাহী তিনটি জুট মিলসহ আরও কয়েক হাযার কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এখানেও সেই কারণই নিহিত। চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়ে মার্কিন প্রশাসন এবং তাদের এদেশীয় দোষরদের চক্রান্তের কথা আমরা জানি। এরা চট্টগ্রাম বন্দরে অতিরিক্ত লোভের ওযর তুলে সেখানে সম্পূর্ণ মার্কিন নিয়ন্ত্রণে নতুন একটা বন্দর করতে চায়। আমাদের শাসকরাও ঐ একই যুক্তিতে তাতে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। একই উদ্দেশ্য থেকে চট্টগ্রাম বন্দরেরও আধুনিককায়ন হচ্ছে না। তাদের আশা প্রস্তাবিত এই বন্দর হ'লে তারাও একটা হিস্যা পাবে।

আগেই বলা হয়েছে, তারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে বিশ্ববাজারে শোষণ-লুণ্ঠনের ভাগ পাওয়ার আশায়। এর বিনিময়ে দেশের মহাসর্বনাশ ঘটাতেও তাদের দ্বিধা নেই। অবশ্য বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত শক্তিও তাদের নেই। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি মংলা বন্দরেরও যথাযথ আধুনিকায়ন করে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

[সংকলিত]

দিশারী

আমাদের দ্বন্দ্ব কোথায়?

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

যুগে যুগে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকাটা মহান আল্লাহর কাছে চরম নিন্দনীয়। তিনি দ্বন্দ্ব নিরসনে শান্তিবাণী সহ যুগে যুগে শান্তিদূত প্রেরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও দ্বন্দ্ব নিরসন হয়নি এবং হবারও কোন সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় না।

জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব, ধর্মে ধর্মে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের কারণ নানাবিধ। এই আলোচনায় ধর্মগত দ্বন্দ্বই আলোচিত হবে। এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। যেমন- প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর দ্বীনের সাথে জাহেলী যুগের দ্বীনের চির দ্বন্দ্ব। মক্কাবাসীদের দীর্ঘদিনের লালিত ভুয়া ধর্মের বিপরীতে প্রিয় নবী (ছাঃ) আল্লাহ পাকের তরফ হ'তে প্রাপ্ত সত্য ধর্ম প্রচারে আদিষ্ট হয়ে প্রচারকার্য শুরু করলেই সংঘাত শুরু হয়। এ সংঘাত আজও শেষ হয়নি এবং হবেও না কোনদিন। কেননা বাতিলের সাথে হক্বের আপোষ কোনদিন হ'তে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধর্ম প্রচারে বাধা-বিপত্তির ইতিহাস আমাদের সকলেরই কমবেশী জানা আছে। তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তাঁর মৃত্যুর পরপরই ইসলামে চরম সংকট দেখা দেয়। আবুবকর (রাঃ) সে সংকট দমন করতে সক্ষম হ'লেও পরবর্তীতে নানা ফন্দী-ফিকিরের মাধ্যমে ধর্মের নামে অনেক অনৈসলামিক রীতি-নীতি ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। সে ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। ফলে এক ইসলাম আজ শতধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে।

মুসলিম জাতির পরিচয় দু'টিতে। একটি নামে, আরেকটি আমলে। নামের বেলায় কোন বৈষম্য নেই। আমলে শতধাবিভক্ত মুসলিম জাহান বহির্বিশ্বে মুসলিম নামেই পরিচিত এবং সে পরিচয়ই সবাই প্রদান করে থাকে। এখানে শী'আ, সুন্নী, হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী ইত্যাদি কিছু নেই। এমনকি যে ব্যক্তি জীবনে একবারও ছালাত আদায় করেনি, সেও নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং এ পরিচয়ে সে গর্ববোধ করে। কেননা জাতি এবং ধর্ম হিসাবে বিশ্বে মুসলিম জাতি ও ইসলাম ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু কথা হচ্ছে, নাম দিয়েই যদি মুক্তি পাওয়া যেত, তাহ'লে বালাই ছিল না। নামের সাথে আমলের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। দু'টি মিলেই একটি পরিপূর্ণ রূপ 'মুসলিম'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি এ আদেশ না করতেন, 'দ্বীনের একটি কথা জানা থাকলেও তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম)*। তাহ'লে সম্ভবতঃ কেউ দ্বীন প্রচারে গিয়ে অন্যের নিকট অপ্রিয় হ'তেন না, অপমানিত হ'তেন না। তাঁর দ্বীন প্রচারের ইতিহাস আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। একাজে তিনি যে কত অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর অগণিত ছাহাবী দ্বীন প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন, এও আমাদের জানা আছে। তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন বিধর্মী ও বিজাতীদের কাছে দ্বীনের কথা প্রচার করার অপরাধে।

দ্বীনের একটি জানা কথা অন্যকে জানাতে প্রিয় নবী (ছাঃ) আদেশ করেছেন। আর আল্লাহ পাক বলেছেন, 'তোমরা যারা জান না, তারা সুস্পষ্ট দলীলসহ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে জেনে নাও' *(নাহল ৪৩-৪৪)*। কাজেই জানা-অজানার দায়িত্ব উভয়ের উপরই অর্পিত হয়েছে। অজানা ব্যক্তিরা যদি সঠিক দ্বীন জানার জন্য চেষ্টিত হ'ত, তাহ'লে মনে হয় দ্বন্দ্ব কিছুটা কম হ'ত। সম্ভবতঃ সমস্যার কারণ হ'ল, সম্পূর্ণ অজানা ব্যক্তির সংখ্যা কম। ভুল আমল-আক্বীদায় বিশ্বাসী পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এ ভুল শিখিয়েছেন। সে কারণে তারা ভুল পরিত্যাগ করে সঠিক আমল-আক্বীদায় নতুন করে বিশ্বাসী হ'তে চায় না। ভুল আমল-আক্বীদার শত শত নযীর হ'তে একটি নযীর পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ করছি-

আমি জনাব আব্দুল করীম ছাহেব সংকলিত বুখারী শরীফ গ্রন্থটি সংগ্রহ করেছি। তিনি ঢাকার কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল ছাহেবকে দিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদনা করে নিয়েছেন। সম্পাদক মহোদয় 'সম্পাদকের কথা' শিরোনামে প্রথমে লিখেছেন, 'মুসলিম জাহানে বোখারী শরীফখানি হাদীস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং কোরআন মজিদের পর বিশুদ্ধতম কেতাব হিসাবে সুপরিচিত এবং পরিগণিত'। 'সম্পাদকীয়'র শেষে তিনি লিখেছেন, 'হানাফী মাযহাবভুক্ত ভাইদের খেদমতে একটি কথা আরজ করতে চাই। আমল সম্পর্কিত হাদীস সমূহে হানাফী মাযহাবের খেলাপ কোন হাদীস পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে হানাফী ফেকাহ্‌র কেতাব দেখিয়া নিবেন অথবা হানাফী পণ্ডিত ওলামাদের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিষয়ের ফয়সালা জানিয়া নিবেন'।

শেষের মন্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হচ্ছে, বুখারী শরীফ হাদীছগ্রন্থ থেকে হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রের মর্যাদা অনেক অনেক বেশী। তাই তিনি হানাফী মাযহাবভুক্ত ভাইদের উক্ত পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ শুরুতে তিনি বুখারী শরীফকে সব হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং কুরআন মাজীদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এরূপ হীন মন্তব্যে তাকে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলে মনে হয় না। তাকে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন সাব্যস্ত করা হ'লে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ ছহীহ বুখারীর প্রতি তার যে আদৌ কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, তা নির্দ্বিধায় অনুমেয়। তাঁর মত শত শত তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তির মতামতে এক ইসলাম আজ শতধাবিভক্ত।

তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের আক্বীদা মতে আল্লাহ নিরাকার এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান; আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নূর হ'তে সৃজিত হয়েছেন। এই যদি তাঁদের আক্বীদা হয়, তাহ'লে সাধারণ মানুষের আক্বীদা কিভাবে এর বিপরীত হ'তে পারে? একদিন নওগাঁ বান্দাইখাড়া কলেজে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনৈক বক্তা শ্রোতাদের প্রশ্ন করলেন, 'আল্লাহ কি নিরাকার এবং সর্বত্র

* সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, যেলা- নওগাঁ।

বিরাজমান?' সমস্বরে উত্তর হ'ল- আল্লাহ নিরাকার এবং সর্বত্র বিরাজমান। শ্রোতাদের মধ্যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও ছিল। এ ভুল উত্তরের জন্য তাদের কেউ দায়ী নয়। কেননা ইসলামিয়াত পাঠ্য বইয়ে আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান বলা হয়েছে।

আমার জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা বিবৃত করে এ আলোচনা শেষ করতে চাই। জীবনের প্রথম দু'টি দাগ জমি কিনতে গিয়ে নকশা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দু'ব্যক্তিকে নকশা দেখে দাগ দু'টি চিহ্নিত করে দিতে বললাম। তারা নকশা দেখে যে দু'টি দাগ চিহ্নিত করে দিলেন, তার একটি খতিয়ানভুক্ত নয়। দলীল লেখক খতিয়ান বহির্ভূত দাগ না লিখে খতিয়ানভুক্ত দাগ লিখে দিলেন। তিনি বললেন, খতিয়ানভুক্ত না হ'লে আমি কিসের ভিত্তিতে লিখব? যদি দাগ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়, তাহ'লে খতিয়ানভুক্ত দাগটির দাবীর যৌক্তিকতা থাকবে। আমি যদি দলীল লেখকের মতামত অনুসারে দলীল না করতাম, তাহ'লে আমাকে একটি দাগ হারাতে হ'ত। অথবা সংশোধন করে পুনরায় দলীল করতে হ'ত।

মুসলিম সমাজের আমলের চিত্র আমার এ ঘটনার সাথে যথার্থই সামঞ্জস্যশীল। অধিকাংশ লোকদের আমল দলীল ভিত্তিক নয়। আমলগত পার্থক্যেই আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। ইদানিং ফরয ছালাতের পর সম্মিলিত মুনাজাত বিদ'আত বলাতে সমাজে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তারা এর প্রমাণে দলীল মানতেও রাযী নয়।

আমি এদেশের শিক্ষিত জনগণকে অত্যন্ত বিনীতভাবে এ আহ্বান জানাতে চাই, আপনারা আর ধর্মীয় জ্ঞানে তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামতের উপর নির্ভর না করে নিজেরা অনুবাদকৃত কুরআন-হাদীছ পড়ুন এবং দ্বীনের সঠিক বিষয় জেনে আমল করুন। আমি বিশ্বাস করি, দ্বীন সংক্রান্ত সঠিকতা জেনে আমলে তৎপর হ'লে আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অবশ্যই নিরসন হবে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মারফত প্রচারিত দ্বীন ইসলাম পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে আমাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে মুসলিম জনমনে অনুপ্রেরণা দান করুন। আমীন!

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মনুষ্যত্ব

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন এবং অপরাপর সকল সৃষ্টিকে তাদের অধীন করেছেন। মানুষ আকৃতিতে কেবল সেরা নয়, সেরা জ্ঞানে। সর্বোপরি মনুষ্যত্বে। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়, মানুষ তাকে পশু বলে ধিক্কার দিয়ে থাকে। বর্তমানে মানুষের বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু আসল বস্তু মনুষ্যত্বই যেন মানুষ হারিয়ে ফেলতে বসেছে। তাই জগতে আজ এত হানাহানি, এত বিবাদ-বিসংবাদ। জগতটা যেন অশান্তির আকরে পরিণত হয়েছে। যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, পারিপার্শ্বিক কারণে তাদেরও মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিতে হচ্ছে।

জসীম ও জামাল দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু। দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত হয়েও তারা গ্রামের উচ্চবিদ্যালয় হ'তে এস,এস,সি, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের কোনরূপ সুযোগ না থাকায় চাকুরীর সন্ধানে ঢাকা নগরীতে যায়। সেখানে দু'জন দু'টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়। জসীম ছেলেটি যা বেতন পায় তাতেই খুশী। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীরা ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদেও যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিও ঘুষ গ্রহণে কোনরূপ সংকোচ করেন না। একমাত্র নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত জসীম ঘুষ গ্রহণে অসম্মতি জানায়। জসীম 'বিল' করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাকে ঘুষ গ্রহণে বার বার প্ররোচিত করা হ'লে সে বলে, 'আমি গরীব, গরীবই থাকতে চাই, বড় হবার অভিলাষে মনুষ্যত্ব খোয়াতে চাই না'। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীরা দেখল, এ যখন ঘুষ গ্রহণ করছে না, সম্ভবতঃ এর দ্বারাই একদিন তাদের অসুবিধা হ'তে পারে। তাই তারা তাকে চাকুরী থেকে অপসারণ করতে একটি ষড়যন্ত্রের ফাঁদ আঁটল। তার বন্ধু জামালও তাকে ঘুষ গ্রহণে প্ররোচিত করে এবং বলে, তুমি ঘুষ গ্রহণ না করলে তোমার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সে মনোবল দৃঢ় রাখে ঘুষ গ্রহণ না করতে।

পাঁচ হাযার টাকার একটি বিলে তার অবিকল দস্তখত দেওয়া হয়। প্রাপক টাকা না পাওয়ার দাবী করে। দস্তখত যুক্ত বিলটি তাকে দেখানো হ'লে সে বলে, 'আমি এ সই করিনি এবং আমি কোন টাকাও আত্মসাৎ করিনি'। কিন্তু তার এক ধাপ উপরের কর্মচারী বলে, 'তুমি এখন পাঁচ হাযার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত। অস্বীকার করে কোন ফায়দা হবে না। সই-ই তোমাকে অভিযুক্ত করবে। এখন বাঁচার প্রশ্ন। নইলে টাকা আত্মসাতের দায়ে জেল-জরিমানা দু'টোই হ'তে পারে। লোকটি জসীমের এ বিপদে যেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। সে বলে, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি যা বলার ম্যানেজার ছাহেবকে বুঝিয়ে বলব। তিনি তো রাশভারী লোক। একবার তিনি

* সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

যে অভিমত ব্যক্ত করবেন, তা আর ফিরিয়ে নিবেন না'।

লোকটি জসীমকে নিয়ে ম্যানেজারের কামরায় গেল এবং বলল, এবারের জন্য মাফ করে দেন স্যার। ছেলে মানুষ, হয়ত অত্যন্ত প্রয়োজনে টাকাটা নিয়েছে। তার চাকুরীটাও থাক। ম্যানেজার ছাহেব বললেন, টাকার ব্যবস্থা কি হবে? লোকটি বলল, তার স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে, সাতদিনের মধ্যে টাকা পূরণ করে দিতে হবে। নইলে পুলিশে সোপর্দ করা হবে। ষড়যন্ত্র মোতাবেক ম্যানেজার তাতে সম্মত হ'লেন।

জসীম অফিস থেকে বের হয়ে সোজা মেসে গেল, যেখানে তার বন্ধু জামাল থাকে। সব শুনে জামাল বলল, 'মনে করে দেখ্, ঘুষ গ্রহণ না করলে তোর বিপদ হবে বলেছিলাম না? তোর চাকুরীও থাকবে না, তোকে এখন থেকে টাকা আত্মসাৎকারীর পরিচয়ে পরিচিত হয়ে থাকতে হবে'।

পাঁচ হাযার টাকার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, দু'বন্ধু মিলে চিন্তা করতে থাকে। একটি খবরের কাগজে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, 'যার রক্তের গ্রুপের সাথে আমার একমাত্র কন্যার রক্তের গ্রুপ মিলে যাবে, তাকে অধিক মূল্য প্রদানে তার রক্ত নেওয়া হবে'। বিজ্ঞপ্তি পড়ে পরদিন যথাসময়ে দু'বন্ধু হাসপাতালে গেল, সেখানে রোগিনী ও তার পিতামাতা আছে। জসীমের রক্তের গ্রুপ এবং মেয়েটির রক্তের গ্রুপ একই। এরা পাঁচ হাযার টাকাই দাবী করল। পিতা অত টাকা দিয়ে এক ব্যাগ রক্ত নিতে প্রথমতঃ অসম্মতি জানান, কিন্তু মেয়ের মা বলল, 'আমার মেয়ের জীবনের চেয়ে তোমার টাকাটাই বড় হ'ল? আমাদের ভাগ্য ভাল যে, মেয়ের রক্তের গ্রুপের সাথে এ ছেলের রক্তের গ্রুপ মিলে গেছে। অগত্যা পিতা রক্ত নিয়ে তাদের দাবীর টাকা দিয়ে দিল।

এর পরের ঘটনা বেদনাদায়ক। জসীমকে চাকুরী হারাতে হ'ল, যদিও তাকে চাকুরী থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। চাকুরী হারিয়ে সে এখন সম্পূর্ণরূপে এক বেকার যুবক।

মুক্তি ক্লিনিক প্রাঃ লিঃ

লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

এতদ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান

সুবিধাদিঃ

- ❑ রোগ নির্ণয়ের পূর্ণ ব্যবস্থা
- ❑ চিকিৎসা ❑ অপারিশন

ডাঃ এস,এম,এ মান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ৭৭৪৩৩৭, ৭৭৫৪৪৭

চিকিৎসা জগৎ

বসন্তের অসুখ-বিসুখ

বসন্তে ভাইরাস জাতীয় অসুখ যেমন- হাম, পানিবসন্ত, ভাইরাল ফিভার হ'তে দেখা যায়। জ্বরে বাড়ির এক ব্যক্তি আক্রান্ত হ'লে আস্তে আস্তে আরেকজনও আক্রান্ত হয়। এভাবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে এই চক্র চলতে থাকে। এ ঋতুতে শীতের আবহাওয়ায় ঘুমন্ত ভাইরাস গরম পড়ার সাথে সাথে বাতাসের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানা দরকার। পানিবসন্ত খুব ছোঁয়াচে। বিশেষ করে যার কোনদিন এ রোগ হয়নি, তার জন্য পানিবসন্ত খুবই ছোঁয়াচে। সেজন্য এ রোগ হ'লে যার জীবনে হয়নি তাকে রোগীর কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। সরাসরি সংস্পর্শে এবং রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে পানিবসন্ত রোগ ছড়ায়। তাই পানিবসন্ত হ'লে যা যা করতে হবে সেগুলি হ'লঃ

* আক্রান্ত রোগীকে আলাদা রাখতে হবে।

* রোগীর কফ, নাকের পানি, শুকনো ফুসকুড়ি মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে আর রোগীর ব্যবহার করা সমস্ত কাপড়চোপড় গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

*পুষ্টিকর ভাল মানের খাবার রোগীকে খেতে দিতে হবে। অনেকের মাঝে এ রোগের ব্যাপারে কিছু কুসংস্কার রয়েছে যেমনঃ পানিবসন্তের রোগীকে মাংস, মাছ, ডিম, দুধ খেতে দেওয়া যাবে না। এগুলি খেলে নাকি ঘাগুলি পেকে যাবে। আবার কোন কোন রোগীকে বেশী করে ঠাণ্ডা খাবার খেতে দেওয়া হয়। এগুলি সবই ভ্রান্ত ধারণা।

* চুলকানি হ'লে হিস্টাসিন জাতীয় ঔষধ খেতে দিতে হবে। যদি ঘাগুলি পেকে যায় বা নিউমোনিয়া দেখা দেয়, তখন এক কোর্স কার্যকর এন্টিবায়োটিক খেতে দিতে হবে। লোকাল এন্টিসেপটিক হিসাবে ক্লোর হেক্সিডিন লাগাতে হবে। এবার আসা যাক হামের ব্যাপারে। হাম একটি অতি মারাত্মক অথচ নিরাময়যোগ্য ব্যাধি। প্রতিটি শিশুকে নয় মাস বয়সে হামের টিকা দিতে হবে। হাম হ'লে কিছুতেই রোগীকে ঠাণ্ডা লাগতে দেওয়া যাবে না। কারণ ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া কিংবা ব্রংকোনিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। হাম হ'লে শিশুকে প্রোটিন খাওয়া কমানো যাবে না; বরং প্রোটিনযুক্ত খাবারদাবার বেশী করে খেতে দিতে হবে। এখন ভাইরাল ফিভার নিয়ে আলাপ করা যাক। এ ঋতুতে কিছু কিছু টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফয়েড জ্বরও দেখা দিতে পারে। ভাইরাল ফিভারে সাধারণতঃ সর্দি, কাশির সাথে মাথাব্যথা এবং শরীরব্যথা দেখা দেয়। প্রথমদিকে জ্বরের শুরুতে এ জ্বর এবং টাইফয়েড জ্বরের মাপে পার্থক্য বের করা মুশকিল হয়ে পড়ে। জ্বরের ধরণ এবং ব্লাড টেস্টের পর এবং রোগীকে ভালমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা বুপার চেষ্ট করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাল ফিভার দেখা দেয় বিধায় রোগীকে পুরোপুরি বিশ্রামে রাখতে হয়। ভাল ভাল এবং সুষম পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে। জ্বর ১০১ ফাঃ-এর উপরে

থাকলে এসপিরিন কিংবা প্যারাসিটামল ধরনের ঔষুধ দিতে হবে এবং রোগীর মাথায় পানি দেওয়া এবং কোল্ড স্পঞ্জিং দিতে হবে। রোগীকে বেশী করে পানি খেতে দিতে হবে। এ অবস্থায় ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যেই জ্বরের আক্রমণ কমতে থাকে যা পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যেই কমে গিয়ে রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। তবে এই নিয়মে জ্বর না কমলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, নিজে নিজে অর্থাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত এন্টিবায়োটিক খাবেন না।

এ ঋতুঁতে প্রকৃতিতে অ্যালার্জেনের মাত্রা খুব বেশী থাকে। গাছ-গাছালি থেকে ফুলের পরাগ রেণুতে বাতাস ভরে ওঠে। সেজন্য এই সময় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, হে ফিভার এবং হাঁপানি রোগের আধিক্য রেখা যায়। গ্রাম বাংলায় এই ঋতুতে অ্যালার্জিক এলভিও লাইটিস দেখা দেয়। এটা হাঁপানির মত এক ধরনের শ্বাসকষ্টজনিত রোগ। যদিও এ রোগে সাঁই সাঁই শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। এক জাতীয় ছত্রাক দিয়ে এ রোগ হয় এবং খড়কুটো, গরুর ভুসি ব্যবহারের সময় অ্যালার্জেন (এসপারগিলাস ফিউমিগেটাস) নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে এ ব্যাধির জন্ম দেয়। এর হাত থেকে বাঁচতে হ'লে এগুলি ব্যবহার করার সময় নাকে-মুখে রুমাল কিংবা মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেকেই রোগে আক্রান্ত হই। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ঋতু পরিবর্তনের সময় সতর্ক থাকা।

[সংকলন]

মৃত্যু সংবাদ

রাজশাহী ১০ মার্চ বুধবারঃ অদ্য দিবাগত রাত সোয়া ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (৬২) মহানগরীর বোয়ালিয়া থানাধীন চকপাড়া গ্রামের নিজ বাসভবনে মাসিক 'আত-তাহরীক' পাঠরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ঔয়া ইন্না ইলায়হি রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা সহ বহু গুনগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যানডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এর ইমামতিত্বে তার ১ম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মী সহ মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর জানাযায় শরীক হন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত এ সময়ে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলের জন্য অবধারিত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং জনাব আতাউর রহমানের শেষ জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ দাওয়াতী কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি মরহূমের সন্তান এবং নিকটাত্মীয়দেরকে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার আহ্বান জানান। অতঃপর তার নিজ বাড়ীতে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ এর ইমামতিত্বে ২য় জানাযা শেষে স্থানীয় চকপাড়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, জনাব আতাউর রহমান ভারতের মুর্শিদাবাদ যেলার ভগবনগালা থানার ছকনুগর গ্রামে ১৯৪২ সালের ১২ মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর তিনি স্বীয় পিতা ও চাচাদের সাথে বাংলাদেশে চলে আসেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৫৯ হ'তে ১৯৭৪ পর্যন্ত ১৫ বৎসর পাকিস্তান নৌবাহিনীতে নাবিক হিসাবে চাকুরী করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ১৯৭৪ সালে স্বেচ্ছায় চাকুরী থেকে অবসর নেন। অতঃপর ১৯৭৯ হ'তে ১৯৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বৎসর তিনি মার্চেন্ট জাহাযে কর্মরত কর্মরত ছিলেন। এ সময়ে তিনি পৃথিবীর প্রায় ১৩০টি দেশ ভ্রমণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। শেষ জীবনে তিনি নওদাপাড়া দারুল ইমারতে অবস্থান করে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, তার ছোট ভাই যিয়াউল হক চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর বর্তমান সেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

/আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক

ক্ষেত-খামার

সবজি চাষের আয় দিয়ে সংসার চালান ছাদেক আলী

মাত্র ৬০ শতক জমিতে বছরে ছয় মাস সবজি চাষ করে যে আয় হয় তা দিয়ে বিশাল এক সংসার চালাচ্ছেন মৌলভী বাজারের বাজনগর উপযেলার কান্দিরগাঁও গ্রামের বৃদ্ধ কৃষক ছাদেক আলী (৬০)। ২৫ বছর ধরে সবজি চাষ থেকেই আসে তার একমাত্র আয়। সবজি চাষের আয় দিয়ে ইতিমধ্যে চার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। চার সন্তানকে পড়ালেখা করাচ্ছেন।

বৃদ্ধ ছাদেক আলীর রয়েছে ১৪ কেদার (৩২০ শতক) জমি। কিন্তু নীচু ভূমি হওয়ায় মাত্র ২ কেদার (৬০ শতক) ব্যতীত বাকী ১২ কেদার (৩৬০ শতক) জমিই বছরের পুরা সময় পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। আবার আবাদযোগ্য ২ কেদার জমিতে চাষাবাদ করা যায় মাত্র ছয় মাস। বাকী ছয় মাস সেটুকু তলিয়ে থাকে গভীর পানিতে। ছাদেক আলী বলেন, আয়ের অন্য কোন উৎস না থাকায় ১৩ সদস্যের সংসারের খায়-খরচ যোগাতে তিনি হেমন্তে বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষ করেন। ১৫ হাযার টাকা বিনিয়োগ করে তিনি প্রায় প্রতি বছর কমপক্ষে ৬০ হাযার টাকা আয় করেন সব খরচ বাদে। আর এই আয় দিয়ে তিনি পুরা বছর সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করেন। তিনি আলু, টমেটো, করলা, ঢেঁড়স, মিষ্টি লাউ, লুবি ও বিভিন্ন জাতের শাকের চাষ করেন। ছাদেক আলী ক্ষোভের সঙ্গে জানান, অর্থের অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই ৬০ শতক জমির বেশি চাষ করতে পারেন না তিনি। ঋণের জন্য ব্যাংকে গেলে ঋণের অর্ধেক টাকা ঘুষ দিতে হয়।

ইবরাহীম সরকার লেবু চাষীদের মডেল

ময়মনসিংহ সদর উপযেলার চর নিলক্ষীয়া ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামের ইবরাহীম সরকার। তিনি বিগত কয়েক বছর ধরেই যেলার শ্রেষ্ঠ লেবুচাষী। লেবু চাষ করে তিনি পেয়েছেন অর্থ, সম্মান আর মানুষের ভালবাসা। তাকে বলা হয় লেবু চাষীদের মডেল। স্বাধীনতার আগে থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি লেবু চাষ করেন অনেকটা সৌখিনভাবে। ১৯৯৪ থেকে বাণিজ্যিক ও পরিকল্পিতভাবে লেবু চাষ শুরু করেন তিনি। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়িসহ মোট সাত একর জমির মধ্যে ছয় একর জমিতেই উন্নত জাতের বারমাসী লেবুর বাগান করে বছরে কয়েক লাখ টাকা আয় করছেন।

ইবরাহীম সরকার জানান, একবার তিনি ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল হয়ে সড়ক পথে ময়মনসিংহ ফিরছিলেন। টাঙ্গাইলের এক গ্রামে তাদের বাসটি নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে তিনি বাস থেকে নেমে এক সুন্দর লেবু বাগান দেখতে পান। তিনি সেখান থেকে ৬০ টাকা দিয়ে কয়েকটি লেবুর চারা এনে তার বাড়ির আঙিনায় রোপণ করেন। এভাবেই তার লেবু চাষ শুরু হয়। তিনি ১৯৯৭ -এর দিকে চার একর জমিতে ২ হাযার ২০০ লেবুর চারা লাগান। এসব গাছ থেকে লেবু বিক্রি করে তিনি প্রায় ৫০ হাযার টাকা আয় করেন। '৯৮-এ তিনি প্রায় ২০ টন লেবু উৎপাদন করেন। বর্তমানে তার বাগানে ৩ হাযার ৬০০ লেবু গাছ রয়েছে। এ বছর তিনি ৪ লাখ কাটিং এবং ৬০ হাযার চারা বিক্রির জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কবিতা

ফজর দিল ডাক

-মাশরেকুল আনওয়ার বাবুল
রাজিবিল্লাহ ফার্মেসী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

পাখির কিচির-মিচির আর মোরগের বাক
অলস নিদ্রায় আঘাত হেনে ফজর দিল ডাক।
প্রখর রোদে আগুন ঢেলে দাঁড়ায় দিবাকর
পরিশ্রান্তের বিশ্রাম নিয়ে আসে ঐ যোহর।
পড়ন্ত বিকেল বেলায় বসে গল্পের আসর
মাগফিরাতের ঝুলি নিয়ে আসে তখন আছর।
আলোর ধরা কালো করে সূর্য ডুবে যায়
মাগরিব ডাকে কোথায় তোরা মসজিদে আয়।
কর্মক্লান্ত দেহ-মনকে আরাম দেবার আশা
নে'মতের শোকর আদায় করতে আসে এশা।
ঘড়িটাতে টিকটিক, সময় চলে ঠিক ঠিক
শুধু আমরা চলি না।
দিবানিশি দশদিক, আল্লাহ বলে নির্ভিক
কিন্তু আমরা বলি না।
যদি মোরা চলতাম, হক্ব কথা বলতাম
মুয়ায্যিনের ডাকে দিতাম সাড়া।
সকল শান্তির খনি 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি
প্রাণে দিত নাড়া।

***

ফেলরে পদতলে

-খাইরুল ইসলাম ইবনে ইলইয়াস
ভেরামতলী, শ্রীপুর, গাজীপুর।

বিশ্ব শান্তির নামে যারা
ঘুরছে দেশে দেশে,
অশান্তির ঐ দাবানলটা
জ্বাললো তারাই শেষে।
হিরোশিমায় বোমা-বাজি
করল যারা ভাই,
তারাই আবার গলা বাজায়
'বিশ্বে শান্তি চাই'।
আফগানেরে ধ্বংস করল
কোন্ সে গোপন চাল?
আসলে ওদের লুটের ইচ্ছা
মুসলিমের জান-মাল।
আগুন ওদের হাতের মুঠোয়
ফেলায় যেথা খুশী,
প্রতিবাদ করলে ওদের
মুসলিমই হয় দোষী।
ফিলিস্তীনের রাস্তা বেয়ে
অর্ধশতাব্দী ধরে,
রক্তে রক্তে লাল যে হ'ল
পড়েনা কি ওদের মনে?
কাশ্মীরেতে হয় অত্যাচার
হাতের ইশারায় যার,
গলা চেঁচিয়ে শান্তি চাওয়া
শোভা পায় কি তার?
আরাকানের মুসলিমেরা
অত্যাচারিত কেন?
শান্তিকামী ঐ মহাজন
জানতে নাই চাইল।
আসলে সব তারই ইশারায়
বলব কারে ভাই?
আজকে বললে কালকে আমার
জেলখানাতে ঠাঁই।
মুখোশ পরা ঐ সন্ত্রাসীর
দাওরে মুখোশ খুলে,
বিশ্ব মুসলিম এক হয়ে ওদের
ফেলরে পদতলে।

***

মৃত্যু তুমিও মরবে

-শাপলা
প্রফেসরপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

মৃত্যু তুমি কেন এত বাস্তব সত্য
মনে হয় তুমি কোন নিষ্ঠুর দৈত্য।
তোমাকে কেন সবাই করে ভয়
কেন মানুষ তোমার কাছে অসহায়?
তুমি হয়েছ পৃথিবীর মহাবীর
মুহূর্তেই দুনিয়া ঘুরো হয়ে অধির।
ধরণীর সব প্রাণীগুলি তোমার অদৃশ্য মুখের গ্রাস
জীবন্ত দেহ ক্ষণিকের মধ্যে কর প্রাণহীন লাশ।
শুধু তোমারই কারণে নিথর দেহ থাকে সারা জীবন সাড়ে
তিন হাত ঘরে।
আলো-বাতাস ছাড়া একবারে অন্ধকারে।
মাটির নীচে পুরো দেহ ঢাকি,
মানুষ থাকে সেথায় একাকী।
তোমার শক্তি ক্ষমতা একদিন হবেই শেষ,
যে দিন ধরণীতে থাকবে না প্রাণের বিন্দুমাত্র লেশ।
মরণ অবশ্যই মরবে তুমি,
তখন পৃথিবী হবে জীবন বিহীন ধূধূ মরুভূমি॥

***

সোনামণিদের পাতা

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❑ **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** হাসানুযযামান, বযলুর রশীদ, আবু রায়হান, তাকিউদ্দীন, আব্দুল্লাহ, তারেক মাহমূদ, আসলাম, ছানাউল্লাহ, ওমর ফারূক, মীযানুর রহমান, রাকীবুল ইসলাম, মাহফূয, দেলোয়ার, মাহ্দী, হাফেয ছাদিকুর রহমান, শিহাবুদ্দীন আহমাদ, আনওয়ার, রবীউল ইসলাম, আশিকুর রহমান, মুফাযযল, আব্দুল্লাহ আল মবীন, জামীল আহমাদ, আপেল, সারোয়ার, নাজীবুর রহমান, আফযাল ও যুলফিকার।

❑ **পুঠিয়া, রাজশাহী থেকেঃ** আশিফ।

❑ **গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** আনারুল ইসলাম।

❑ **কাচারীপাড়া, জামালপুর থেকেঃ** আরিফুর রহমান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)-এর সঠিক উত্তর

১. মগজ হ'তে মগ।
২. চেরাগ হ'তে রাগ।
৩. আলিম হ'তে আম।
৪. কমলা হ'তে কলা।
৫. কপাট হ'তে পাট।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তর

১. হাতি ও ডলফিন (প্রতিদিন গড়ে ২ ঘন্টা)।
২. ঝিঁঝি। ৩. অস্ট্রিচ।
৪. ৭টি হাড় আছে। ৫. ডলফিন।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত সব টাকার একটি করে নোট একত্রিত করলে কত টাকা হবে?
২। নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলির পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে?
৯, ১০, ৮, ১১, ৭, ...?
৩। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত সব ক'টি মুদ্রার একটি করে একত্রিত করলে কত টাকা হবে?
৪। পরবর্তী সংখ্যাটি কত হবে বলতে পার কি সোনামণি?
০, ১, ৪, ৯, ...?
৫। একশত টাকার শতকরা দুই ভাগ কত টাকা?

❑ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. শীত ও গরমের দিনে কোন্ কোন্ রঙের কাপড় পরিধান করা আরামদায়ক?
২. পানি দিলে আগুন নিভে যায় কেন?
৩. বাতাস ছাড়া আগুন জ্বলে না কেন?
৪. শীতকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে বেশী ঠাণ্ডা লাগে কেন?
৫। মেঘ শূন্য রাত অপেক্ষা মেঘাচ্ছন্ন রাতে গরম বেশী লাগে কেন?

❑ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ নিছার আলী
উপদেষ্টা ঃ জালালুদ্দীন
পরিচালকঃ আ,ন,ম, বযলুর রশীদ
সহ-পরিচালক ঃ শরীফুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ তুরাব।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ জসীমুদ্দীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ রজব
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ তুহিন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ হাজ্জাজ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ ছায়েম (বাবু)।

পরিচালনা পরিষদ (বালিকা) শাখাঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সালমা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মোমেনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ হাফিযা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আমেনা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ জাহিযা খাতুন।

মিলনেরপাড়া দারুল উলূম সালাফিয়া মাদরাসা শাখা, সোনাতলা, বগুড়াঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ কাযী মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন
পরিচালকঃ মুনীরুযযামান
সহ-পরিচালক ঃ মাস'উদ বিন আব্দুল মান্নান
সহ-পরিচালক ঃ আবুবকর ছিদ্দীক্ব।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ লোকমান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ দেলোয়ার
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ হাফেয সাব্বীর
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ যিল্লুর রহমান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ নূরুযযামান।

প্রশিক্ষণঃ

মণিরামপুর যশোর ১৬ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা ৩০ মিনিট হ'তে ১২-টা পর্যন্ত চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুসাম্মাৎ সালমা খাতুনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাহদী হাসান। সমাপনী ভাষণ দেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আ, ন, ম, বযলুর রশীদ। প্রশিক্ষণে ৪০ জন সোনামণি এবং ৮ জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

বাগমারা রাজশাহী ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসায় সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহিববুর রহমান হেলাল ও স্থানীয় মাওলানা গোলাম রহমান প্রমুখ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি সুলতান মাহমূদ।

ষষ্ঠীতলা যশোর ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় স্থানীয় ষষ্ঠীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আতাউল হকের সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাহদী হাসান। প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি খাওয়া ও পান করার নিয়ম-কানুন সহ আল্লাহ্র হক, রাসূলের হক, পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের হক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পরিবেশন করে যথাক্রমে সোনামণি ইবরাহীম ও সইলা সাফারা।

মারকায উপশাখা নওদাপাড়া রাজশাহী ২৬ ফেব্রুয়ারী রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে সোনামণি নাছরুল্লাহ-এর কুরআন তেলাওয়াত ও আব্দুল্লাহ-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমান। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন অত্র শাখার সোনামণি সাধারণ সম্পাদক হাফেয রবীউল ইসলাম।

সোনামণি শিক্ষা সফর ২০০৪

২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ শিশু-কিশোরদের সুপ্ত মেধা বিকাশের নিমিত্তে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে অদ্য সফলভাবে 'সোনামণি শিক্ষা সফর-২০০৪' অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধশতাধিক সোনামণিকে রাজা রামনাথ-এর স্মৃতি বিজড়িত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি 'রাম সাগর', স্বপ্নের মায়া ভূমি 'স্বপ্নপুরী' এবং আদিম যুগ থেকে কৃষি কাজ আবিষ্কার পর্যন্ত মানব সভ্যতার কৃত্রিম আদি নিদর্শন বগুড়ার 'কারুপল্লী' ঘুরে ঘুরে দেখানো হয়। সফর থেকে ফিরার পথে বাসের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, আইকিউ ইত্যাদি শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান করা হয়। সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার ২০ জন সঠিক উত্তরদাতা সোনামণিকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সফরে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ সহ রাজশাহী মহানগরী, যেলা ও মারকায শাখার প্রায় ১৫ জন দায়িত্বশীল ছিলেন।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)

-মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম (৭ম শ্রেণী)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুহাম্মাদের তরে মোর হৃদয়ে
জাগে সদা প্রেম-প্রীতি।
তিনি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁরই রাসূল,
মানব দরদী নবী, জ্ঞানেতে অতুল।
তিনি শাফে', আদর্শের মহা প্রতীক,
বিশ্বাসী, সত্যবাদী, ন্যায়ের পথের সৈনিক।
তিনি এসেছিলেন বলে এই পৃথিবী
ধন্য আজি, ধন্য সারা জগতবাসী।
জাহেলী যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ,
তার আবির্ভাবে দূর হয়েছিল বেশ।
তিনি শেষ নবী, সকল নবী-রাসূলের নেতা,
তাঁরই জন্য ফিরেছিল শান্তির ছায়া।
তার বিদায়ে এখন জগদ্বাসী,
তিমিরের হ'তে চলেছে পথচারী।
তিনি নির্ভীক সত্যের বীর যোদ্ধা,
সবাই তাঁরে ভালো বেসে করে শ্রদ্ধা।

***

মা

মুহাম্মাদ হারুন-অর-রশীদ
তেলীপাড়া, ধাক্কামরা
পঞ্চগড়।

মা কথাটি ছোট্ট হ'লেও মর্মখানি বড়,
এর সাথে তুলনা হয় না সব করিলেও জড়।
হীরা বল, সোনা বল, বল মানিক রতন,
সব কিছুর মূল্য হয়না আমার মায়ের মতন।
মায়ের মনে আছে যত স্নেহ-মায়া ভরা
একেবারে সে সব কাছে তুচ্ছ বসুন্ধরা।
মায়ের হাতের পরশ সেতো ঘুমপাড়ানী পরী,
তার পরশে দুঃখ পালায় মনেরই পথ ধরি।
মা কথাটি মধুর অতি ডাকতে ভাল লাগে,
সে কথাটি ডাকলে মনে খুব আনন্দ জাগে।
সে যে আর কিছু নয় শুধু 'মা' আর 'মা',
তার সাথে অন্য কারো হয় না তুলনা।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ভণ্ডপীরের আস্তানা উচ্ছেদের দাবীতে পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ

নবাবগঞ্জের দোহারে গত ৬ মার্চ পুলিশ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে পুলিশ সহ বেশ কয়েকজন মুছল্লী আহত হন।

ঘটনার সূত্রপাত হয় ভণ্ডপীর দয়াল বাবা ডঃ মতীউর রহমান আল-কাদেরী কর্তৃক কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে। সে তার তৃতীয় ওরসের পোষ্টারে চারটি আয়াতের অর্থ বাংলায় লেখে। তার মধ্যে একটি হ'ল, 'মানুষের মধ্যে যার যেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য' *(আলে ইমরান ৯৭)*। এর দ্বারা সে লোকদেরকে তার ওরসে আমার প্রতি ইঙ্গিতে করে এছাড়া আরো কয়েকটি আয়াতের নিজের মনগড়া অর্থ করায় আলেম সমাজ এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ হ'ল, সে এলাকায় মহিলাদের বিভিন্ন গোপন রোগের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভুয়া চিকিৎসা ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে। এর প্রতিবাদে পৌরসভা চেয়ারম্যান আলহাজ্জ আব্দুর রহীম মিয়াঁর সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ হ'তে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে অথবা তার আস্তানা উচ্ছেদ না করলে পরবর্তীতে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সম্মেলন শেষে কিছু সংখ্যক মুছল্লী তার বাড়ী ভাঙচুর করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় ও লাঠিচার্জ করে। এতে তাওহীদী জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের গাড়ী ভাঙচুর করে এবং পুলিশ কনস্টেবলসহ প্রায় ১৫/২০ জন আলেম আহত হন। পুলিশ ৪০/৫০ জনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এ সময় দোহারের নটাখোলা রাস্তা অবরোধ করা হয়।

[নিঃসন্দেহে কিছু সংখ্যক পুলিশ ও স্থানীয় সমাজ নেতা ঐ ভণ্ড পীরের অপকর্মের সহযোগী। জনগণের দ্বীন-ঈমান ও ইহকাল-পরকাল ধ্বংসকারী এইসব ভণ্ড তপস্বীগুলোকে সমূলে উৎখাত করা যেকোন মুসলিম সরকারের ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামের নামে এইসব পীর মুরীদী ও ওরসের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য জোট সরকারের প্রতি অনতিবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স)]

ঢাকা-লালমণিরহাট সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালু

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা গত ৭ মার্চ ঢাকা-লালমণিরহাট সরাসরি আন্তঃনগর ট্রেন 'লালমণি এক্সপ্রেস'-এর উদ্বোধন করেন। এই ট্রেন মিটার গেজ রুটে যমুনা বহুমুখী সেতু হয়ে সরাসরি লালমণিরহাট ও ঢাকার মধ্যে চলাচল করবে। লালমণিরহাট ও ঢাকার মধ্যে চলাচলকারী এই ট্রেনটি পথে কাউনিয়া, গাইবান্ধা, বগুড়া, সান্তাহার, নাটোর, সদানন্দপুর, সায়েদাবাদ, ইব্রাহীমাবাদ, টাঙ্গাইল, জয়দেবপুর ও বিমানবন্দরে থামবে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০-টায় এটি লালমণিরহাট স্টেশন ত্যাগ করে রাত ৮-টা ২০ মিনিটে কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছবে। এক ঘন্টা বিরতির পর পুনরায় তা লালমণিরহাটের উদ্দেশ্যে কমলাপুর ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন সকাল সোয়া ৭-টায় সেখানে পৌঁছবে। তবে প্রতি শনিবার ট্রেনটি বন্ধ থাকবে। 'লালমণি এক্সপ্রেস' ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস, চেয়ার ও শোভন ক্লাসের কোচ থাকবে। ভাড়া থাকবে ২০০ থেকে ৫৭৫ টাকার মধ্যে।

[যেখানে ২২০ টাকায় বিলাসবহুল কোচে প্রায় ৭ ঘন্টায় ঢাকা যাওয়া যাচ্ছে, সেখানে এত টাকা দিয়ে দীর্ঘ ১০-ঘন্টায় কয়জন যাত্রী ট্রেনে ঢাকা যাবেন? এরপরেও ট্রেনের টাইম জ্ঞান চিরকালই থাকে না। অতএব ফাঁকা ট্রেন চালানোর চেয়ে বিকল্প চিন্তা করা ভাল (স.স)]

সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

সংবিধানের আরেক দফা সংশোধনের লক্ষ্যে 'সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল ২০০৪'-এর খসড়া গত ৮ মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় সংসদে ৪৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ, নতুন জাতীয় নির্বাচনের পর স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার ৩ দিনের মধ্যে এমপিদের শপথ পাঠ করাতে ব্যর্থ হ'লে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কর্তৃক শপথ পড়ানোর বিধান, সরকারী অফিসে প্রেসিডেন্ট ও প্রধামন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণের ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মেয়াদ পূর্তির পর প্রশাসক হিসাবে সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগের বিধানসহ সংবিধানের ৬টি অনুচ্ছেদে সংশোধনী থাকছে।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য সংবিধানের দু'টি অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে। এর একটি হ'ল, বর্তমান সংসদের বাকী মেয়াদের জন্য। অন্য সংশোধনীটি হ'ল, আগামী সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম বৈঠকের দিন থেকে ১০ বছরের জন্য। সংবিধানের ৬৪(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে ১০ বছর মেয়াদের জন্য ৪৫টি মহিলা আসন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অপরদিকে সংবিধানের ৪র্থ তফসিল সংশোধন করে চলতি সংসদেই মহিলাদের বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে মহিলাদের নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে। সংসদে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বের হারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পরে পৃথক আইন প্রণয়ন করা হবে। নতুন ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যদের কোন নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকা থাকবে না। তবে মন্ত্রীদের মত এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হ'তে পারে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তাদের সাময়িক দায়িত্ব প্রদানের বিধান করতে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সহ মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধি বিচারাধীন মামলাসহ নানা অজুহাতে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরও বহাল থাকার প্রবণতা দেখা যায়। তা রোধে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। এর ফলে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনই তিনি বিদায় নিবেন। সরকার মনোনীত কোন কর্মকর্তা সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিতে হবে। সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদের অধীনে নতুন উপধারা ৪(ক) সংযোজনের মাধ্যমে বঙ্গভবন, সংসদের স্পীকারের কার্যালয় ও বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রেসিডেন্টের ছবি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উল্লিখিত স্থান ছাড়াও সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হবে।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের ছবি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা এই প্রথম করা হচ্ছে।

[জোট সরকারের আমলে গৃহীতব্য সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে আমরা দাবী করেছিলাম বাংলাদেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হউক (দ্রঃ আত-তাহরীক সম্পাদকীয় অক্টোবর ২০০১)। আমরা অতঃপর দাবী করেছিলাম প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙানোর বিধান বাতিল করা হউক (দ্রঃ আত-তাহরীক এপ্রিল-মে ২০০২, পৃঃ ৫০)। আমরা আরও দাবী করছি সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল করুন। দুর্ভাগ্য, জোট সরকার নির্বাচনের সময় ইসলামের কথা বললেও এখন ইসলাম বিরোধী সবই করে যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্টতার জোরে। আমরা এইসব অপ্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রতিবাদ করছি এবং অনতিবিলম্বে দেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করার এবং সকল অনৈসলামী আইন বাতিল করে দেশে ইসলামী বিধান সমূহ জারি করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স)]

ধর্মহীন শিক্ষা দিয়ে ভাল মানুষ গড়ে তোলা যায় না

-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন ভাইস চ্যান্সেলর

দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরগণের 'উচ্চ শিক্ষায় নৈতিকতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ১০ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি এম আবদুর রঊফ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ এম আসাদুযযামান।

মুক্ত আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত ভোগবাদী ও বস্তুবাদী শিক্ষার দরুন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যেভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের ধস নেমেছে, তা থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে না। কেবল পাশ্চাত্য জড়বাদী শিক্ষা কিংবা ধর্মহীন শিক্ষা দ্বারা ভাল মানুষ গড়া যাবে না। শিক্ষায়, মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় আদর্শ এবং ভাল পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে মানবতাকে রক্ষা করা যাবে না। তাঁরা বলেন, আমরা শিক্ষিত হচ্ছি কিন্তু মানুষ হচ্ছি না। তাঁরা আরো বলেন, আমাদের শিক্ষায় নৈতিক, মানবিক ও আদর্শিক বিষয়গুলি অনুপস্থিত। তারা ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, শিক্ষায় নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত ও বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। উল্লেখ্য, উক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে সঊদী আরব ভিত্তিক সমাজ কল্যাণ সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ' (ওয়ামী) বাংলাদেশ শাখা।

[এইসব কথা সরকারের নীতিনির্ধারকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে কি? এই সাথে আমাদের লিখিত 'শিক্ষা ব্যবস্থায় ধসঃ কিছু পরামর্শ' শিরোনামে আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '০৪; ৮ই ফেব্রুয়ারী দৈঃ সংগ্রাম; ১৮ই ফেব্রুয়ারী দৈঃ ইনকিলাবে প্রকাশিত নিবন্ধটি পড়ে দেখার অনুরোধ রাখছি (স.স)]

দুধ ও তেলবীজের শুল্ক হ্রাস ও ইলেক্ট্রোনিক্স দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি

সরকার গুঁড়ো দুধ ও তেলের মূল্য হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক কমানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। মোড়কজাত নয় এমন গুঁড়ো দুধের উপর ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। সয়াবিন, তিল ও তিষি তেলবীজের উপর সাড়ে ৭ শতাংশ আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সাথে এনার্জি সেভিং লাইটের সম্পূরক শুল্ক ২৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে।

অন্যদিকে কার্প মাছের উপর ১০ শতাংশ এবং রুই, কাতল ও মৃগেল মাছের উপর ৩০ শতাংশ রেগুলেটরী বা নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। সব ধরনের কার ও জীপের উপর ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। একই সাথে নিযুক্ত রেফ্রিজারেটর, রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার ও টেলিভিশনের উপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরী শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। গত ১৪ মার্চ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এক ঘোষণায় শুল্ক হ্রাস-বৃদ্ধির এ তথ্য জানানো হয়।

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা প্রায় ৫০০

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যাগ্রোভ বনাঞ্চল 'সুন্দরবনে' বাঘের সংখ্যা ৫০০-এর কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। সম্প্রতি প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানভিত্তিক পাগমার্ক (পায়ের ছাপ সংগ্রহ) পদ্ধতিতে পরিচালিত বাঘশুমারির প্রাথমিক পর্যালোচনায় এ রকম আভাস পাওয়া গেছে। সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রমে বাঘের মোট ১৫৪৬টি ছাপ পাওয়া গেছে এবং এর মধ্যে ৩৪টি বাঘ শাবকের পায়ের ছাপও রয়েছে।

ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবনের বাংলাদেশ-ভারত দুই অংশে যৌথভাবে এ শুমারি পরিচালিত হয়। গত ১০ মার্চ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশে পরিচালিত শুমারির প্রাথমিক ফলাফল পেশ করা হয়। মন্ত্রী শাহজাহান সিরাজ বলেন, এ শুমারির মাধ্যমে অতীতের সকল অনুমানের অবসান ঘটবে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত পাগমার্ক পদ্ধতিতে এই শুমারি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুন্দরবনকে ৫৫টি কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত করে আট সদস্যের মোট ৩২টি দল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত বাঘের পায়ের ছাপ পরবর্তীতে ল্যাবরেটরিতে ট্রেসিং করে অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে ১৮টি প্যারামিটারে মেপে কম্পিউটারের সাহায্যে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা হয়।

চট্টগ্রামে বিশ্ব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ অবৈধ অস্ত্রের চালান আটক

দশ ট্রাক পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি বিশাল চালান গত ১ এপ্রিল দিবাগত গভীর রাতে চট্টগ্রাম বন্দরের বিপরীতে কর্ণফুলী নদীর উপর স্থাপিত সরকারী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানার সংরক্ষিত জেটি থেকে আটক করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের ভাষ্যমতে পৃথিবীর ইতিহাসে অবৈধ অস্ত্রের সবচেয়ে বড় এই চালানটি অজ্ঞাত স্থান থেকে মাছ ধরার দু'টি ট্রলারে করে চট্টগ্রামের ঐ বন্দরে নিয়ে খালাস করার সময় পুলিশ আটক করে। ১০টি ট্রাক থেকে সর্বমোট ১,৪৬৩টি কাঠের বাক্স উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে চীনের তৈরী একে-৪৭ রাইফেল, সেমি অটোমেটিক রাইফেল, রকেট লাঞ্চার ও রকেট শেল, পিস্তল, টমি ও উজি গান, হ্যান্ড গ্রেনেড, বিপুল পরিমাণ গুলী ও বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে। জব্দ তালিকায় অস্ত্র উদ্ধারের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, অবৈধ অস্ত্র চালানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ১ হাযার ৭৯০ টি অস্ত্র, ৬ হাযার ৩৯২টি ম্যাগাজিন, ২৭ হাযার ২০টি গ্রেনেড, ১৫০টি রকেট লাঞ্চার ও

১১ লাখ ৪০ হাযার ৫২০টি গুলী রয়েছে। অধিকাংশ অস্ত্রের বাক্সের ওযন ও পরিমাণ লেখা থাকলেও প্রস্তুতকারী দেশের নাম কালো কালি দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। তবে কয়েকটি অস্ত্রের বাক্সে 'মেড ইন চায়না' লেখা রয়েছে। প্রত্যেকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ নতুন।

কে বা কারা এবং কী উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেশে এনেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৫ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করে। এছাড়া অস্ত্র বহনকারী মাছ ধরার দু'টি ট্রলার এবং অস্ত্র খালাসের জন্য চোরাচালানীদের আনা ক্রেনটিও আটক করা হয়। পুলিশ গত ৪ এপ্রিল ট্রলারের এক মালিককে গ্রেফতার করে এবং অপরজন পালিয়ে যাওয়ায় আদালতের নির্দেশে তার মালামাল ক্রোক করা হয়।

এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোথা থেকে চট্টগ্রামে আনা হয়েছে, তা গোয়েন্দারা নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও তাদের ধারণা, প্রথমতঃ বিদেশী কোন জাহাজ থেকে বহির্নোঙরে খালাস করে দেশী ঐ দু'টি মাছ ধরার নৌকায় করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ তীরে আনা হয়। দ্বিতীয়তঃ মাছ ধরার নৌকায় করে মায়ানমারের কোথাও থেকে এসব অস্ত্র সরাসরি চট্টগ্রামে আনা হ'তে পারে।

[বহু দলীয় গণতন্ত্রের ফলে প্রশাসনের কর্মকর্তা থেকে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি দেশ চালালেও প্রশাসনের সর্বত্র তাদের নির্দেশ আন্তরিকভাবে কেউই মেনে চলে না। তাই ক্ষমতার নেশায় যেমন একদা মীরজাফর ইংরেজদের ডেকে এনে বাংলার সিংহাসনে বসিয়েছিল, আজও যদি কোন নব্য মীরজাফর একাজ করে, তবে নিশ্চয়ই তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। কেননা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বযুগে সমান। অতএব 'গণতন্ত্র' নামক বিভেদাত্মক মতবাদ ছেড়ে দিয়ে অনতিবিলম্বে দেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করুন ও দেশে জনকল্যাণমুখী রাজনীতি চালু করুন (স.স)]

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১১-৩৭৭৫৯৮
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 011-377598
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

বিদেশ

লিবিয়ার অবশিষ্ট অস্ত্রভাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ

লিবিয়া তার পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচীর অবশিষ্ট উপকরণ এবং যাবতীয় সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করেছে। ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র পরিত্যাগের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার চেষ্টা হিসাবে লিবিয়া এগুলি পাঠিয়েছে বলে হোয়াইট হাউস গত ৬ মার্চ জানিয়েছে। হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র স্যান ম্যাকরমেক জানান, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের প্রযুক্তি, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং এগুলির উৎক্ষেপক যন্ত্রসহ প্রায় ৫শ' মেট্রিক টন ওযনের সংশ্লিষ্ট সামগ্রী একটি জাহাযযোগে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে গত ৬ মার্চ যাত্রা করেছে।

[বিপ্লবী নেতা গাদ্দাফী অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নিকটে এভাবে স্বাধীনতা বিকিয়ে দিবেন, তা কেউ আশা করেনি। ইঙ্গ-মার্কিন ইসরাঈল সন্ত্রাসী চক্রের ভাণ্ডারে আনবিক অস্ত্রের ডিপো থাকবে, আর মুসলিম রাষ্ট্র লিবিয়ায় এসবের কিছু রাখা যাবে না, এ কেমন বিচার? অতএব হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ! সাবধান হৌন! (স.স)]

সমকামীদের বিয়ে স্থগিত

ক্যালিফোর্নিয়ার সুপ্রীম কোর্ট অবিলম্বে সমকামীদের বিয়ে স্থগিত রাখতে সানফ্রান্সিসকো প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। এ শহরের মেয়র কেভিন নিউসাম গত ফেব্রুয়ারী মাসে সমকামীদের বিয়ে করার অনুমতি দেওয়ায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। পরে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দিয়েছে।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস'-এর দু'দিন আগে একটি সমকামী দম্পতি ডেল মার্টিন (৮৩) ও ফিলিস লিয়ন (৭৯)-এর বিয়ের মধ্য দিয়ে ২৯ দিনব্যাপী এই নাটক শুরু হয়। তারা শান্তভাবে সানফ্রান্সিসকো সিটি হলে প্রবেশ করে এবং বিয়ের মন্ত্র পাঠ করে। সিটি মেয়রের নির্দেশে তারাই প্রথম বিয়ে করে। সিটি মেয়র উপদেষ্টাদের সঙ্গে এ পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করার পর ১২ ফেব্রুয়ারী সমকামীদের বিয়ে করার অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমকামীরা বিয়ে করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে লড়াই করছিল, মেয়র কেভিনের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তটি ছিল সেই লড়াইয়ে একটি মাইলফলক। উল্লেখ্য যে, এ দম্পতি বিগত ৫০ বছর যাবৎ এক সঙ্গে বসবাস করে আসছে। মেয়র নির্দেশ দেওয়ার পর প্রায় ৩ হাযার সমকামী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের পারিবারিক আইনে একজন পুরুষের সঙ্গে কেবলমাত্র একজন মহিলার বিয়ে বৈধ বলে গণ্য। সেজন্য এ অনুমতি দিয়ে বড় বিপাকে পড়েন নতুন মেয়র কেভিন।

[পশুত্বকে উস্কে দিয়ে মনুষ্যত্বের সবক দেওয়া দ্বিমুখী চরিত্রের পরিচয় নয় কি? প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকারের অশ্লীলতাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। সমকামীতা পশুত্বেরও একধাপ নীচে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমকামী দু'জনকেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পারবেন কি আজকের শাসক সম্প্রদায় আল্লাহর এই হুকুম পালন করতে? নইলে কোনদিন এইসব অপকর্ম বন্ধ হবে না (স.স)]

ইরাকের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মার্কিন মহিলা সাংবাদিক আটক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক কংগ্রেস সদস্যার সাবেক সহযোগী, হোয়াইট হাউসের শীর্ষ কর্মকর্তার নিকটাত্মীয় এবং 'সিয়াটল টাইমস'-এর প্রাক্তন মহিলা সাংবাদিক সুসান লিন্ডায়ার (৪১)-কে যুদ্ধপূর্ববর্তী ইরাকের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পুলিশ গত ১১ মার্চ গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, গত বছর ইরাকে মার্কিন অভিযানের পূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইরাকী গোয়েন্দাদের কাছে গোপন তথ্য পাচার করতেন এবং এর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করতেন। টাকোমা পার্ক এলাকার বাসিন্দা সুসান অক্টোবর ১৯৯৯ থেকে মার্চ ২০০২ সময়কালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে আগত ইরাকী কূটনীতিকদের সঙ্গী গোয়েন্দা সার্ভিস সদস্যদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করতেন বলে অভিযোগ করা হয়। এছাড়াও তিনি যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সহায়তায় ছদ্মবেশী এক এফবিআই এজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যাবলী পাঠাতেন। সুসান লিন্ডায়ার ক্যাপিটাল হিলে অবস্থিত রিপাবলিকান পার্টির অফিসে প্রেস সেক্রেটারী ছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট রো ক্ষমতাচ্যুত

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট রো মু-হিয়ুন গত ১২ মার্চ বিরোধী দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের ইমপিচমেন্টে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বিরোধী দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যরা তার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট বিল আনেন। তার বিরুদ্ধে ২৭১ ভোটের মধ্যে ১৯৩টি ভোট পড়ে। স্পীকার পার্ক কেওয়ান-ইয়াং প্রেসিডেন্ট রো মু-হিয়ুনের অভিশংসন অনুমোদনের ঘোষণা দেন। ৫৭ বছর বয়স্ক রো তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং প্রধানমন্ত্রী গোহ কুন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৭১ আসনের পার্লামেন্টে মোট ১৯৫ জন সদস্য অভিশংসনে অংশ নেন। রো'র অনুগত ইউরি পার্টির ৪৭ জন সদস্য ভোট বর্জন করে অভিশংসনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকেন। অভিশংসনে ভোটের সময় রোপন্থী আইন প্রণেতাদের অনেকের চোখেই অশ্রু দেখা যায়।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট রো গত ১২ মার্চ এক বিবৃতিতে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার দায় গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ বছরে ১০,৬৬৭ টি শিশু বলাৎকারের শিকার

যুক্তরাষ্ট্রের পাদ্রীদের হাতে শিশু বলাৎকারের ঘটনা নিয়ে অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছে। এবার একেবারে কাগজে-কলমে পরিসংখ্যান বের করতে নিউইয়র্কের জন জে কলেজ অব ক্রিমিনাল জাস্টিস রীতিমত একটি গবেষণা চালিয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত ঐ গবেষণায় বলা হয়, তারা পাদ্রীদের হাতে বলাৎকারের শিকার হয়েছে। মার্কিন রোমান ক্যাথলিকদের কমপক্ষে চার শতাংশ পাদ্রী শিশু বলাৎকারের সঙ্গে জড়িত। এই গবেষণায় ১৯৫০ সাল থেকে পাদ্রীদের যৌন হয়রানির বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হয়।

[অতিমানব সাজতে গিয়ে পাদ্রীরা বিয়ের মত দুনিয়াদারী কাজ করে না। এতে নাকি তাদের উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটে। মানব স্বভাবের বিরোধী এই কথিত ধর্মীয় বিধান মানতে গিয়েই তারা এখন নিজেদের তৈরী করা আইনের ফাঁদে নিজেরা আটকে গেছে। অতএব, হে পাদ্রীরা! ফিরে এসো সর্বশেষ এলাহী দ্বীন-ইসলামের দিকে। তাহ'লে ইহকালেও শান্তি পাবে, পরকালেও মুক্তিলাভে ধন্য হবে' (স.স)]

স্পেনের পার্লামেন্ট নির্বাচন

ইরাক যুদ্ধবিরোধী পার্টির বিপুল বিজয়; গভীর আতঙ্কে যুদ্ধবাজ মহল

স্পেনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইরাক যুদ্ধসমর্থক প্রধানমন্ত্রী জোসে মারিয়া আজনারের নিজ দল 'পপুলার পার্টি' শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং যুদ্ধ বিরোধী দল 'সোসালিষ্ট পার্টি' বিজয়ী হয়। এতে ৮ বছর পর সোসালিষ্টরা আবার ক্ষমতায় ফিরে এলো। এ দলের প্রার্থী জোসে মারিয়া লুই রড্রিগেজ জাপাতেরো (৪৩) এখন প্রধানমন্ত্রী। গত ১৪ মার্চ স্পেনে ৩৫০ আসনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী জোসে মারিয়া আজনার দল পপুলার পার্টি পেয়েছে ১৪৮টি আসন এবং সোসালিষ্ট পার্টি পেয়েছে ১৬৪টি। অথচ ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পপুলার পার্টি পেয়েছিল ১৮৩টি এবং সোসালিষ্ট পার্টি পেয়েছিল ১২৫টি আসন।

স্পেনের নির্বাচনে শুধু ক্ষমতাসীন আজনার সরকারের পরাজয়ই সূচিত হয়নি, ইরাক থেকে স্পেনের সৈন্য প্রত্যাহারও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী যেমন সৈন্য প্রত্যাহারের অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছিলেন, তেমনি নির্বাচনের পরেও ৩০ জুনের আগে জাতিসংঘ ইরাক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ না করলে স্পেনের ১৩০০শ' সৈন্য প্রত্যাহার করবেন বলে উৎফুল্লচিত্তে অঙ্গীকার করেন। এদিকে স্পেনের নির্বাচনকে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে একটি বার্তা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। সোসালিষ্ট পার্টির বিপুল বিজয়ের মধ্যদিয়ে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জ ডব্লিউ বুশের পরাজয়ও নির্ধারিত হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করা হচ্ছে। আরো বলা হচ্ছে, মারিয়া আজনারকে যে পরিণতি বরণ করতে হয়েছে আগামী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনেও তেমনি টনি ব্লেয়ারকে বরণ করতে হবে। এ নির্বাচন যুদ্ধবাজদের মধ্যে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট বুশ ১৫টি দেশের নেতাকে টেলিফোনে জোটের ঐক্য দুর্বল হ'তে না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। মার্কিন রিপাবলিকান দলের নেতারা স্পেনের ভোটারদের গালমন্দ করতে শুরু করেছেন। এছাড়া ওয়াশিংটন এবং লন্ডনে আশংঙ্কা করা হচ্ছে, স্পেন সৈন্য সরিয়ে আনলে পোল্যান্ড (১৪০০) এবং ইতালি যে সৈন্য পাঠিয়েছে তারাও তা প্রত্যাহার করবে। ফলে অন্যান্য দেশও সৈন্য প্রত্যাহার করে নিবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের পরেই স্পেনের প্রধানমন্ত্রী হোসে মারিয়া আজনার ছিলেন ইরাক যুদ্ধের উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু

তার দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী ছিল। অনুরূপ বৃটিশ জাতির ৮২ শতাংশ জনগণও যুদ্ধ বিরোধী ছিল।

উল্লেখ্য, ১৪ মার্চের নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগ পর্যন্ত পরিস্থিতি ভাল ছিল। কিন্তু ১১ মার্চ রাজধানী মাদ্রিদের উপকণ্ঠে চারটি ট্রেনের উপর প্রায় একই সাথে ১০টি সন্ত্রাসী বোমা বিস্ফোরণে ২০১ জন মারা যাওয়ায় সবকিছু ওলোট-পালট হয়ে যায়। মার্কিন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণেই স্পেন সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে এ মনোভাবের কারণেই এ অবস্থা ঘটেছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আগামী ২ নভেম্বর। ফলে প্রেসিডেন্ট বুশ যেমন আতঙ্কে রয়েছেন তেমনি আগামী বছরের মে মাসে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কারণে টনি ব্লেয়ারও রয়েছেন গভীর আতঙ্কে। এজন্য প্রেসিডেন্ট বুশের মত টনি ব্লেয়ারও স্পেনের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নিকট টেলিফোন করেছেন এবং অনুরোধের ছলে আলাপ করেছেন।

তাইওয়ানে নির্বাচন

প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পর বিয়ানের বিজয় আনন্দ

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একদিন আগে গত ১৯ মার্চ নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণে বেঁচে যান। জানা যায়, সেদিন দুপুরে তারা উভয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় তাইনান শহরের রাস্তায় খোলা জীপে চড়ে প্রচারাভিযান চালানো কালে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি গুলী বর্ষণ করে। অতঃপর পরের দিন ২০ মার্চ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট চেন লুই বিয়ান নাটকীয়ভাবে জয়লাভ করেন। নির্বাচন কমিশন প্রেসিডেন্টকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করেন। তিনি ৩০ হাযারেরও কম ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। সে দেশের মোট এক কোটি ৬৫ লাখ ভোটারের মধ্যে ৮০ শতাংশ ভোট দান করে।

রাশিয়ায় নির্বাচন

পুতিনের ২য় মেয়াদে বিজয়

রাশিয়ায় গত ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিপুল ভোটে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। রাশিয়ান জনগণ তাকে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আভিষিক্ত করেছে। নির্বাচিতের গণনাকৃত ৯৬.৪১ ভাগ ভোটের মধ্যে পুতিন পেয়েছেন ৭১.২ ভাগ। গত ২০০০ সালের নির্বাচনে তিনি পেয়েছিলেন ৫২.৫ ভাগ। এবারের নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকোলাই খারিতোনভ। তিনি পেয়েছেন ১৩.৮ ভাগ। ২০০০ সালে পেয়েছিল ২৯.৪ ভাগ। উল্লেখ্য, রাশিয়ান আইনে ৫০ ভাগ ভোটার ভোট না দিলে নির্বাচন বৈধ হবে না। এবারের নির্বাচনে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পড়বে না বলে আশংকা করা হ'লে ও বিকেলের গণনায় দেখা যায় ৫৬ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেছে।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৪ উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত সর্বাধিক তত্ত্ব ও তথ্য বহুল, সাহিত্যিক দ্যোতনায় সমৃদ্ধ, চার রং-এর আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে ৪টি যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বই-

(১) ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন (২) ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি
(৩) হাদীছের প্রামাণিকতা (৪) আশূরায়ে মহাররম ও আমাদের করণীয়

❖ পাশ্চাত্য খৃষ্টানী গণতন্ত্রের নামে চালুকৃত বিশ্বব্যাপী বিভেদাত্মক রাজনীতির বিপরীতে কিভাবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য **'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন'** বইটি পাঠ করুন! (৪৮ পৃঃ; মূল্যঃ ১৮/-)।

❖ অসংখ্য পথ ও মতের বেড়াজালে আবেষ্টিত মুসলমানদের জন্য দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি? জানতে **'ইক্বামতে দ্বীন ঃ পথ ও পদ্ধতি'** বইটি পড়ুন! (৪০ পৃঃ মূল্যঃ ১৫/-)।

❖ যুগে যুগে বিদ'আতীরা কিভাবে হাদীছের গ্রহণযোগ্যতাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য **'হাদীছের প্রামাণিকতা'** বইটি হ'তে পারে আপনার অমর সঙ্গী! (৫৬ পৃঃ মূল্যঃ ২১/-)।

❖ শী'আদের চালুকৃত বিষদুষ্ট আক্বীদা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের বিপরীতে আশূরায়ে মুহাররমে মুসলমানদের করণীয় এবং কারবালার সঠিক ইতিহাস জানার জন্য **'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়'** বইটি আজই সংগ্রহ করুন! (১৬ পৃঃ মূল্যঃ ৬/-)।

প্রাপ্তিস্থানঃ

(১) দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী, ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
(২) মাসিক আত-তাহরীক অফিস , নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী, ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
(৩) বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২২০ বংশাল রোড (২য় তলা), ঢাকা। ফোনঃ (০২) ৯৫৬৮২৮৯।
(৪) দেশের সকল 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী' সহ বিভিন্ন অভিজাত লাইব্রেরী।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন

সঊদী আরবের একটি হাসপাতালে প্রথমবারের মত এক ব্যক্তির কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আরব নিউজ গত ৭ মার্চ এ তথ্য জানায়। তারা এই অস্ত্রোপচারকে ঐতিহাসিক সাফল্য বলে বর্ণনা করেন। সঊদী নাগরিক আলী আল-ইনাযির উপর ন্যাশনাল গার্ড হাসপাতালের কিং আব্দুল আযীয সেন্টার ফর হার্ট ডিজিজে এ অস্ত্রোপচার করা হয়। চিকিৎসক মাঊদ আল-জুবাইক জানান, ইনাযির বেশ কয়েকবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ফলে তার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে কৃত্রিমভাবে তার শ্বাস-প্রশাস চালানো হচ্ছিল। জার্মানের বার্লিনের চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করে ঐ কেন্দ্রের চিকিৎসকগণ এ অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য যে, বার্লিনেই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রস্তুত করা হয়। হাসপাতাল থেকে যুবরাজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীযের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানোর পর তিনি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ক্রয় থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচারের সকল ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হন। এক সপ্তাহ আগে এ অস্ত্রোপচারটি করা হয়। এর একদিন পরেই আল-ইনাজির উঠে বসতে সক্ষম হন। বর্তমানে তিনি অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন বলে পত্রিকাটি জানায়।

সঊদী আরবে প্রথম নির্বাচন

সঊদী আরবে প্রথম নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সঊদী সরকারের পরামর্শ পরিষদ মজলিসে শূরার সিনিয়র সদস্য ছালেহ আল-মালিকের বরাত দিয়ে সেখানকার আশ-শারক্ব আল-আওসাত্ব পত্রিকা জানায়, এই নির্বাচন সেখানে সাধারণ নির্বাচনের পথ সুগম করবে। ওমাইর পত্রিকা জানায়, সাধারণ নির্বাচন চালুর জন্য শূরা ও পৌরসভা নির্বাচন ইতিবাচক প্রমাণিত হয়েছে। তাই এবারের নির্বাচন কেবল পৌরসভা নির্বাচন নয়। উল্লেখ্য, পৌরসভার নির্বাচনে মহিলারা ভোট দিতে পারবে কি-না শিগগির সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

[আমেরিকার রক্ত চক্ষুর ভয়ে সঊদী আরব যে নির্বাচনী খেলায় মেতেছে, এর মাধ্যমে তার স্থিতিশীলতায় পতন ঘন্টা শুরু হ'ল। সাবধান সঊদী শাসকগণ! আপনারা কেবল শাসক নন, বরং হারামায়েন শরীফায়েন-এর খাদেম হিসাবে মহান মর্যাদায় ভূষিত। অতএব ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ না করে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করুন ও তাঁর দেওয়া অহি-র বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করুন (স.স)]

বর্ষবরণের হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি বর্জন করুন!

১লা বৈশাখ বরণের মিছিলে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, দুর্গার বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, সরস্বতীর বাহন হাঁস, কৃষ্ণের বন্ধু গরু, রামের বন্ধু হনুমান, মনসা দেবীর প্রতীক সাপ থাকতে হবে কেন? মাথায় সিঁদুর লাগাতে হবে কেন? হাতে-পায়ে উল্কি দিতে হবে কেন? এদেশে ইংরেজী বর্ষ, বাংলা বর্ষ ও আরবী বর্ষ চালু রয়েছে। তাহ'লে বছরে আমাদের কয়টি বর্ষ বরণ করতে হবে? ইসলামী সংস্কৃতিতে পৃথকভাবে বর্ষবরণের কোন বিধান নেই। বরং প্রতিদিন ফজরের আযান তার জন্য নতুন দিবসের সূচনা করে (স.স)।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বোরক্বা পরিহিতাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি নেই

যেসব নারী বোরক্বা পরেন তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নেই। কানাডীয় চিকিৎসক অধ্যাপক কামাল মালাকার গত ১৯ মার্চ একথা জানান। তিনি বলেন, যে সব মহিলা বোরক্বা পরে চলাফেরা করেন তারা নাক ও গলার ক্যান্সার থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হন। কেননা তাদের বোরক্বা ভাইরাস প্রতিরোধে সক্ষম। তিনি আরো বলেন, সঊদী আরবের যে সব পর্দানশীনা মহিলা মুখমণ্ডল পুরাপুরি ঢেকে রাখেন তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি খুবই কম। বোরক্বা এপস্টিন বারভাইরাস প্রতিরোধ করে। এই ভাইরাস নাসোফারিঞ্জিল ক্যান্সার সংক্রমণের জন্য দায়ী।

সঊদী আরবের কিং আব্দুল আযীয হাসপাতালের রেডিয়েশন অনকোলজি প্রধান গেজেট অধ্যাপক কামাল মালাকার বলেন, মহিলাদের হিজাব পরার মতো একটি সহজ সরল সামাজিক রীতি মানব জীবনের উপর যে কতটা গভীর প্রভাব ফেলতে পারে সেটা ভাবলে অবাক হ'তে হয়।

[শুধু বোরক্বা পরিধান নয়, বরং ইসলামের প্রতিটি বিধানই বিজ্ঞান সম্মত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সমূহ সর্বদা মানব কল্যাণ মণ্ডিত। মুশকিল হ'ল এই যে, উগ্র আধনিকতার নোংরা মানসিকতায় অনেকের বিবেক এখন ভোঁতা হয়ে গেছে। তুরস্ক ও ফ্রান্স সহ যেসব দেশ মেয়েদের হিজাব পরিধানের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তাদের নেতারা সাবধান হয়ে যাও। সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন তোমাদের ঘরের বৌ ও মেয়েরা বোরক্বা পরিধান করবে ইনশাআল্লাহ (স.স)]

সেডনাঃ সৌরজগতের নবীন সদস্য

সৌরজগতের নবীনতম সদস্য আবিষ্কারের দাবী করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'। পৃথিবী থেকে ৮শ' কোটি মাইল দূরে থেকে এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। নাসার এই দাবী সত্য প্রমাণিত হ'লে এটি হবে সৌরজগতের দশম গ্রহ। ইনুট উপজাতিদের সমুদ্র দেবী 'সেডনা'র নামে নবাবিষ্কৃত গ্রহটির নামকরণ করা হয়। গ্রহটি বর্তমান দূরবর্তী গ্রহ প্লোটের চেয়েও বড় বলে নাসা জানায়। হাবল ও স্পিজার স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়। এ গ্রহটি প্রথম শনাক্ত করেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি প্লানেটরি এসট্রোনমি বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মাইকেল ব্রাউন। সৌরজগতের এমন এক স্থানে সেডনা অবস্থান করছে যে স্থানটি কুইপার রেল্ট নামে পরিচিত।

শূন্যে উড়ে বেড়ায় যে মাছ

আমরা জানি একমাত্র খেচর প্রাণীরাই আকাশে উড়তে পারে। তবে পাখিদের মধ্যে আবার মরু অঞ্চলের উটপাখি, দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া পাখি, অস্ট্রেলিয়ার এমু পাখি, ব্রাজিলের নান্দু পাখি এরা নামে পাখি হ'লেও উড়তে পারে না। কারণ তাদের ডানা দু'টি দেহের চেয়ে এত ছোট যে, বিশাল দেহটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই। অথচ এরাও প্রত্যেকেই এত দ্রুত দৌড়াতে পারে যে, অলিম্পিক বিজয়ী দৌড়বিদরাও শুনে চমকে উঠেন। এরা ঘন্টায় প্রায় ৪০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। অনুরূপ জলজ প্রাণীদের মধ্যেও বিপরীত চরিত্র লক্ষিত হয়। উড়ুক মাছ পানিতে বাস করে। নামেও তারা মাছ কিন্তু তারা পানির চেয়ে শূন্যে চলাফেরা বা উড়তে পসন্দ করে বেশী। ইংরেজীতে তাদের নামকরণ করা হয়েছে 'ফ্লাইং ফিশ'। এ মাছ ঘন্টায় অনায়াসে পঁয়ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে সক্ষম।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

-আমীরে জামা'আত

কেশবপুর, যশোর ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেশবপুর-মণিরামপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে কেশবপুর ডিগ্রী কলেজ ময়দানে আয়োজিত বিরাট ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। মানব রচিত কোন বিধানকে আমরা নিঃশর্তভাবে অনুসরণীয় গণ্য করি না। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই- যেখানে ইহকালীন মানুষের মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি লাভ সম্ভব।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর বিন মুহসিন, ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম প্রমুখ। সম্মেলনে সাতক্ষীরা থেকে ১০টি বাস এবং টেম্পু, সাইকেল, হোণ্ডা ও অন্যান্য বাহনে বহু কর্মী ও শ্রোতা আগমন করেন। এতদ্ব্যতীত খুলনা, বাগেরহাট, যশোর শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে বহু নেতা-কর্মী ও শ্রোতৃবৃন্দের বিরাট সমাবেশ ঘটে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণের মধ্যেই মানবজাতির মুক্তি নিহিত

-আমীরে জামা'আত

মেহেরপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্র শহীদ শামসুযযোহা পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলন ২০০৪-য়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী বা অঞ্চলের নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। তিনি ছিলেন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। কেবল তাঁর অনুসরণের মধ্যেই মানবজাতির মুক্তি নিহিত। মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবকালে আরবের সামাজিক অবস্থার সাথে বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন এবং বলেন যে, সেদিন যে ইসলামের যথার্থ অনুসরণের কারণে আরবের পতিত সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বোন্নত সমাজে রূপ লাভ করেছিল, আজও সেই ইসলাম অক্ষত রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে। এখন প্রয়োজন কেবল সেগুলির নিঃশর্ত অনুসরণ। তিনি জনগণকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সার্বিক জীবন গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মেহেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব মু'তাছিম বিল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুযযাম্মিল আলী, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা গোলাম যিল-কিবরিয়া, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর বিন মুহসিন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হাবীবুর রহমান (মীযান), দারুল ইফতার অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর উপ-পরিচালক জনাব আবদুর রাযযাক মোল্লা প্রমুখ। সম্মেলনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয যামান।

যেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে যেলার সর্বত্র কর্মীদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলের প্রধান বাহন ইঁ ন চালিত শতাধিক ট্রলি ও ২০টির অধিক রিজার্ভ বাস ছাড়াও সাইকেলে, লাইনের বাসে ও পদব্রজে হাযার হাযার মানুষের আগমনে সন্ধ্যার পূর্বেই সম্মেলনস্থল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বাদ এশা আমীরে জামা'আতের ভাষণের সময় পার্কে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা যেলা থেকেও বহু নেতা-কর্মী ও শ্রোতামণ্ডলী সম্মেলনে যোগদান করেন।

ইতিপূর্বে বেলা সাড়ে ১১-টার দিকে যশোর যেলার কেশবপুর থেকে মাইক্রোযোগে এখানে আগমন করলে যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুযযামান মুজীবনগর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আহসানুল হক, শহরের শাহজী পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সেক্রেটারী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আবুল হোসায়েন সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা ও কর্মীগণ শহরের উপকণ্ঠে মেহেরপুর সরকারী কলেজ ট্রাফিক মোড়ে সম্মানিত মেহমানগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

গোভীপুর জামে মসজিদ উদ্বো নঃ

মেহেরপুর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ পৌরসভাধীন গোভীপুর নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা ও ছালাতের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। খুৎবায় তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংখ্যা কখনো হক ও বাতিলের মানদণ্ড নয়। 'হক'-এর চূড়ান্ত মানদণ্ড হ'ল আল্লাহ্র 'অহি' যা সংকলিত রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে মানবজাতির কল্যাণের উৎস হিসাবে। তিনি বুখারী শরীফ থেকে হাদীছ উদ্ধৃত করে বলেন, 'মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মধ্যে (হক ও বাতিলের) পার্থক্যকারী'। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রামে মাত্র ২ ঘর পুরানো আহলেহাদীছ বাদে বাকী শতাধিক ঘর নতুন আহলেহাদীছ হয়েছেন।

সন্ত্রাসীদের কবলেঃ

পরের দিন দেশব্যাপী হরতাল থাকায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ রাত আড়াইটায় মেহেরপুর থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে মাইক্রোযোগে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কুষ্টিয়া শহরের পল্লী বিদ্যুৎ-১ থেকে ২ কিঃ মিঃ দূরে রাত সোয়া ৩-টার দিকে হাইওয়ের উপরে 'মাশান' ব্রীজের পশ্চিম মাথায় গাছ ফেলে বেরিকেডের সম্মুখীন হ'লে তাঁরা গাড়ী থামাতে বাধ্য হন। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দু'ধারের অড়হর বাগানের ভিতর থেকে সন্ত্রাসীরা উন্মুক্ত হাসুয়া নিয়ে দৌড়ে এসে গাড়ীতে হামলা করে। ভাগ্যক্রমে তাদের প্রথম কোপ ব্যর্থ হয় এবং গাড়ী পিছন দিকে চালিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর ঘুরিয়ে উল্টা দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দু'বার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা আবার ছুটে এসে হামলা করে। ভাগ্যক্রমে এবারও হাসুয়ার কোপটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং অলৌকিকভাবে তাঁরা বেঁচে যান। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। অতঃপর গাড়ী চালিয়ে দুই কিলোমিটার পিছনে বিডিআর ক্যাম্পে এসে তাঁরা সাহায্য চাইলে রক্ষীগণ অপারগতা জানান এবং বলেন, এ রাস্তায় রাতে কেউ চলে না। আপনারা কেন এলেন? অতঃপর সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মীরপুর থানায় গেলে প্রথমে তারাও অজুহাত পেশ করে। কিন্তু অবশেষে আমীরে জামা'আতের পরিচয় পেয়ে তারা শশব্যস্ত হয়ে ফোর্স সহ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং রাত ৪-২০ মিঃ ঐ ব্রীজের মুখে এসে বেরিকেড় সরিয়ে তারা আমাদের পার করে দেন। পরদিন সকাল সোয়া ৭-টায় আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ সুস্থহালে নওদাপাড়া মারকাযে এসে পৌঁছেন। ফাল্লিাহিল হাম্দ।

এই সময় আমীরে জামা'আত সহ মাইক্রোতে ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুছলেহুদ্দীন, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, আত-তাহরীকের খণ্ডকালীন স্টাফ মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম এবং গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম।

চরমপন্থী নয়, সর্বদা মধ্যপন্থী রাস্তা অবলম্বন করুন!

-আমীরে জামা'আত

সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব ১২ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় ডিগ্রী কলেজ ময়দানে যেলা সম্মেলন ২০০৪ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন (বিএস-সি)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন ইমাম ও পীরের ফৎওয়াকে আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে স্থান দিয়েছি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তেমনি আমরা বিভিন্ন মানব রচিত মতবাদের অনুসরণ করে চলেছি। অথচ সর্বক্ষেত্রেই আমাদের উচিত ছিল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। তিনি বলেন, ডিকশনারীর অনুবাদ দিয়ে নয়, বরং ছাহাবায়ে কেরামের গৃহীত ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্বীনের ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি সকলের প্রতি দলাদলির যেদী মনোভাব পরিত্যাগ করে মধ্যপন্থী রাস্তা অনুসরণের আহ্বান জানান।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৪

আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি!

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ১ ও ২ এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী ১৪শ' বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় দেশবাসীর প্রতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনালে এ বিশাল তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। হাযার হাযার কর্মী ও সুধীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও তাকবীর ধ্বণিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অমিয় সুধা পানের উদগ্র-বাসনা নিয়ে চৈত্রের খরতাপে প্রচণ্ড দাবদাহ সহ্য করে সুদূর সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, পিরোজপুর, ভোলা, পঞ্চগড় সহ দেশের প্রায় সব ক'টি যেলা থেকে মহিলা-পুরুষ কর্মী ও সুধীগণ রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় যোগদান করেন। এবারের ইজতেমায় বিগত কয়েক বছরের তুলনায় উপস্থিতি প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার কারণে মূল প্যাণ্ডেলে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় প্যাণ্ডেলের বাইরেও অনেককে বসে ও দাঁড়িয়ে থেকে বক্তৃতা শুনতে হয়েছে।

১ম দিন বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। তার আগে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং তেলাওয়াতকৃত আয়াতের

বঙ্গানুবাদ করেন যথাক্রমে হাফেয লুৎফর রহমান ও হাফেয মুকাররাম বিন মুহসিন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ও ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

উদ্বোধনী ভাষণঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, অন্যান্য ইজতেমা ও সম্মেলন সমূহের বিপরীতে আমাদের এ তাবলীগী ইজতেমা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এ তাবলীগী ইজতেমার মাধ্যমে দেশবাসীর প্রতি আমাদের একটাই দাওয়াতঃ আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে অহি-র বিধান মেনে চলি। শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ'-এর দাওয়াত কোন দলীয় দাওয়াত নয়, এটি নির্ভেজাল ইসলামের দাওয়াত। এটি ব্যক্তি ভিত্তিক কোন মাযহাব, মতবাদ বা ইজমের নাম নয়। বরং এটি একটি পথের নাম। যেপথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। তিনি বলেন, এ আন্দোলন সকল বনু আদমকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক সর্বশেষ 'অহি'-র মাধ্যমে প্রেরিত চূড়ান্ত সত্য ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি উপস্থিত বিশাল সমাবেশকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আজ ১লা এপ্রিল। আজকের এ দিনটি খৃষ্টানদের কাছে আনন্দের ও মুসলমানদের কাছে বিষাদের দিন। আজ থেকে ৫১২ বছর পূর্বে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে ইউরোপের স্বাধীন ও সমৃদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রাণাডায় নযীরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে ৭ লক্ষ নিরস্ত্র মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে নগরীর মসজিদসমূহে তালাবদ্ধ করে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। আজও তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম নিধন ও মুসলিম দেশ সমূহের উপরে সাম্রাজ্যবাদী দখল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী লবীই আজকের পৃথিবীর শান্তি বিনষ্টকারী সেরা সন্ত্রাসী লবী। তিনি দুঃখ করে বলেন, বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দ আর কতকাল তাদের প্রতারণার ফাঁদে April's fool হয়ে থাকবেন? তিনি বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র করুণ পরিণতি হেদায়াতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহান শিক্ষা হ'তে দূরে থাকারই ফল।

অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় দিন বাদ এশা পূর্ণাঙ্গ ভাষণে তিনি যথাক্রমে 'আহলেহাদীছ'-এর পরিচিতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজ সংস্কার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন।

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপরে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী), কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসাইন (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা, ই,বি, চট্টগ্রাম), কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), ডঃ মুয্যাম্মিল আলী (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাঁবনা), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন (গাযীপুর), হাফেয আখতার (নওগাঁ), ডঃ একরামুল ইসলাম (রাজশাহী), মাওলানা সাইফুল ইসলাম (ঢাকা), হাফেয আব্দুল আলীম (যশোর), মাওলানা ইবরাহীম (রংপুর)।

এতদ্ব্যতীত বিশেষ অনুমতিক্রমে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আতীকুল ইসলাম (কুমিল্লা), মাওলানা আইয়ূব হোসাইন (সাতক্ষীরা), মাওলানা বদরুযযামন (সাতক্ষীরা), মাওলানা শফীকুল ইসলাম (কুমিল্লা) প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিন বাদ এশা বক্তব্য রাখেন বিশেষ মেহমান 'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী' বাংলাদেশ অফিস-এর সহকারী পরিচালক শাযলী রাফ'আত ওছমান (সুদান)।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে স্বল্প মূল্যে খাবারের হোটেলের এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। মূল গেইট থেকে ভিতরে দু'পাশে ২০টি বুক স্টল এবং মহিলাদের জন্য পৃথক গেইট ও পৃথক প্যাণ্ডেল ইত্যাদির সুব্যবস্থা ছিল।

১ম দিন বাদ আছর শুরু হয়ে রাত ২টা পর্যন্ত এবং ২য় দিন দিবা-রাত্রি একটানা অনুষ্ঠান চলে। শনিবার বাদ ফজর 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

তাবলীগী ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহঃ

ইজতেমার ২য় দিনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করা হয়।-

১. দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. বৃটিশ আমল থেকে প্রচলিত এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বি-মুখী ধারাকে সমন্বিত করে একটি গণমুখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. সরকার পরিচালিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের পরিবর্তে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. এ সম্মেলন যুবচরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বই-পত্র, সাহিত্য ও ছবি সমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন চিরতরে বন্ধ ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৫. এ সম্মেলন দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ দাবী করছে।

৬. এ সম্মেলন কাদিয়ানীদের অনতিবিলম্বে অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন ঈঙ্গ-মার্কিন চক্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখলসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম নিধন ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করছে।

৮. এ সম্মেলন ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা, গরু যবাই নিষিদ্ধ ও রামমন্দির নির্মাণে শাসক বিজেপি দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত ঘোষণা বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছে।

৯. আজকের এ মহাসম্মেলন ইঙ্গ-মার্কিন চক্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক দখলের তীব্র নিন্দা করছে এবং

ফিলিস্তীনের ইসলামপন্থী হামাস সংগঠনের প্রবীণ অন্ধ নেতা আহমাদ ইয়াসীনের নগ্ন হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করছে।

১০. আজকের তাবলীগী ইজতেমা দেশ ব্যাপী আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য আহলেহাদীছ জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে এবং এ বিষয়ে ওলামা ও সুধী এবং জামা'আতের চিন্তাশীল ভাইদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

ইজতেমার বিবিধ রিপোর্টঃ

দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমায় ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), আবু ত্বালহা (সিরাজগঞ্জ), মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (কলারোয়া, সাতক্ষীরা), আল-আমীন (কুমিল্লা) ও বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, সাতক্ষীরার ছাত্র, 'সোনামণি' সদস্য দু'ভাই আবূ রায়হান ও বুরহান প্রমুখ।

ওলামা সমাবেশঃ

তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন সকাল সাড়ে ৯ টায় প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের পরিচালনায় ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবদুল খালেক (জয়পুরহাট) -এর কুরআন তেলাওয়াতের পর সম্মাণিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অতঃপর সমবেত আলেমগণের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি দীর্ঘ একটি হাদীছ উদ্ধৃত করে প্রথমে হকপন্থী আলেমগণের উচ্চ মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেন। অতঃপর সমাজ সংস্কারে আলেমগণের গুরু দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে এক ওজস্বিনী ভাষণ পেশ করেন। তিনি অধিকাংশ আলেমের সংগঠন বিমুখতা ও বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সংগঠন ব্যতীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সংস্কারের কল্পনাও করা যায় না। তিনি তাঁদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাংগঠনিক কাফেলায় শরীক হয়ে সমাজ সংস্কারের জিহাদী পথে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মহিলা সমাবেশঃ

২য় দিন শুক্রবার বেলা ৩ঘটিকা থেকে মহিলা প্যাণ্ডেলে সমবেত স্থানীয় এবং দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ইসলাম মা-বোনদেরকে সত্যিকারের মানবিক মর্যাদায় আসীন করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআন, হাদীছ ও মহিলা ছাহাবীগণের জীবনেতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, আধুনিকতার নামে ও ক্ষমতায়নের নামে আমরা ক্রমেই আমাদের মা-বোনদেরকে মানসিক পীড়ন ও দৈহিক নির্যাতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমরা সন্তান পালনের মৌলিক দায়িত্ব থেকে মা-বোনদেরকে বিমুখ করে তুলছি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন নারীবাদী মহিলা সংগঠনের অগ্রতৎপরতা থেকে হুঁশিয়ার থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলামের নামে যে দু'চারটি মহিলা সংগঠন বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে, তারাও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে অনেক দূরে। তিনি মা-বোনদেরকে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে নিজ নিজ পরিবারে ও মহিলা সমাজের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী দাওয়াত সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসাইন -এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত মাহলা সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

হেফয সমাপনঃ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হেফয বিভাগের ছয় জন ছাত্র এ বৎসর পবিত্র কুরআনের হেফয সম্পন্ন করেছে। ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা তাদের পাগড়ী পরান যথাক্রমে 'আন্দোলন' -এর সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী' বাংলাদেশ-এর সহকারী পরিচালক শাযলী রিফা'আত ওছমান ও অত্র প্রতিষ্ঠানের হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান। হেফয সমাপনকারী ছাত্ররা হ'ল- (১) আফানুল্লাহ (দিনাজপুর) (২) আবদুল্লাহ (খুলনা) (৩) আছিফ রেযা (রাজশাহী) (৪) যাকারিয়া (রাজবাড়ী) (৫) আমীরুল ইসলাম (পাবনা) (৬) রায়হান (নবাবগঞ্জ)।

বৈঠকী দানঃ

দ্বীনে হক্ব-এর প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আহ্বানে ১ম ও ২য় দিন মিলে মোট উনিশ হাযার টাকা বৈঠকী দান হিসাবে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে দান করা হয়। এর মধ্যে মহিলা প্যাণ্ডেল থেকে আসে পাঁচ হাযার পাঁচশত টাকা। এতদ্ব্যতীত গত বছরের ন্যায় এবারও মা-বোনেরা তাদের স্বর্ণের গহনা খুলে দান করেন, যা রাসূলের যুগের মহিলা ছাহাবীগণের দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমীরে জামা'আত সকলের জন্য প্রাণ খোলা দো'আ করেন।

খাদ্য-সামগ্রী দানঃ

গতবারের ন্যায় এবারেও তাবলীগী ইজতেমায় সাতক্ষীরা, রাজশাহী প্রভৃতি যেলা থেকে আলু, পেয়াজ, রসুন, ডাইল, পেঁপে ইত্যাদি দান করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনঃ

তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার বিকাল ৫টায় দারুল ইমারতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল পরকালীন জীবনে মুক্তি ও অনাবিল শান্তি লাভ করা। আমাদের ধর্মীয় জীবন আমাদের বৈষয়িক জীবন সবকিছুই এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য উৎসর্গীত। আল্লাহ পাক আমাদের জান ও মাল সবকিছুকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন (তওবা ১১১)। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের খৃষ্টান পণ্ডিতদের রচিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মুসলিম দেশসমূহের রাজনীতিবিদগণের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়ে বৈষয়িক জীবন হ'তে ইসলামকে বিতাড়িত করে সেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পুরামাত্রায় হাছিল করে নিচ্ছে। এর ফলে ইসলামের প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের নেতাদের হাত দিয়েই ইসলামের বৈষয়িক বিধান সমূহ লংঘিত হচ্ছে। এভাবে আমরা আমাদের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করছি। অন্যান্য ধর্মে মানুষের বৈষয়িক জীবনের সমাধান নেই। কিন্তু ইসলাম মানবজীবনের জন্য আল্লাহপ্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল সমস্যার

সমাধান নিহিত আছে। অতএব আসুন! আমরা ইসলামকে সকল সমস্যায় একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ করি এবং প্রচলিত দ্বি-মুখী চিন্তাধারা পরিহার করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসি।

এ সময়ে 'আন্দোলন' ও -এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক জনাব হাফীযুর রহমান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুছলেহুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, দু'দিন ইজতেমার প্রতিদিনই ইজতেমা প্যাণ্ডেলের নির্দিষ্ট স্থানে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহের সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ইজতেমার খবর ঢাকার জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব, সংগ্রাম, খবরপত্র, আজকের সত্যের আলো, এবং স্থানীয় দৈনিক নতুন প্রভাত, সোনালী সংবাদ, উপচার ও দৈনিক বার্তায় প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত ৩১শে মার্চ সন্ধ্যা ৬-টায় বিটিভি-র বাংলা সংবাদে ও রাজশাহী বেতারকেন্দ্র থেকে ৩০শে মার্চ হ'তে ইজতেমার দিন পর্যন্ত একাধিকবার ইজতার খবর প্রচারিত হয়।

আটরশির কাফেলাঃ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবারই প্রথম শিরক ও বিদ'আতের আখড়া বলে পরিচিত ফরিদপুরের আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের নিকট থেকে ৩০ জন ভাই তাবলীগী ইজতেমার ব্যানারে সজ্জিত রিজার্ভ গাড়ীতে করে ইজতেমায় যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে তারা মাসিক **আত-তাহরীক**, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও অন্যান্য বই-পুস্তকের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর দাওয়াত পেয়েছিলেন। ইজতেমার ১ম দিন বাদ এশা উক্ত কাফেলার প্রধান জনাব আব্দুছ ছামাদ তার আবেগময় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মূলক ভাষণে আটরশির শিরক-বিদ'আতের কিছু চিত্র তুলে ধরেন এবং আহলেহাদীছ হওয়াতে তাদের প্রতি বিদ'আতীদের হিংসাত্মক আচরণের কথা বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, বিদ'আতীদের আমরা মোটেই ভয় পাইনা। বরং ওরাই এখন আমাদের ভয় পায়। আমরা আমীরে জামা'আতকে কখনো দেখিনি। কিন্তু তাঁর ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), মীলাদ প্রসঙ্গ ও **আত-তাহরীক** নিয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। বহু লোক এখন আহলেহাদীছের দাওয়াত কবুল করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আজকের এ বিশাল আহলেহাদীছ সম্মেলন দেখে আমরা দারুনভাবে উৎসাহিত হয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমরা দ্বিগুণ উদ্যমে এখন থেকে কাজ করব। উল্লেখ্য যে, ১ম দিন মাগরিবের কিছু পূর্বে আটরশির গাড়ী ইজতেমা প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে মুহুর্মুহ তাকবীর ধ্বনিতে প্যাণ্ডেল মুখরিত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, তিনি নিজে আটরশির পীরের মুরীদ এবং তার বৃদ্ধ পিতা দীর্ঘদিন উক্ত পীরের খাদেম ছিলেন। অন্যান্যরাও প্রায় সকলে আটরশির পীরের মুরীদ। ২য় দিন বিদায় কালে তারা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকটে বায়'আত করেন এবং অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আমীরে জামা'আতের নিকটে দো'আ চেয়ে বিদায় নেন। বিদায় বেলায়, আমীরে জামা'আতের এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব আব্দুছ ছামাদের অসুস্থ পিতা আটরশি পীরের প্রাক্তন খাদেম সৈয়দ উলফৎ আলী ওরফে মুহাম্মাদ মীর (৭২) বলেন, আমরা আটরশির স্থায়ী বাসিন্দা। পীর অন্য জায়গার মানুষ। তাকে আমরাই এনেছিলাম। আল্লাহ সহায় থাকলে পীর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।

সিলেটঃ আটরশির কাফেলার পক্ষে বক্তৃতার পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নির্দেশে সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি নতুন আহলেহাদীছ জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী আবেগঘন ভাষায় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

রিজার্ভ গাড়ী সমূহঃ

সাতক্ষীরা থেকে ৩২টি, বগুড়া থেকে ১৭টি, জয়পুরহাট ৫টি, মেহেরপুর ৫টি, কুমিল্লা ২টি, পাবনা ২টি, গাইবান্ধা ২টি, চুয়াডাঙ্গা ১টি, আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ১টি, ঢাকা ১টি, রংপুর থেকে ১টি সর্বমোট ৬৯টি রিজার্ভ বাস সহ ট্রেন, মাইক্রো, প্রাইভেট কার, মটর সাইকেল, সাইকেল ইত্যাদি যোগে হাযার হাযার পুরুষ ও মহিলা কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

সাইকেল যোগে আগমনঃ

গত বছরের ন্যায় এবারও বেশ কয়েকজন কর্মী সুদূর সাতক্ষীরা ও মেহেরপুর থেকে বাইসাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন। সাতক্ষীরা থেকে ১৯ ঘন্টা বিরতিহীনভাবে সাইকেল চালিয়ে ইজতেমায় শরীক হয়ে সকলকে চমকে দিয়েছেন তালা উপযেলার গড়েরডাঙ্গা গ্রামের জনাব আব্দুল বারী (৪৩)। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে তিনি দু'বার সাইকেলে ইজতেমায় আসেন। কিন্তু এত কম সময়ে এবং বিরতিহীনভাবে নয়। একই গ্রামের ওমর আলী (৪২) একসাথে কুষ্টিয়া পর্যন্ত প্রায় পৌনে দু'শো কিলোমিটার একটানা সাইকেল চালিয়ে অপারগ হয়ে পড়লে সাইকেল বাসে উঠিয়ে চলে আসেন। একই যেলা থেকে সাতক্ষীরা শহরের কামাল নগরের জনাব মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন সরদার (৬২) ২৮ মার্চ সকালে বাড়ী থেকে বের হয়ে ৩১ মার্চ বেলা ১২টায় মারকাযে এসে পৌঁছেন।

মেহেরপুর থেকে মোট ৩০ জন কর্মী সাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন। ৩১ মার্চ বিকাল ৩ টায় রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত ও তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে জানাতে ১৮ ঘন্টা পর পরদিন সকাল ৯টায় তারা রাজশাহী পৌঁছেন। সাইকেল আরোহীরা হ'লেন- মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী (৩৮), মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান (৩৬), মুহাম্মাদ শামসুর রহমান (৩৯), মুহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা (২৮), মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (৪০), মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হক (৩৯), মুহাম্মাদ মুকুল আলী (৩৬), মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী (৩৯), মুহাম্মাদ বাবর আলী (৩২), মুহাম্মাদ সানোয়ার হোসাইন (৪৫), মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান (৫০), মুহাম্মাদ হেকমত আলী (৩০), মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন (৩০), মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (২৯), মুহাম্মাদ এনামুল হক (২১), মুহাম্মাদ তুহিন আলী (২০), মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান (২১), মুহাম্মাদ মুখতার (২০), মুহাম্মাদ রহীদুল ইসলাম (২১), মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ (১৯), মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম (১৯), মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (২৫), মুহাম্মাদ দাউদ আলী (৩০), মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম (২০), মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান (১৯), মুহাম্মাদ নিয়াজুল ইসলাম (২৫), মুহাম্মাদ রুবেল হোসাইন (১৭), মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান (১৯), মুহাম্মাদ বকুল হোসাইন

ও মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে সাইকেলে ইজতেমায় আগমনের সংবাদ শুনে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব আলহাজ্জ মফীযুদ্দীন খুশী হয়ে নিজ বাড়ীতে সাইকেল আরোহীগণের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। ১ম দিন বাদ যোহর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ সাইকেল আরোহীগণ তাঁর বাড়ীতে দাওয়াতে শরীক হন।

যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ

১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

(ক) রাজশাহীঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রাজশাহী যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর ও পাবনা যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

(খ) ময়মনসিংহঃ যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা ওমর ফারূক-এর সভাপতিত্বে কুতুবখানা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

বগুড়া, ৪ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে গাবতলী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক জনাব মাওলানা গোলাম আযম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

দিনাজপুর-পশ্চিম, ৫ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আইয়ূব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত লালবাগ ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

রংপুর, ৬ মার্চ শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

সুধী সমাবেশ ও মত বিনিময় সভা

ময়মনসিংহ, ৮ মার্চ সোমবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় ধানীখোলা লটিয়ারপাড় আল-মারকাযুল ইসলামী মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে এক সুধী ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয ওয়ায়েযুদ্দীনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওমর ফারূকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ খলীলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ইসহাক আলী, ক্বারী মফীযুদ্দীন, আব্দুল মোত্তালেব আকন্দ প্রমুখ।

যুবসংঘ

তাবলীগী সভা

ময়মনসিংহ, ১৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে ধানীখোলা মৈশাটেকী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আনোয়ারুল হক, চক রাধাকানাই এলাকা সভাপতি মাওলানা শহীদুল্লাহ, স্থানীয় মুরব্বী হাজী মকবুল হুসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

বকচর, যশোর, ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' যশোর যেলার উদ্যোগে স্থানীয় বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি স্বীয় বক্তব্যে মহিলাদেরকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি সাপ্তাহিক বৈঠকের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার পতাকা মূলে সমবেত হয়ে মহিলাদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে ব্যাপকভাবে আহ্বান জানান।

উক্ত সমাবেশে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু তাহের, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহদী হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবুল কালাম।

পাঠকের মতামত

থিসিসের উন্নত প্যাকেট চাই

আমি একজন সাধারণ পাঠক। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে কৃত মূল্যবান থিসিস গ্রন্থখানা আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। এই পি-এইচ.ডি থিসিস (আহলেহাদীছ আন্দোলন ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ) মাননীয় লেখকের একটি অমূল্য অবদান। এতে এমন অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যাতে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 'আহলেহাদীছ' একটি দল, না গোষ্ঠী, না একটি মাযহাব, না কোন বাতিল ফের্কা এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ছিল। এই গবেষণা গ্রন্থ প্রমাণ করেছে যে, এটি এগুলির কোনটিই নয়; বরং রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল একটি ইসলামী আন্দোলনের নাম। আলোচ্য গ্রন্থটি কেবলমাত্র একটি গবেষণা গ্রন্থ হিসাবেই নয়; বরং একটি ঐতিহাসিক তথ্য নির্দেশিকা হিসাবেও বরণীয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর যে অবদান মাননীয় লেখক অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছেন, তা একান্তভাবেই প্রশংসনীয়।

এই মূল্যবান গ্রন্থটিকে ময়লা, ধূলাবালি ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও অতি যত্নে রাখার জন্য চাই উন্নত একটি প্যাকেট। আর প্যাকেটটির উপর-নিচ অংশ হবে থিসিসের হুবহু ডিজাইনের। আমরা পাঠকরা যেন অতি যত্নের সাথে এই অমূল্য গ্রন্থটি সংরক্ষণ করতে পারি, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পরিশেষে উক্ত গ্রন্থের বহুল প্রচার এবং এর স্বনামধন্য লেখকের নিকট হ'তে আরও বেশী গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রত্যাশা করে এবং তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। ওয়াস্‌সালাম।

❑ মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ
সাতকানিয়া সরকারী কলেজ, বাইতুল ইয্যত, চট্টগ্রাম।

কান্না আমার ভাষা

আমি নীরবে বসে কাঁদি। জাতির দুঃখ দেখে কাঁদি। শিক্ষার অবনতি দেখে কাঁদি। বলার ভাষা নেই। তাই কান্নাই আমার ভাষা।

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোন! ইসলামের প্রথম বাণী 'পড়'। তাই তোমরা পড় আর পড়। না পড়তে পড়তে দেশে নকল এসেছে। এখন পড়তে পড়তে সে নকল তাড়িয়ে দাও। ভাষা জ্ঞান আর সকল বিষয়ের মনযোগী পাঠ নকল তাড়াবার বড় হাতিয়ার। পথে ঘাটে মাঠে নানা স্থানে তোমরা সময় অপচয়ে মশগূল থাক। এ মূল্যবান সময় তোমাদের কাঁধে ভর করে নিজ গতিতে চলে যায়। সে সময়কে ধরে কাজে লাগাও।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষার উন্নতি নেই। পড়ার পরিবেশ নেই। মেধার পূর্ণ বিকাশ নেই। এ দৃশ্য প্রতিবাদের ভাষা আমার আন্তরিক কান্না। কান্না আমার কবিতা। কান্না আমার সাহিত্য। কিন্তু আমি হাসতে চাই।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই প্রিয় ভাই-বোন! উন্নত শিক্ষা দ্বারা তোমরা জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড শক্ত কর। চল সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাই। দায়িত্ব পালনে কারোই অবহেলা নেই। পড়ার টেবিল কলগুঞ্জন মুখর, পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী ভাল ফল করে, সেই সাথে সবাই চরিত্রবান, এ দৃশ্য দেখে আমার কান্না থামাতে চাই। হাসির কাব্য সৃষ্টি করতে চাই। আমার কান্নার সমাধি রচনা করতে চাই।

❑ মুহাম্মাদ আবদুল হামীদ
আরবী প্রভাষক, চিনাডুলী ফাযিল মাদরাসা, ইসলামপুর, জামালপুর।

সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

আমি মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর একজন নিয়মিত পাঠক। প্রতি মাসে তাহরীক-এর কপি হাতে পাওয়া মাত্রই আদ্যন্ত পড়ে ফেলি। তাহরীক-এর প্রতিটি লেখাই গবেষণাধর্মী এবং প্রচলিত রীতির বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক। গত মার্চ ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত মুহাম্মাদ আতাউর রহমান-এর 'সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার' প্রবন্ধটি বর্তমান সময়ের জন্য খুবই প্রযোজ্য। তিনি সন্ত্রাসের কারণ ও প্রতিকারের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষায় যে সব মতামত পেশ করেছেন আমিও তার সঙ্গে একমত। পরিশেষে তরুণ লেখকের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি এবং সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ও সম্পাদক সহ তাহরীক পরিবারের সকল সদস্যকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ওয়াসসালাম।

❑ মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন
বিভাগীয় প্রধান, শ্রম ও কল্যাণ বিভাগ
রাজশাহী জুট মিলস, কাঁটাখালী, রাজশাহী।

আরো বেশী প্রশ্নোত্তর চাই

আমি **'আত-তাহরীক'**-এর একজন নিয়মিত পাঠক। তাহরীক আমাদের জ্ঞানের দ্বারকে করেছে প্রসারিত। এর প্রতিটি বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ। যা থেকে পাঠক তার মনের প্রকৃত খোরাক খুঁজে পান। বিশেষ করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠক দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানার সুযোগ লাভ করেন। মাত্র ৪০টি প্রশ্নোত্তরে যেন আমাদের মন ভরে না। তাই ৪০টির স্থলে ৬০টি প্রশ্নোত্তর করার জন্য বিনীত অনুরোধ রাখছি।

❑ মুহাম্মাদ শু'আইব; দুবইল, মান্দা, নওগাঁ।

বেঁচে থাক হে আত-তাহরীক

মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর দেশ-বিদেশের চক্ষুষ্মান পাঠক, যারা গভীর মনোনিবেশে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আত-তাহরীক পাঠ করেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতম একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। আমার বাদ ফজরের নিয়মিত রুটিন হ'ল- কুরআন তেলাওয়াত, আরবী বুখারী অন্ততঃ এক পৃষ্ঠা, অতঃপর তাহরীক পাঠ। বাংলার মাটিতে ইসলামী জাগরণ, শিরক-বিদ'আত ও কুফরী আক্বীদার মূলোৎপাটন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্ভেজাল বাণী প্রচারে **'আত-তাহরীক'** নীরব বিপ্লব করে চলেছে। আত-তাহরীকে আমার বেশ কয়েকটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখন ইচ্ছা থাকলেও আর সম্ভব হচ্ছে না। বার্ধক্যজনিত কারণে হস্তকম্পন আমাকে বাধাগ্রস্ত করছে। আমি **'আত-তাহরীক'**-এর সকল পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে দো'আ চাচ্ছি এবং এই অনন্য পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। বেঁচে থাক হে আত-তাহরীক।

❑ মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী
হরিরামপুর, দাউদপুর,, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ 'হে আল্লাহ! আমার মৃত্যু যদি কল্যাণকর হয়, তাহ'লে আমাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিন' এরূপভাবে মৃত্যু কামনা করা যাবে কি?

-আব্দুল ক্বাদের
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত্যু কামনা করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে নেককার হ'লে হয়তো অধিক নেকী অর্জন করবে এবং বদকার হ'লে সম্ভবত তওবা করে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৯৮ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত্যু কামনা ও মৃত্যুর স্মরণ' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/১৫১১)*। তবে নিতান্তই কেউ যদি মৃত্যু কামনা করে, তবে শর্ত সাপেক্ষে করতে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার নিকটে বিপদ পৌঁছার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে সে যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রেখ যে পর্যন্ত আমার জীবন কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬০০; বাংলা মিশকাত হা/১৫১৩)*। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত ভাবে মৃত্যু কামনা করা যায়।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ ১০ই মুহাররমকে বিশেষ ফযীলত মনে করে উক্ত দিনে বিবাহের দিন ধার্য করা যাবে কি?

-মিনারুল ইসলাম
সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ বিশেষ ফযীলত মনে করে উক্ত দিবসে বিবাহের দিন ধার্য করা যাবে না। কেননা ১০ই মুহাররমে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে দু'টি নফল ছিয়াম পালন ব্যতীত এ মাসে অন্য কিছুই করণীয় নেই। যার দ্বারা বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহ মাফ করা হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এদিনকে শুভ দিন বা ফযীলতপূর্ণ দিন মনে করে বিবাহের দিন ধার্য করার পক্ষে শরী'আতের কোন নির্দেশ নেই। এ ধরনের চিন্তাগুলি বিদ'আতী আক্বীদা সমূহ থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী কে ছিল? আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবাহ সত্যিই কি তাঁর লাশ বিকৃত করেছিল?

-যাহহাক আলী
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ওয়াহ্শী বিন হারব নামক জনৈক হাবশী গোলাম হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। হামযাহ (রাঃ) কুরায়েশ নেতা জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম বিন আদী-এর চাচা ত্বো'আয়মা বিন আদীকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। স্বীয় চাচা হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে রাসূলের চাচা হামযাকে হত্যার জন্য জুবায়ের তার হাবশী গোলাম ওয়াহশীকে মুক্ত করে দেওয়ার শর্তে নিযুক্ত করেছিল। ওহোদের যুদ্ধে হামযাহ (রাঃ) বীরদর্পে দু'হাতে তরবারি পরিচালনা করছিলেন, এমন সময় গাছ বা পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে থাকা ওয়াহ্শী বর্শা নিক্ষেপ করলে হামযা (রাঃ)-এর নাভিতে বিদ্ধ হয়ে তিনি পড়ে যান এবং শাহাদত বরণ করেন। ফলে মুশরিক মহিলারা হিন্দা বিনতে উৎবাহ্র নেতৃত্বে খুশীর গান গাইতে গাইতে হামযা (রাঃ)-এর পবিত্র লাশের কান, নাক, ঠোঁট এবং অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলে এবং কলিজা বের করে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করে তা ফেলে দেয় *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৬১; বিস্তারিত দেখুনঃ 'ছাহাবা চরিত' হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ), 'আত-তাহরীক' মার্চ ২০০০, পৃঃ ২২)*।

উল্লেখ্য যে, হামযাহ (রাঃ) বদরের যুদ্ধে ৩১ জন কাফের নেতাকে হত্যা করেন *(মোস্তফা চরিত পৃঃ ৬৫৭)*। সে যুদ্ধে হিন্দার পিতা, চাচা ও ভাই যথাক্রমে কুরায়েশ নেতা উৎবাহ, শায়বা ও ওয়ালীদ নিহত হন। সেজন্য হিন্দা হামযাহ্র প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধকামী ছিলেন। পরবর্তীতে হিন্দা মক্কা বিজয়ের দিন স্বামী আবু সুফিয়ানের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন *(বুলূগুল মারাম, তাহক্বীক্বঃ ছফিউর রহমান, মুবারকপুরী হা/১১৩৭-এর টীকা-২)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ অন্ধ ব্যক্তি স্বীয় অন্ধত্বের উপর ছবর করলে নাকি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফতাব আহমাদ
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক। অন্ধ ব্যক্তি যদি পরহেযগার হয় এবং অন্ধত্বকে আল্লাহ্র দেওয়া মনে করে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাকে ছবরের বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যখন আমার কোন বান্দার দু'টি প্রিয় বস্তুকে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে তাতে ছবর করে, আমি তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করি। প্রিয় বস্তুদ্বয় হ'ল তার চক্ষুদ্বয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৪৯ বাংলা মিশকাত হা/১৪৬৩ 'জানাযেয' অধ্যায়, 'রোগীকে দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ জ্ঞানশূন্য বা অস্বাভাবিক অবস্থায়

তালাক দিলে তালাক হবে কি? এমন কিছু ঘটলে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ইনছাফ নগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জ্ঞানশূন্য বা অস্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে না। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায় 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪০৫৪)*।

সুতরাং পাগল, মাতাল, জ্ঞানহারা বা ক্রুদ্ধ অবস্থায় তালাক প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৭/৩৬৫ পৃঃ)*। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে নিশ্চিতভাবে রোগীর স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থা নির্ণয় করা উচিৎ *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ 'বুলূগুল মারাম' গ্রন্থের ভূমিকার নিম্নোক্ত আরবী অংশের সরল বঙ্গানুবাদ জানিয়ে বাধিত করবেন।

فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرًا بالغًا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا وستعين به الطالب المبتدى ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى-

-এরশাদুল বারী
দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অর্থঃ 'ইহা শারঈ বিধান সমূহের জন্য হাদীছ ভিত্তিক মূল দলীলাদি সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। এমন এক উন্নত ধারায় একে আমি লিপিবদ্ধ করেছি যে, এর আয়ত্বকারী তার সমসাময়িকদের মধ্যে সমুন্নত হ'তে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণ এর সাহায্য লাভে সক্ষম হবে এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভের অভিলাষী ব্যক্তিগণও এথেকে সাহায্য গ্রহণে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবে না'।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ খোলা জায়গায় পায়খানা করার সময় দূরে নির্জনে যাওয়ার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে?

-মুখতার আহমাদ
স্বরূপকাটি, পিরোজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খোলা জায়গায় পায়খানা করার ইচ্ছা করলে দূরে (নির্জনে) যেতেন। এ মর্মে কয়েকটি হাদীছ রয়েছে *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২, মিশকাত হা/৩৪৪ সনদ ছহীহ, উক্ত হাদীছের টীকা নং ১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। সাইয়েদ সাবিক্ব স্বীয় 'ফিক্বহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে নির্জনে পায়খানা করার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, পায়খানা করার সময় লোকজন হ'তে দূরে ও নির্জনে যাওয়া উচিৎ। যাতে করে বাহ্যক্রিয়ার কোন শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাওয়া যায়। তিনি দলীল হিসাবে উল্লেখিত হাদীছ ছাড়াও কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন *(ঐ, ১/২৫; 'নাপাকী' অধ্যায় 'প্রয়োজন পূরণ' অনুচ্ছেদ ১/২৫ পৃঃ 'পায়খানা-প্রস্রাবের শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া লজ্জাশীলতাও অন্যতম কারণ বটে। এর ফলে সে মানসিক চাপমুক্ত থাকে এবং তাতে পায়খানা খোলাছা হয়।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ মা'রেফতী ফকীরেরা বলে, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসাই যথেষ্ট। নামায-রোযার দরকার নেই। মা'রেফত ব্যতীত শরী'আতের কানাকড়ি মূল্য নেই। এদিকে এর পাল্টা অন্যরা ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত দেওয়ায় গ্রামে দলাদলি ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় কি?

-আশরাফুল ইসলাম
নামোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মা'রেফতী ফকীরদের দা'ওয়াত ইসলাম ধ্বংসের দা'ওয়াত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ হ'ল তাঁর ইত্তেবা বা অনুসরণ করা *(আলে ইমরান ৩১)*। ছালাত ও ছিয়াম ইসলামের মূল বুনিয়াদী ফরয সমূহের অন্যতম। একে অস্বীকার করলে সে নিঃসন্দেহে কাফির। 'মা'রেফত' অর্থ চেনা। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে যথার্থ মর্যাদায় চেনা। বর্তমান যুগে মা'রেফতের নামে যা চলছে, এগুলি স্রেফ ধোঁকাবাজি। পারসিক ও গ্রীক দর্শনের কুপ্রভাবে এগুলি ৩য় শতাব্দী হিজরীর পরে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ইসলামের একটি ফরয 'যাকাত' আদায়কে অস্বীকার করার অপরাধে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এরা দু'টি ফরযকে অস্বীকার করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। ৭২ ফের্কাই জাহান্নামে যাবে। ১টি ফের্কা জান্নাতে যাবে। যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের তরীকার উপরে থাকবে *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৭১, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। আর সেই ফের্কা নিঃসন্দেহে তারাই যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণ করে। অতএব আপনাদেরকে যেকোন মূল্যে ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত দানকারীদের সাথে থাকতে হবে, বিদ'আতীদের সাথে নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, 'মা'রেফাতে দ্বীন' জানুয়ারী '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ মসজিদে জনৈক ব্যক্তির 'ছালাতুল জানাযা' অনুষ্ঠিত হয়। সে জানাযায় মহিলাগণও অংশগ্রহণ করেন। ফলে বিতর্ক দেখা দেয় যে, মহিলাগণ জানাযায় শরীক হ'তে পারবেন কি-না। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হুসাইন মাষ্টার
বর্ষাপাড়া, উপযেলাঃ কোটালিপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদসহ যেকোন জায়গায় পর্দাসহ মহিলাগণ জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাবেঈ বিদ্বান আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত, যখন ছাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাকে মসজিদে নিয়ে এসো। যাতে আমিও তার জানাযায় শরীক হ'তে পারি। কিন্তু তারা তার এই বাসনাকে অপসন্দ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়যার দুই ছেলে সোহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬ 'জানাযার সাথে চলা ও ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ; দ্রষ্টব্যঃ ডিসেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৫/৭৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২১-১২২)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ ক্রন্দনের ফলে মাইয়েতের উপর চোখের পানি পড়লে নাকি মৃত ব্যক্তির কবরে আযাব হয়। কথাটি কি সঠিক?

-শামীমা আখতারা
রামপাল, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক নয়। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন করা জায়েয নয়। নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করা নিঃসন্দেহে জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছমান বিন মাযঊনকে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেন। তখন তিনি ক্রন্দনরত ছিলেন এবং তাঁর অশ্রু ওছমানের চেহারার উপর পড়েছিল' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬২৩ 'জানাযা' অধ্যায়; বাংলা মিশকাত হা/১৫৩৫)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ পরপর তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় স্বামী এদের লালন-পালনে অবহেলা করেন। কিন্তু আমি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে তাদের লালন-পালন করছি। তারা কি আখেরাতে আমার কোন কাজে আসবে?

-মুনাওয়ারা বেগম
ঝাউতলী, দাউদকান্দী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মেয়ে তিনটির সযত্ন লালন-পালনই আপনার জান্নাত লাভের অসীলা হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে এবং সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা তার জাহান্নামের পর্দা হবে' *(আহমাদ, বায়হাক্বী প্রভৃতি, আলবানী ছহীহুল জামে' হা/৫৩৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণভাবে সকল কন্যা সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'যে ব্যক্তি এইসব মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষায় পড়বে, অতঃপর এদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করবে, এরা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৯ 'সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও দয়া' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখিত হাদীছদ্বয় হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, কন্যা সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করলে আখেরাতে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা পাওয়া যাবে। বাপ হৌক বা মা হৌক যে কেউ কন্যা সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহার করবেন, তিনি উক্ত মহা পুরস্কারের হক্বদার হবেন ইনশাআল্লাহ। *(দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, 'নারীর সামাজিক অবস্থান' এপ্রিল-মে ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' বক্তব্যটি কি শরী'আত সম্মত?

-রবীউল ইসলাম
বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ আল্লাহ সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস, জনগণ নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র' *(বাক্বারাহ ১৬৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই' *(ফাৎহ ১৪)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ সকল রাজত্বের মালিক। যাকে ইচ্ছা তিনি রাজত্ব দান করেন' *(আলে ইমরান ২৬)*।

অনেকেই বলেন, এর দ্বারা আমরা জনগণকে আল্লাহ্র শরীক হিসাবে মনে করি না। অতএব এটা শিরক নয়। এর জবাব এই যে, সার্বভৌমত্বের বাস্তব অর্থ হ'ল, যার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এক্ষণে যারা জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলেন, তারা দেশে আল্লাহ্র আইন বাদ দিয়ে নিজেদের রচিত আইন চালু করেন জনগণের সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে, যাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। ফলে মুখে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বাস্তবে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ্র সার্বভৌত্বকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। সুতরাং উল্লেখিত বক্তব্যটি কোন মুসলমানের মুখ দিয়ে বের হওয়া উচিৎ নয়। কারণ তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(দ্রষ্টব্যঃ এপ্রিল-মে ২০০২, প্রশ্নোত্তর ৫/২১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ হঠাৎ আমার দুই চক্ষু লাল হয়ে যাওয়ায় একজন কবিরাজের শরণাপন্ন হ'লাম। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁক দিয়ে আমার নিকট ৫০ টাকা চাইলেন। আমি দিয়ে দিলাম। আমার প্রশ্নঃ ওষুধ না দিয়ে শুধু ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে এ ধরনের টাকা নেওয়া শরী'আত সম্মত কি?

-শমশের আলী
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতী পদ্ধতিতে কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ও এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করা জায়েয আছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছাহাবীগণের একটি দলের সফর অবস্থায় কোন এক গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে তাঁরা পারিতোষিক গ্রহণ করেন *(বুখারী ১/৩০৪ পৃঃ; ঐ, ফৎহ সহ হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন কুরআনের হাফেয শহীদ হয়েছিলেন। এ তথ্য কি সঠিক?

-আযাদ
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা সুয়ূত্বী বলেন যে, ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর মতে, ৭০ জন কুরআনের হাফেয শাহাদত বরণ করেন *(আল-ইৎক্বান ফী উলূমিল কুরআন ১/১৫৫ পৃঃ)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে বলেন, প্রায় ৫০০/৬০০ জন মুজাহিদ শহীদ হন *(ঐ, ৪/৩৩০ পৃঃ)*। তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব-এর মতে ৫০০ জন শহীদ হন। তন্মধ্যে কুরআনের হাফেয ছিলেন ৫০ অথবা ৩০ জন *(ইবনু খাইয়াত্ব, তারীখু খলীফা ১১১ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ প্রশ্নোত্তর ৪/১৮৯ মার্চ ২০০৩ সংখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ আযানের পর ছালাত শুরু হওয়ার জন্য কত সময় অপেক্ষা করতে হবে?

-রফীক্ব আহমাদ
প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আযান ও একামতের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে এর প্রমাণে স্পষ্ট কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে খানাপিনা ও পেশাব-পায়খানা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সংক্রান্ত তিরমিযী প্রভৃতি বর্ণিত যে হাদীছগুলি এসেছে, তা সবই যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯০ পৃঃ; নায়ল ২/১০ পৃঃ 'মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। এ মর্মে ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। সেখানে পেশকৃত হাদীছ সমূহ দ্বারা অনির্ধারিত কিছু সময়ের ব্যবধান বুঝা যায়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আযান ও একামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে' *(বুখারী ১/৮৭ পৃঃ)*। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আযানের পরপরই ছাহাবীগণ খুঁটির পিছনে দ্রুত (সুন্নাত) ছালাত আরম্ভ করতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘর হ'তে বের হওয়া পর্যন্ত *(বুখারী ১/৮৭ পৃঃ)*। এতে বুঝা যায় যে, ফরয ছালাতের পূর্বের প্রস্তুতি ও সুন্নাত ছালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তবে নির্দিষ্ট ইমাম থাকলে তাঁর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য হাদীছে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৫ 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, আযানের উদ্দেশ্য হ'ল অনুপস্থিত মুছল্লীকে আহ্বান করা। অতএব তাকে এতটুকু সময় দেওয়া আবশ্যক, যাতে মুছল্লী প্রস্তুতি নিয়ে জামা'আতে হাযির হ'তে পারে' *(মির'আত হা/৬৫২-এর ব্যাখ্যা, ২/৩৫৩)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ 'হাইয়া আলাছ ছালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ' প্রতিটির জন্যই দু'দিকে মুখ ফিরাতে হবে কি?

-মামূন
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'হাইয়া আলাছ ছালাহ'-এর জন্য ডান দিকে দু'বার এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর জন্য বাম দিকে দু'বার মুখ ফিরাতে হবে। ইমাম নববী এই পদ্ধতিকে বিশুদ্ধতম বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৯)*। আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে তাঁর দু'কানে দু'আংগুল রেখে ডাইনে ও বামে মুখ ফিরাতে দেখেছি *(আহমাদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/১৮০; ইরওয়া হা/২৩০ ও ২৩৩)*। একই মর্মে হাকেম, ইবনু আদী ও ত্বাবারাণীতে ছাহাবী সা'দ আল-কুরয থেকে একটি স্পষ্ট হাদীছ এসেছে। তবে সেটি যঈফ। শায়খ আলবানী বলেন, সনদ যঈফ হ'লেও হুকুম ছহীহ *(ইরওয়া ১/২৫০ পৃঃ, হা/২৩২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাওকানী (রহঃ) প্রতিবারেই ডাইনে ও বামে মুখ ফিরানোর কথা ইবনু বাত্ত্বালের বরাতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে কোন হাদীছের বরাত দেননি *(নায়ল ২/১১৬ পৃঃ 'আযানে কানে আংগুল রেখে কাঁধ ঘুরানো' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ জনৈক ইমাম মুছল্লীদেরকে মসজিদের জন্য দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'কে মসজিদে দান করে জান্নাতের টিকিট নিয়ে যেতে চান'! এরূপভাবে বলা কি ঠিক?

-আব্দুল হাকীম
বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমামের পক্ষ থেকে কথাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি আম কথাকে খাছ করে বলেছেন। তবে কথাটি ছহীহ হাদীছের সারমর্ম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭)*। সুতরাং ইমাম ছাহেবের জন্য স্রেফ হাদীছ বলাই উত্তম ছিল। জান্নাতের টিকিট কাটার কথা বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ সূরা মায়েদাহ্র ৪৪-৪৫ নং আয়াতের অনুবাদ ও সারমর্ম জানতে চাই।

-ফযলুর রহমান
বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ অনুবাদঃ 'আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। নবীগণ, দরবেশ ও আলেমগণ এর মাধ্যমে ইহুদীদের ফায়ছালা দিতেন। কারণ তাদেরকে আল্লাহ্র এই গ্রন্থের দেখাশুনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করোনা; বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা কাফের'। 'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের

বিনিময়ে সমান সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা 'যালেম' *(মায়েদাহ ৪৪-৪৫)*। এখানে ৪৪ নং আয়াতের সারমর্ম হ'ল, তাওরাত রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইহুদীদের উপর ছিল। কিন্তু তারা দুনিয়াবী স্বার্থে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে তাতে শব্দ ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এজন্য তারা 'কাফির'। ৪৫ নং আয়াতে বিভিন্ন অপরাধের কিছাছ নির্ধারণ করা হয়েছে। যার বিরোধিতাকারী ব্যক্তি 'যালিম'। উভয় আয়াতের সারমর্ম হ'ল তারা ফাসিক, কাফির নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, তারা কাফির। কিন্তু যারা স্বীকার করে, অথচ আমল করেনা, তারা যালেম ও ফাসেক' *(ইবনু জারীর-এর বরাতে তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৬৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ সূরা তওবা ৪৪নং সহ অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। আল্লাহ কিভাবে আমাদের সাথে থাকেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ক্বামারুল হাসান
দুর্গাপুর বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজ সত্তা সহ আমাদের সাথে থাকেন। বরং আমাদের সাথে তিনি আছেন তাঁর ইল্‌ম ও নুছরতের মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও সাহায্য সর্বদা আমাদের সাথে আছে। আমরা সর্বদা তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে আছি, তাঁর সাহায্যে চলাফেরা করি, জীবিকা নির্বাহ করি ও তাঁর সাহায্যে বিপদ থেকে মুক্তি পাই। আল্লাহ তা'আলা (স্বীয় আকৃতিতে) আরশের উপর সমাসীন আছেন *(ত্বা-হা ৫)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ সূরা মায়েদাহ ৪৭ ও ইউসুফের ৪০নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-হাসান মণ্ডল
বিল চাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ অনুবাদঃ 'ইঞ্জীলের অনুসারীদের উচিৎ, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা কর। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা 'ফাসিক' *(মায়েদাহ ৪৭)*। 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলি নামের ইবাদত কর, সেগুলি তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত নির্ধারণ করে নিয়েছ। আল্লাহ এসবের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ' কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ৪০)*। আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদাহর ৪৭ নং আয়াতে যারা আল্লাহর ফায়ছালা অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তাদেরকে ফাসিক্ব বা পাপাচারী বলেছেন। তবে তাদেরকে 'মুরতাদ' বলেননি। সূরা ইউসুফ ৪০ আয়াতের তাৎপর্যও তাই-ই।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেই ভ্রান্ত ফের্কা খারেজীরা হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'কাফির' গণ্য করেছিল ও তাঁদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আজকেও যদি কেউ সেই অর্থ নিয়ে দেশের মুসলিম শাসকদের 'কাফির' গণ্য করে ও হত্যাযোগ্য অপরাধী মনে করে তবে তারাও খারেজী আক্বীদার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাদের বাহ্যিক আমল-আখলাক খুবই সুন্দর ও পরহেযগারী পূর্ণ হবে। কিন্তু ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। রাসূল (ছাঃ) এইসব চরমপন্থী লোকদের হত্যা করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৯৪, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৬৪২)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ ছালাত আদায়ের সময় হাত বুকের উপরে বাঁধতে হবে না নাভির নীচে বাঁধতে হবে?

-আব্দুল আহাদ
শেরুডাংগা, শঠিবাড়ি, রংপুর।

উত্তরঃ ছালাত আদায় করার সময় বুকের উপরে হাত বাঁধতে হবে। সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, 'লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত যেন তারা ছালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে। আবু হাযেম বলেন যে, ছাহাবী সাহ্‌ল বিন সা'দ এই আদেশটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করতেন বলেই জানি' *(বুখারী ১/১০২ পৃঃ)*। হাদীছে উল্লিখিত 'যেরা' (ذِرَاع) অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। একথা স্পষ্ট যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখলে তা বুকের উপরেই চলে আসে। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত সমূহে পরিষ্কারভাবে যার ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন- ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপর রাখলেন *(ছহীহ ইবনে খোযায়মা, বুলূগুল মারাম হা/২৭৫, 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায়)*। হুলব আত-ত্বাঈ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে আমি ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপরে রাখতে দেখলাম *(আহমাদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯ পৃঃ)*। নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যে ৪টি হাদীছ ও ২টি আছার বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলিই 'যঈফ' এবং এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৭-৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ যারা প্রতি মাসে নিয়মিত তিনটি ছিয়াম পালন করেন, যিলহজ্জ মাসে 'আইয়ামে

তাশরীক্ব' হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা কিভাবে ঐ তিনটি ছিয়াম পালন করবেন?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদুল আযহার পরের তিনদিন 'আইয়ামে তাশরীক্ব' পার হওয়ার পর যেকোন দিন 'আইয়ামে বীয'-এর তিনটি নফল ছিয়াম পালন করবেন। প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে নফল ছিয়ামের কথা হাদীছে এসেছে *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে অন্যদিনেও সেটা রাখা যায়। যেমন মু'আযাহ 'আদাভীয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাসের কোন তিনদিন ছিয়াম পালন করতেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি নির্ধারিত দিনের পরোয়া করতেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৬; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মির'আত হা/২০৭০-এর ব্যাখ্যা ৭/৬৯-৭০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ হজ্জ পালনকারীগণ বিদায়ী ত্বাওয়াফ করার পর কারণবশতঃ মক্কায় অবস্থান করলে কা'বা ঘরে গিয়ে ছালাত আদায় করবেন, নাকি বাসায় ছালাত আদায় করবেন?

-আহসান হাবীব
প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কা'বা ঘরে গিয়ে কিংবা যেকোন মসজিদে ও বাসায় ছালাত আদায় করতে পারেন। কারণ তখন তিনি সাধারণ মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ কুরআন মুখস্ত করার পর ভুলে গেলে গোনাহ হবে কি?

-পারভীন
সোনাফুল, হাকীমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কুরআন ভুলে গেলে গোনাহ হবে না। তবে যাতে ভুলে না যায় সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখ। আল্লাহ্র ক্বসম নিশ্চয়ই কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়ণপর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৭৮)*। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এরূপ কথা বলা জঘন্য যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, সে বিস্মৃত হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৮)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার বৈধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ নকল করা জায়েয নয়। কারণ এটি এক প্রকারের ধোঁকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দিল, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২৮৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তওবা ব্যতীত যার ক্ষমা হবে না।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ নেশাজাত দ্রব্য, নোংরা ফিল্ম ইত্যাদি বিক্রির জন্য দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল খালেক
ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যেকোন হারাম বস্তু এবং নাজায়েয কথা ও কর্ম সম্পাদনের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে না। কারণ এতে পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং অন্যায় ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ ব্যাংকে ২৫০০০ টাকা জমা আছে। কিন্তু আয়ের অন্য কোন উৎস নেই। সেক্ষেত্রে কিভাবে যাকাত আদায় করব।

-হামীদা
১৭৫; গোবরচাকা মেইন রোড, খুলনা।

উত্তরঃ ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহ'লে মালিকের জন্য উক্ত টাকার যাকাত দেওয়া ফরয। চাই তার আয়ের উৎস থাক বা না থাক। প্রকাশ থাকে যে, যাকাতের মালকে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহার না করে যাকাত দিয়ে শেষ করা ঠিক নয়। ছহীহ সনদে বায়হাক্বীতে 'মাওকূফ' সূত্রে ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াতীমের মালে ব্যবসা কর। যাকাত দিয়ে মালটা যেন শেষ না হয়ে যায়' *(ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ২/৩৫৪ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*। একই মর্মে তিরমিযীতে একটি মরফূ হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/১৭৮৯ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ শিশু মাত্রই নিষ্পাপ। কিন্তু কারো খাবার জুটছে আবার কারো জুটছে না। এর কারণ কি? আল্লাহ সবাইকে সমান ধন-সম্পদ দান করেননি কেন?

-মুহাম্মাদ নাহিদুল ইসলাম
চৌডালা বি,এল হাইস্কুল
রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শিশু নিষ্পাপ হ'লেও তাকে অনাহারে রেখে আল্লাহ তা'আলা তার মাতা-পিতার ধৈর্যের পরীক্ষা করে থাকেন। যেরূপ ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করে থাকেন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা হ্রাস করে দেন' *(আনকাবূত ৬২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল

বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের' *(বাক্বারাহ ১৫৫)*।

এটা বাস্তব যে, আল্লাহ পৃথিবীতে সবাইকে জ্ঞান-বুদ্ধিতে ও ধন-সম্পদে সমান করলে পৃথিবী অচল হয়ে যেত। তাই প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পৃথিবীতে সবাইকে সমান করেননি। যেমন তিনি বলেন,

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

'তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমতকে বন্টন করে থাকে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপরে উন্নীত করেছি। যাতে একে অপরের সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম' *(যুখরুফ ৩২)*।

উল্লেখ্য যে, মালিক, শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, উদ্যোক্তা ও সংগঠক ব্যতীত কোন শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদন এমনকি পরিবার পরিচালনাও সম্ভব নয়। ধনী ও গরীব, সবল ও দুর্বল, বুদ্ধিহীন ও বুদ্ধিমান সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি, যা পৃথিবী পরিচালনার জন্য খুবই দূরদর্শিতাপূর্ণ। পরস্পরের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। পারস্পরিক সংঘাতে সমাজ বিপর্যস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে, থাকে মালে-সম্পদে ও শক্তি সামর্থে অধিক দান করা হয়েছে, তখন সে যেন তার চাইতে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, তোমার চাইতে উঁচু স্তরের লোকদের দিকে তাকিয়ো না। তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহ্র নে'মত সমূহকে তুমি হীন মনে করবে' *(ঐ, মিশকাত হা/৫২৪২, বঙ্গানুবাদ হা/৫০১৩)*। তিনি আরও বলেন, তোমরা তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অন্বেষণ কর (অর্থাৎ তাদের প্রতি সহমর্মিতার মাধ্যমে আমার সুন্নাত অনুসরণ কর)। কেননা তাদের মাধ্যমেই তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছানো হয় ও সাহায্য করা হয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫২৪৬; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০১৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০০০-এর ১/৯৯নং প্রশ্নোত্তরে লিখা হয়েছে, টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। আবার ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০-এর উত্তরে লিখা হয়েছে, টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া জায়েয। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তোফাযযল
পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যার উত্তরটিই সঠিক। ডিসেম্বর ২০০০-এ 'টাইপ মিসটেক'-এর কারণে 'নাজায়েয'-এর স্থলে 'জায়েয' ছাপা হয়। পরের সংখ্যা জানুয়ারী ২০০১-এ যার সংশোধনী দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ৫৬)

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ মাসিক মদীনা অক্টোবর'০৩ সংখ্যায় ৩৫নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, মহিলারা লোমনাশক ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু পুরুষরা পারবে না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এর যথার্থতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার
৩২/২ বাসাবো, ঢাকা।

উত্তরঃ পুরুষ হৌক নারী হৌক সকলের জন্যই লজ্জাস্থানের লোম ছাফ করা স্বভাবগত সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। এজন্য যেকোন কিছুর সাহায্য নেওয়া যায়। চাই সেটা ক্ষুর, ব্লেড বা লোমনাশক তৈল যাই-ই হৌক না কেন। পুরুষ হৌক বা নারী হৌক সবার জন্য একই বিধান। এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া না গেলেও ছিন্নসূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছে বরং পুরুষের জন্য লোমনাশক ব্যবহারের দলীল পাওয়া যায়। যেমন- উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই তাঁর গুপ্তাঙ্গে লোমনাশক ব্যবহার করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭৫১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'লোমনাশক দ্বারা মর্দন' অনুচ্ছেদ নং ৩৯)*। হাদীছটির বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত। তবে সনদ মুনক্বাত্বি' বা ছিন্নসূত্র *(মির'আত হা/৩৮২-এর ব্যাখ্যা ২/৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ হিন্দুদের দুর্গাপূজায় মুসলমান সন্তানদের অংশ নিয়ে নাচ, গান করা এবং পুরস্কার গ্রহণ কেমন পাপ। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এফ,এম, লিটন বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, এফ বাড়ী
কোঠালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ দুর্গাপূজা একটি শিরকী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মুসলমান সন্তানদের নাচ-গান করা শিরকী কাজে সহযোগিতা করার শামিল। এটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যা তওবাহ ব্যতীত মাফ হবে না *(যুমার ৫৩)*। আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা পাপ ও অন্যায় কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ যদি অবিবাহিত ছেলে কোন বিবাহিত মহিলাকে স্পর্শ করে এবং পরবর্তীতে ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করে, তাহ'লে তাদের বিবাহ বৈধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ উল্লিখিত কাজটি গর্হিত হ'লেও উক্ত মহিলার মেয়েকে বিবাহ করাতে শরী'আতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত মহিলাদের বিবাহ করা হারাম করেছেন এ মহিলা তার বা তার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ বলেন, 'এদেরকে (নিষিদ্ধ মহিলাগণ) ছাড়া তোমাদের জন্য সব মহিলা হালাল করা হয়েছে *(নিসা ২৪; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মুহাল্লা ৯/১৫১ পৃঃ 'বিবাহ' অধ্যায়, মাসআলা নং ১৮৬৬১)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করেন আবার হিন্দুর মন্দিরেও যান। প্রশ্ন হ'ল, তিনি কি মুসলমান আছেন না হিন্দু হয়ে গেছেন?

-আশরাফ
ধকুরা, ৭৮১৩০৯
বরপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ একজন মুসলমানকে অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না, যতক্ষণ না সে কুফরীকে মানসিক তৃপ্তিবোধ ও নিশ্চিন্ততা সহকারে গ্রহণ করে *(নাহল ১০৬)*। তবে বিনা প্রয়োজনে একজন মুসলমানের জন্য মন্দিরে বা শিরকের স্থানে যাওয়া বৈধ নয়। বাধ্যগত বা বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণভাবে যদি কোন মুসলমান হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করে, তবে শিরককে সমর্থন করা হবে। যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ 'হাজারে আসওয়াদ' পাথরটি কোথায় ছিল, কে নিয়ে আসল, পাথরটি কি প্রকৃতই কালো? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'হাজারে আসওয়াদ' পাথরটি জান্নাতের সাদা চকচকে পাথর ছিল। আদম (আঃ) জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে আসার সময় পাথরটি নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে মানুষের পাপপূর্ণ হস্ত স্পর্শের ফলে তা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১২৭নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাজারে আসওয়াদ প্রথমে দুধ বা বরফের চেয়েও সাদা ও মসৃণ অবস্থায় জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর বনু আদমের পাপের কারণে তা কালো হ'তে থাকে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৬৯৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩৩)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদকে এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে ও একটি যবান থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দেবে যে ব্যক্তি সঠিক অন্তরে তাকে স্পর্শ করেছে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩৮২; মিশকাত হা/২৫৭৮; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ স.স. প্রণীত হজ্জ ও ওমরাহ, পৃঃ ১১)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ অনেক মুছল্লী ছালাত শেষে দো'আ পাঠ করে স্বীয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা তিনবার চোখ স্পর্শ করেন। এইরূপ করার কোন বিধান আছে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাত শেষে দো'আ পাঠ করে হাতের আঙ্গুল দ্বারা তিনবার চোখ স্পর্শ করার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। কিছু মুছল্লীকে দেখা যায় সূরা ক্বাফ-এর ২২ নং আয়াত পাঠ করে স্বীয় চক্ষু মাসাহ করেন। উক্ত মর্মেও কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ তাবলীগ জামা'আতের অনেকে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করলে ছালাত যেভাবেই পড়া হৌক না কেন, আল্লাহ তার ছালাতের ভুলত্রুটি মাফ করে দিবেন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জান্নাতুল ফেরদাউস
বহরমপুর, জিপিও-৬০০০, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। যে ওয়াক্তেই পড়ুন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতেই ছালাত আদায় করতে হবে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে তোমরা আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী ১/৮৮ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৮৩ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে তার ভুলের কারণে তিনবার ছালাত আদায় করিয়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ ছহীহ বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ৩/২৬৭ হা/২৯৩২ এ আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, কুনূত রুকূর পূর্বে পড়তে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বনী সুলাইমের গোত্রগুলির জন্য বদদো'আ করে একমাস রুকূর পরে কুনূতে নাযেলা পড়েছেন। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তোফাযযল
পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শত্রুর আক্রমণ অথবা কারো বিশেষ কল্যাণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সময় বিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই রুকূর পরে দাঁড়িয়ে কুনূতে নাযেলা পড়া সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ১২৮৮-৮৯)*। এই কুনূতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই *(মির'আত ২/২২০)*। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম আরবীতে সরবে দো'আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত*

হা/১২৯০; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪৫৯)।

বিতরের কুনূত দু'টি পদ্ধতিতেই রুকুর আগে ও পরে জায়েয আছে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, রুকুর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন *(তুহফা (কায়রো ১৯৮৭), ২/৫৬৬ পৃঃ)*। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি রুকুর পরে পড়ার কথা বলেন' *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ নং ৪১৭-৪২১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর স্ত্রীকে রেখে কোথাও চলে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে। অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু ফিরে আসেনি। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর জন্য কতদিন অপেক্ষা করবে?

-মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বানী
নাড়াডাঙ্গী, জোতবাজার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। ওমর (রাঃ) বলেন, নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর যাবৎ অপেক্ষা করবে *(মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ)*। অত্র হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যেমন- হাম্মাদ ইবনু সালামা, ইবনু আবী শায়বা, সাঈদ ইবনু মানছূর প্রমুখ *(মুহাল্লা পৃঃ ঐ)*। ওমর, ওছমান, আলী, ইবনু মাস'উদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর (রাঃ) এবং অনেক তাবেঈ বিদ্বানও অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন *(মুহাল্লা ৯/৩২৪ পৃঃ)*। তবে স্বামী পরে প্রকাশ হ'লে তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে। সে তার প্রদত্ত মোহর ফেরৎ নিতে পারে কিংবা স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। একদা ওমর (রাঃ) এক স্বামীকে মোহর ফেরত দেন এবং আরেক স্বামীকে তার স্ত্রী ফেরত দেন *(মুহাল্লা ৯/৩১৭ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক, জুন '৯৯, প্রশ্নোত্তর নং ১৮/১৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ পেশাব করে পানি ব্যবহার করার পর যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়তে থাকে তাহ'লে এই পোশাকে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি?

-মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান
মুজগুন্নি, মনিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ চিকিৎসা করার পরও যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে, তাহ'লে সে কাপড়েই ছালাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। একদা এক ব্যক্তি তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মযী অর্থাৎ লিঙ্গের তরল পানির ভেজা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে মযী প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*। মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু আসে এসব মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়; দ্রঃ আত-তাহরীক অক্টোবর ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ৪/৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ দাজ্জালের সাথে সাক্ষাত হ'লে নাকি মানুষ কুরআন ভুলে যাবে। কথাটি কি সঠিক?

-হাবীবুল্লাহ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি দাজ্জালের সাক্ষাতে সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে রক্ষা করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালের সাক্ষাতে লোকেরা কুরআন পাঠ করতে পারবে। অতএব 'কুরআন ভুলে যাবে' কথাটি সঠিক নয়।

পাপ্পু ফার্ণিচার মার্ট

আধুনিক ডিজাইনের কাঠ এবং স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭৩০৫৩।

সোনালী গার্মেন্টস

প্রোঃ আলহাজ্জ মূসা আহমাদ

আধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোষাক বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

১২৭ নং আর. ডি. এ. মার্কেট,
সাহেব বাজার, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭১২৭৯।